No. 984.

*To the Collector of Land Revenue, Lower Provinces.*

The Hon'ble the Lieutenant Governor of Bengal having in his resolution bearing date the 30th November 1858, No. 3556, assigned to Ferry Fund Committee of your District the sum of Rupees for disbursement on Public Works during the year 1858-59, I have the honor to request that you will add this sum to the Memo. of District Road Fund at foot of your Treasury Account and deduct therefrom all payments subsequently made which should be debited in the body of your Treasury Account under District Road Fund and supported as usual by the necessary Vouchers.

(Signed) R. P. HARRISON,
*Offg. Acctt. to the Govt. of Bengal.*

Fort William,
Office of Acctt. to the Govt. of Bengal,
The 10th December, 1858.

---

FORT WILLIAM,
ACCOUNTANT GENERAL'S OFFICE.
DURBAR AND REVENUE DEPARTMENT.
*The 15th December* 1858.
No. 100.
CIRCULAR.

*To the*

I have the honour to call your attention to the Notification, published in the Calcutta Gazette, of 15th instant, directing Military Pay Masters and Officers in charge of Civil Treasuries, severally to address the advices of all bills of exchange drawn by them on the treasury at Madras, to the "Accountant General, Madras, Bill Department," instead of to the Sub-Treasurer.

(Signed) E. DRUMMOND,
*Acctt. Genl. to the Govt. of India.*

No. 985.

Forwarded to the Collector's of Land Revenue, Lower Provinces.

(Signed) R. P. HARRISON,
*Offg. Acctt. to the Govt. of Bengal.*

Fort William,
Office of Acctt. to the Govt. of Bengal,
The 24th December 1858.

---

CIRCULAR ORDER OF THE BOARD OF REVENUE.

No. 31.

*From the Secretary to the Board of Revenue, Lower Provinces.*

*To*

*Dated Fort William, the 24th November* 1858.

I am directed by the Board of Revenue to forward herewith for your information and guidance, and for communication to the Officers subordinate to you, an extract from a Resolution of the Govern-

২৮৪ নম্বর।

বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের ভূমির রাজস্বের শ্রীযুত কালেক্টর সাহেব বরাবরেষু।

১৮৫৮। ৫৯ সালের সরকারী রাস্তা ইমারৎ প্রভৃতির কার্য্যেতে খরচ করিবার জন্যে বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত অনরবিল লেপ্টেনেন্ট গবরনর সাহেব ১৮৫৮ সালের ৩০ নবেম্বর তারিখের ৩৫৫৬ নম্বরের নির্দ্ধারণমতে তোমার জিলার ফেরি ফণ্ড কমিটিতে এত টাকা দিয়াছেন। অতএব তোমার নিকটে এই আদেশ হইতেছে, তোমার ট্রেজুরীতে জিলার রাস্তার ফণ্ডের যে হিসাব থাকে তাহার তল ভাগের স্মারক লিপিতে এ টাকা জমা কর ও পরে যে সকল টাকা খরচ হয় তাহা ঐ হিসাবহইতে বাদ দেও ও তোমার ট্রেজুরীর খাতাবহীতে জিলার রাস্তার ফণ্ডের হিসাবে এ টাকা খরচ লেখ ও আবশ্যক বৌচরদ্বারা রীতিমতে তাহার প্রমাণ কর।

আর পি হারিসন।
বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং আক্কৌণ্টেণ্ট।

ফোর্ট উলিয়ম।
বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের
আক্কৌণ্টেণ্ট সাহেবের দপ্তরখানা।
১৮৫৮ সাল ১০ ডিসেম্বর।

---

ফোর্ট উলিয়ম।
আক্কৌণ্টেণ্ট জেনরল সাহেবের দপ্তরখানা।
দরবার ও রেবিনিউ ডিপার্টমেণ্ট।
১৮৫৮ সাল ১৫ ডিসেম্বর।
১০০ নম্বরের সরক্যুলর।

শ্রী অমুক প্রতি আগে।

বর্ত্তমান মাসের ১৫ তারিখের কলিকাতা গেজেটে যে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা যায় তাহাতে তোমাকে মনোযোগ করাইতেছি। তাহাতে এই হুকুম হইয়াছে। পল্টনের বক্শী সাহেবেরা ও দেওয়ানী ট্রেজুরীর জিম্মাপ্রাপ্ত কার্য্যকারক সাহেবেরা মান্দ্রাজের ট্রেজুরীর উপর যে সকল হুণ্ডী দেন তাহার জ্ঞাপনপত্র তাঁহারা সব-ট্রেজুরর সাহেবের নামে না লিখিয়া "হুণ্ডীর ডিপার্টমেণ্টে মান্দ্রাজের আক্কৌণ্টেণ্ট জেনরল সাহেবের" নামে লেখেন।

ই ড্রমণ্ড।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের আক্কৌণ্টেণ্ট জেনরল।

২৮৫ নম্বর।

উক্ত সরক্যুলর বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের ভূমির রাজস্বের শ্রীযুত কালেক্টর সাহেবের নামে পাঠান যায়।

আর পি হারিসন।
বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং আক্কৌণ্টেণ্ট।

ফোর্ট উলিয়ম।
বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের
আক্কৌণ্টেণ্ট সাহেবের দপ্তরখানা।
১৮৫৮ সাল ২৪ ডিসেম্বর।

---

বোর্ড রেবিনিউর সরক্যুলর অর্ডর।

৩১ নম্বর।

বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের বোর্ড রেবিনিউর শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেবের পত্র।

ফোর্ট উলিয়ম। ১৮৫৮ সাল ২৪ নবেম্বর।

ফিনান্সিয়ল ডিপার্টমেণ্টে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের গত সেপ্টেম্বর মাসের ২৮ তারিখের ৫৬৭৪ নম্বরের যে নির্দ্ধারণ বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের গত মাসের ২৬ তারিখের ২১০৩ নম্বরের পত্রের সঙ্গে পাঠান গিয়াছে তাহাহইতে গৃহীত কথা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা তোমার জ্ঞাত হইবার জন্যে ও তোমার উপদে-

ment of India in the Financial Department, No. 5674, dated the 28th September last, (received with the Bengal Government letter dated 26th ultimo, No. 2103) directing that the Financial Resolution* of 19th March 1858, which limits the grant of casual leave to Uncovenanted Servants to 15 days in every calendar year, be cancelled, and that it be left to the Heads of Offices, subject to the orders of the Local Government, to grant at their discretion casual leave of absence from office in case of sickness, death of near relatives, &c.

(Signed) E. T. TREVOR,
*Secretary.*

*Extract from the Proceedings of the Hon'ble the President of the Council of India in Council, in the Financial Department, No. 5674, dated the 28th September* 1858.

2. In respect to casual leave, His Honor in Council directs, after a careful consideration of the difficulties and inconvenience which an attempt to regulate such leave by general Rules, is apt to produce, that the Financial Resolution of 19th March 1858, which limits the grant of casual leave to 15 days in every calendar year, be cancelled: and that it be left to the Heads of Offices subject to the orders of their own Government, to grant at their discretion casual leave of absence from office, in case of sickness, death of near relatives, &c., on condition that the Local Government shall see that the discretionary power to be placed in the Heads of Offices is not abused.

3. Such casual absences from office should not be reported to the Civil Auditor, but they should be systematically entered in a Book to be kept in each office, and when an application for privilege leave may be received, the leave should be granted or refused with some reference to the entries in the Book. Reports, however, should be made, as at present, to the Civil Auditor in respect to the other descriptions of leave mentioned in the first part of this Resolution.

4. His Honor in Council further directs that so much of the Resolution of 30th April 1858, No. 2585, as refers to casual leave, be also cancelled.

Board of Revenue, Lower Provinces,
Fort William, the 24th November 1858.

(True Extract.)
(Signed) E. T. TREVOR,
*Secretary.*

No. 32.
MEMORANDUM.

*It is requested that the following Rule be entered as VI. A of the Butwarrah Series.*

Whenever the Statement of Butwarrah Establishments under Act XI. of 1838 authorized by

* *Vide* C. O. 2nd June last No. 10.

শের নিমিত্তে ও তোমার অধীন কার্য্যকারকদিগকে জানাইবার নিমিত্তে পাঠাইতে আদেশ করিয়াছেন। তাহাতে এই হুকুম হইয়াছে ১৮৫৮ সালের ১৯ মার্চ তারিখের ফিনান্সিয়ল ডিপার্টমেণ্টের যে নির্দ্ধারণানুসারে* অচিন্তিত কার্য্যকারকদিগকে কখন২ কএক দিন করিয়া বৎসরে সর্ব্বসুদ্ধ ১৫ দিনপর্য্যন্ত ছুটী দেওয়া যাইতে পারে সেই নির্দ্ধারণ রদ হইল ও দফ্তরখানার প্রধান কার্য্যকারক সাহেবেরা স্বানবিশেষের গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞামতে আপনারদের অধীন কার্য্যকারকেরদিগকে পীড়া কি জ্ঞাতিকুটুম্বের মরণপ্রভৃতির কারণে আপনারদের বিবেচনামতে ছুটী দিতে পারিবেন।

ই টি ট্রেবর। সেক্রেটারী।

হুজুর কৌন্সেলে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেবের ফিনান্সিয়ল ডিপার্টমেণ্টের ১৮৫৮ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর তারিখের ৫৬৭৪ নম্বরের কার্য্য বিবরণহইতে গৃহীত কথা।

২ দফা। কখন২ কএক দিন করিয়া যে ছুটী দেওয়া যায় সেই ছুটীর সাধারণ বিধি করিতে গেলে যে অনেক দুঃখ ও ক্লেশ হইতে পারে, তাহা মনোযোগপূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া হুজুর কৌন্সেলে শ্রীযুক্ত এই আজ্ঞা করিতেছেন। ফিনান্সিয়ল ডিপার্টমেণ্টের ১৮৫৮ সালের ১৯ মার্চ তারিখের যে নির্দ্ধারণানুসারে বৎসরে সর্ব্বসুদ্ধ কেবল পনের দিনের সেই প্রকারের ছুটী দেওয়া যাইতে পারে তাহা রদ হয়, ও দফ্তরখানার প্রধান কার্য্যকারক সাহেবেরা আপন২ গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞামতে আপনারদের অধীন কার্য্যকারকদিগকে পীড়া কিম্বা জ্ঞাতিকুটুম্বের মরণপ্রভৃতির কারণে আপনারদের বিবেচনামতে সেই প্রকারের ছুটী দিতে ক্ষমতা পান। কিন্তু স্বং বিবেচনামতে ঐ ছুটী দিবার যে ক্ষমতা দফ্তরখানার প্রধান কার্য্যকারক সাহেবদিগকে দেওয়া গেল সেই ক্ষমতাক্রমে তাঁহারা অনুচিতমতে ছুটী না দেন এই বিষয় স্থানবিশেষের গবর্ণমেণ্টের দেখিতে হইবেক।

৩। কদাচিৎ কএক দিন করিয়া সেই প্রকারের ছুটীর রিপোর্ট সিবিল আডিটর সাহেবের নিকটে করিতে হইবেক না। কিন্তু প্রত্যেক দফ্তরখানায় এক বহী থাকিবেক ও তাহাতে সেই ছুটীর কথা নিয়মিতরূপে লিখিতে হইবেক। পরে কেহ অনুগ্রহের ছুটীর প্রার্থনা করিলে, ঐ বহীর লেখা যে ছুটী পাওয়া গিয়াছে তাহা বুঝিয়া ছুটী দেওয়া যাইবেক কি প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইবেক। পরন্তু এই নির্দ্ধারণের প্রথম দফাতে অন্য২ প্রকারের যে ছুটী ব্যক্ত হইয়াছে তাহার রিপোর্ট এইক্ষণে যেমন সিবিল আডিটর সাহেবের নিকটে করা যাইতেছে তেমনি করা যাইতে থাকিবেক।

৪ হুজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত আরো এই আদেশ করিতেছেন, কএক দিন করিয়া ঐ প্রকারের ছুটীর যে কথা ১৮৫৮ সালের ৩০ আপ্রিল তারিখের ২৫৮৫ নম্বরের নির্দ্ধারণে আছে তাহাও রদ হয়।

ই টি ট্রেবর। সেক্রেটারী।

বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের বোর্ড রেবিনিউ।
ফোর্ট উলিয়ম। ১৮৫৮ সাল ২৪ নবেম্বর।

৩২ নম্বর।
স্মারক লিপি।

আদেশ হইতেছে যে এই বিবি বাঁটওয়ারা বিধি-শ্রেণীর ৬ ক ধারা বলিয়া লেখা যায়।

১৮৩৮ সালের ১১ আইনমতে বাঁটওয়ারার যে আমলাগণকে নিযুক্ত করিতে কমিস্যানর সাহেবেরা

† গত জুন মাসের ২ তারিখের ১০ নম্বরের সরক্যুলর দেখ।

the Commissioners are submitted for the sanction of the Board of Revenue, it is necessary to specify the periods at which, and the proportions in which, the remuneration of the Aumeen employed to effect the partition of the Estate is proposed to be levied from the parties concerned that the sanction of the Board may be accorded thereto.

(Signed) E. T. Trevor, *Secretary.*

Board of Revenue, Fort William,
The 3rd December 1858.

*Register of Butwarras confirmed, to be kept in the English and Native Languages in the Collector's Office.*

| 1. Name of the Estate. | 2. Proprietor or Proprietors. | 3. Number of Pergunnahs. | 4. Number of Villages. | 5. Quantity of Land. | 6. Jumma of the entire Estate. | 7. Fractional portion.* | 8. Proprietor or Proprietors | 9. Number of Pergunnahs. | 10. Number of Villages. | 11. Quantity of Land. | 12. Jumma of each portion. | 13. Date of confirmation. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

Accompaniment of Board's Circular Memorandum No. 29 dated the 9th November 1858.

[Government Gazette, 25th January, 1859.]

অনুমতি করেন তাহার কৈফিয়ৎ যখন বোর্ড রেবিনিউ-হইতে মঞ্জুর হইবার নিমিত্তে পাঠান যায়, তখন মহাল বাঁটিয়া দিবার কর্ম্মেতে যে আমীনেরা নিযুক্ত হয় তাহারদের মেহনতানা যেং সময়ে দিবার প্রস্তাব হয় ও উভয় পক্ষের স্থানে অর্থাৎ যাহার স্থানে ঐ মেহনতানার যত লইতে প্রস্তাব হয়, তাহাও নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবেক, যেন বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা তাহা দেখিয়া মঞ্জুর করেন।

ই টি ট্রেবর্, সেক্রেটারী।

বোর্ড রেবিনিউ।
ফোর্ট উলিয়ম। ১৮৫৮ সাল ৩ ডিসেম্বর।

মঞ্জুরকরা বাঁটওয়ারার রেজিষ্টর। কালেক্টরী কাছারীতে ইঙ্গরেজী ও দেশীয় ভাষায় রাখিতে হইবেক।

| ১ মহালের নাম | ২ মালিক কি মালিকেরা | ৩ যত পরগনা | ৪ যত গ্রাম | ৫ যত জমী | ৬ সম্পূর্ণ মহালের জমা | ৭ হিস্যা | ৮ মালিক কি মালিকেরা | ৯ যত পরগনা | ১০ যত গ্রাম | ১১ যত জমী | ১২ একং হিস্যার জমা | ১৩ মঞ্জুর হইবার তারিখ। |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

বোর্ডের ১৮৫৮ সালের ৯ নবেম্বর তারিখের ২৯ নম্বরের সরকুলরের আরম্ভ লিপির সঙ্গে এই রেজিষ্টর দিতে হইবেক।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৫৯। ২৫ জানুআরি।]

## বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবরনর্ সাহেবের হুকুম।

৪৬০৫ নম্বর।

নিয়োগ।

১৮৫৮ সাল ২৩ ডিসেম্বর।

ময়মনসিংহের একটিং কালেক্টর শ্রীযুত সি এচ কাম্বেল সাহেব (Mr. C. H. Campbell,) ময়মনসিংহ ও ঢাকা ও পাবনা ও ছিলট ও রঙ্গপুর ও ফরিদপুর ও ত্রিপুরা ও রাজসাহী জিলাতে ১৮২২ সালের ৭ আইনমতের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

১৮৫৮ সাল ২৯ ডিসেম্বর।

শ্রীযুত কাপ্তান এ কে কম্বর সাহেব (Captain A. K. Comber,) নওগাঁয়ে আসামের কমিসানর সাহেবের দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রধান আসিস্টাণ্টের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

আসামের কমিসানর সাহেবের দ্বিতীয় আসিস্টণ্ট শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট এচ স্কন সাহেব Lieut. H. Scone,) উত্তর কাছাড়ের কর্ম্মের ভারপ্রাপ্ত হইয়াছেন

ইহার দ্বারা অক্টোবর মাসের ১৩ তারিখের যে হুকুম উক্ত মাসের ২৬ তারিখের বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশ হইয়াছিল তাহা রহিত হইয়াছে।

১৮৫৮ সাল ৩০ ডিসেম্বর।

বেহার এলাকায় আফীনের আসিস্টণ্ট সব-ডেপুটী এজেণ্ট শ্রীযুত সি এম আর্মষ্টং সাহেব (Mr. C. M. Armstrong,) ঐ এজেন্সীতে আফীনের সব-ডেপুটী এজেণ্টের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

ছুটী।

১৮৫৮ সাল ২৮ ডিসেম্বর।

ঢাকার ধর্ম্মোপদেশক শ্রীযুত পাদরি ডবলিউ উইনচেষ্টর সাহেব (Reverend W. Winchester,) ফিনান্সিয়ল ডিপার্টমেণ্টের ১৮৫৭ সালের অপ্রিল মাসের ২৪ তারিখের নির্দ্ধারণক্রমে স্বীয় কর্ম্ম ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে এক মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

১৮৫৮ সাল ২৯ ডিসেম্বর।

রাজস্বসম্পর্কীয় জরিপী কার্য্যের চতুর্থ অর্থাৎ পশ্চিমাংশে নিযুক্ত ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত এচ এচ মেটকাফ সাহেব (Mr. H. H. Metcalfe,) অচিহ্নিত কার্য্যকারকেরদের ছুটীর সংশোধিত বিধির ৭ ধারানুসারে ঐক মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

১৮৫৮ সাল ৩০ ডিসেম্বর।

ছাপরাতে দাতব্য ঔষধালয়ের ভারপ্রাপ্ত সব আসিষ্টাণ্ট চিকিৎসক শ্রীযুত ফকিরচাঁদ বসু আপনার কর্ম্মের ভার জেলখানাতে নিযুক্ত এতদ্দেশীয় ডাক্তর শ্রীযুত সুজাইত আলীর প্রতি অর্পণ করিয়া অচিহ্নিত কার্য্যকারকেরদের ছুটীর সংশোধিত বিধির ৭ ধারানুসারে তিন মাসের ছুটী পাইয়াছেন। তাঁহার অনুপস্থান কি অন্য হুকুম না হওনপর্য্যন্ত উক্ত ডাক্তর সুজাইত আলী সেই কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

চাটিগাঁয়ের একটিং অতিরিক্ত প্রধান সদর আমীন শ্রীযুত বাবু অভয়াকুমার দত্ত আপন কর্ম্মস্থানে পঁহুছিবার নিমিত্তে যে সময়প্রাপ্ত হন তদতিরিক্ত অচিহ্নিত কার্য্যকারকেরদের ছুটীর সংশোধিত বিধির ৮ ধারানুসারে দুই সপ্তাহের ছুটী পাইয়াছেন।

বিজ্ঞাপন।

১৮৫৮ সাল ২৭ ডিসেম্বর।

কামরূপে আসামের কমিসানর সাহেবের একটিং ছোট আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত কাপ্তান ই পি লাইড সাহেব (Captain E. P. Lloyd,) দেশীয় ভাষার পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছেন এমত রিপোর্ট হইয়াছে।

এ আর ইয়ং।
বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

---

১১৪ নম্বর।

নিয়োগ।

১৮৫৯ সাল ৩ জানুআরি।

শ্রীযুত কাপ্তান জে এল সরউইল সাহেব (Captain J. L. Sherwill,) দ্বিতীয় অর্থাৎ দক্ষিণাংশের রেবিনিউ সরবেয়রের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

শ্রীযুত এচ মিচেল সাহেব (Mr. H. Michel,) আসামের কমসানর সাহেবের সব-আসিস্টাণ্ট হইবেন।

১৮৫৯ সাল ৪ জানুআরি।

শ্রীযুত এচ এম রীড সাহেব (Mr. H. M. Reid,) রঙ্গপুরের সিবিল ও সেশন জজ হইবেন কিন্তু অন্য হুকুম না হওনপর্য্যন্ত পূর্ব্ব বর্দ্ধমানের সিবিল ও সেশন জজের কর্ম্ম করিতে থাকিবেন।

শ্রীযুত বি এচ শল সাহেব (Mr. V. H. Schalch,) বালেশ্বরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ও নিমকের এজেণ্ট হইবেন

শ্রীযুত টি বি মাকটিয়র সাহেব (Mr. T. B. Mactier,) ময়মনসিংহের কলেক্টর হইবেন কিন্তু অন্য হুকুম না হওনপর্য্যন্ত পুরীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ও নিমকের এজেণ্টের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে থাকিবেন।

শ্রীযুত সি এচ কাম্বেল সাহেব (Mr. C. H. Campbell,) বগুড়ার জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন কিন্তু অন্য হুকুম না হওনপর্য্যন্ত ময়মনসিংহের কালেক্টরের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে থাকিবেন।

১৮৫৯ সাল ৫ জানুআরি।

শ্রীযুত এচ সি রিচার্ডসন সাহেব (Mr. H. C. Richardson,) ফরিদপুরের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

শ্রীযুত এ আর তামসন সাহেব (Mr. A. R. Thompson,) রাজস্বসম্পর্কীয় দ্বিতীয় অর্থাৎ দক্ষিণাংশের জরিপী কার্য্যের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন এবং ১৮১২ সালের ৭ আইন ও ১৮২৫ সালের ৯ আইনানুসারে দিনাজপুর ও পূর্ণিয়া ও মালদহ ও রাজসাহী ও পুড়া এবং রঙ্গপুর জিলাতে কালেক্টরের সম্পূর্ণ ক্ষমতামতে কার্য্য করিবেন।

শ্রীযুত আর এচ এম ওয়ারেণ্ড সাহেব (Mr. R. H. M. Warrand,) চতুর্থ অর্থাৎ পশ্চিমাংশের জরিপী কার্য্যের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আসিস্টাণ্ট হইবেন এবং যশোহর ও পাবনা ও ফরিদপুর ও বাকরগঞ্জ ও চব্বিশপরগনা জিলাতে ও সুন্দরবনে কালেক্টরের সম্পূর্ণ ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবেন।

বিজ্ঞাপন।

১৮৫৯ সাল ৩ জানুআরি।

দিনাজপুর চক্রে এতদ্দেশীয় বৃত্তিভোগিরদের আচরণের বিষয়ে তদারক করণার্থ কমিটিতে শ্রীযুত জে এস সপাঙ্কি সাহেবের (Mr. J. S. Spankie,) গত মাসের ১৮ তারিখে নিযুক্ত হইবার যে কথা বর্ত্তমান মাসের ১৮ তারিখের বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশ হয়, তাহা রহিত হইয়াছে।

এ আর ইয়ং।
বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

GOVERNMENT ADVERTISEMENTS. গবর্ণমেণ্টের ইশ্তিহার।

এস্তাহারনামা কাছারি নেমক চৌকিয়াত মোত্তালকে শহর কলিকাতা।

যেহেতু সং ৬৫ সের নেবারপুল পাঙ্গা নেমক ১ একটা পুরাতন থৈলাস্তারহ সমেত চাটগোলার সদর রাস্তার বেণেটোলার গলির সম্মুখে অত্রাধীন চৌকি সুতানুটির আবদুল কাদের মেহরোরের দ্বারা সন ১৮৫৯ সালের ১৪ জানুআরি তারিখে গ্রেক্তার হইয়াছে অতএব সর্ব্ব সাধারণের বিজ্ঞাপনার্থে অধুনা এই ঘোষণা প্রকাশ করা যাইতেছে পুলিশের বিচারকর্ত্তা যাঁহার সরহদ্দমধ্যে ঐ নেমক ইত্যাদি গ্রেক্তার হইয়াছে তিনি সন ১৮৪৯ সালের ১৩ আইনের ২১ ধারার মর্ম্মানুযায়ি আগত ফেব্রুআরি মাহার ২৫ তারিখে পুলিস আপিসে তদ্বিষয়ের বিচার করিবেন ইতি সন ১৮৫৯ সাল তারিখ ২২ জানুআরি।

এ ডবলিউ পিকক্‌ কলিকাতার নেমক চৌকীর একটিং সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট।

LAND ADVERTISEMENTS. ভূমিবিষয়ক ইশ্তিহার।

জিলা ভাগলপুর।

এস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে নীচের লিখিত মহালাত এলাকে জিলে ভাগলপুর সরকারী রাজস্ব আদাএর কারণ সন ১৮৫৯ সালের ৭ ফেব্রুআরি মোং সন ১২৬৬ ফসলী ২০ মাঘ রোজ সোমবার কালেক্টরী কাছারীতে নীলাম হইবেক।

চতুর্থ শ্রেণী।

অন্য মহালের বাকীর জন্যে নীলাম হয়।

নং ৩৭০ নেছফ হক মরাফক লছমিনারায়ণ সিংহ মৌজে হরপুর হিস্সু পং ছেই সদর জমা ২৪০॥/০৳

প্রথম শ্রেণী এস্তমুরারী জমা ধার্য্যহওয়া মহালাত।

নং ৬৮৪ মৌজে ধনকর পং ভাগলপুর লিখিত মালিক মাহমুদ আজিম ও মাহামুদ মুস্তএদ সদর জমা ১২৩

নং ৭৮৫ মৌজে চক আছহক পং ভাগলপুর লিখিত মালিক হরিহরনাথ পাঁড়ে ও বিবি অহিদা বিবি তম্বকিবা সদর জমা ২১।৮

নং ১৫৮৫ জাএগীর ছাদুল্লা হাওলদার থানে হিম্মতপুর লিখিত মালিক তাজন ও অমর সদর জমা ১১৯/২

নং ১৭৮৫ জাএগীর প্রেমসিংহ নাএক থানে ঘোগানালা লিখিত মালিক বিবি তবছিরা ও কেন্দুরু সিংহ সদর জমা ১০।৶৫॥

নং ১৮৩১ জাএগীর ভেকসিংহ নাএক থানে ঘোগানালা লিখিত মালিক মুহমাত ছধিন সদর জমা ১৫৮/৪

নং ১৮৪০ জাএগীর রামসিংহ সিফাই থানে ঘোগানালা লিখিত মালিক সেখ মানুল্লা ও শঙ্করনাথ মিস্তর সদর জমা ১০।/৭

নং ১৮৪৩ জাএগীর মটরু সিফাই থানে ঘোগানালা লিখিত মালিক সামলাল সদর জমা ১১।৶৪॥

নং ২২৫৯ জাএগীর দাউদ সুভেদার থানে উধানালা লিখিত মালিক রাম সহায় সদর জমা ২১৫৮৭

নং ২২৬১ জাএগীর রমজানী সুভেদার থানে উধানালা লিখিত মালিক চণ্ডীপ্রসাদ সদর জমা ১২৯৬

বতারিখ ১৮ মাহে জানুআরি সন ১৮৫৯ মোং ২৯ মাহে পৌষ সন ১২৬৬ ফছলী।

W. DRUMMOND, *Collector.*

---

জিলা ত্রিপুরা।

ইহাতে সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে জিলা ত্রিপুরার এই২ মহাল বাকী জমার নিমিত্তে ইংরেজী সন ১৮৫৯ সালের ১০ ফেব্রুআরি মোতাবেক সন ১২৬৫ সন বাঙ্গলার ২৯ মাঘ রোজ বৃহস্পতিবার ঐ জিলার কালেক্টরি কাছারিতে বিনা ওজরে নীলাম হইবেক ইতি সন ১৮৫৯ সন তারিখ ১৩ জানুআরি।

প্রথম শ্রেণী ইস্তমুরারি জমা ধার্য্যহওয়া মহাল।

২৯ নং পং করুদী তাং রামগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী মালিক ভবানীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী সদর জমা ৫৩।৮

১৬৩ নং পং গুনানন্দী তাং রামকান্ত বসু মুং হিং ৶ আনা চাকলে যাদু রায় মালিক শ্রীমতী আহ্লাদমণি সদর জমা ১৮॥০

২২৩ নং পং গুণানন্দী তাং হরিরাম দেও মুং হিং ৵১৪ রামেশ্বর রামকৃষ্ণ রায় মালিক শ্রীমতী কিশোরী শ্রীঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সদর জমা ১৮॥৵১০

১০৫৬ নং পং মহবতপুর তাং রামকৃষ্ণ মজুমদার মালিক গুরুদাস শাহা সদর জমা ১৩৭।৩

১৪৫১ নং পং সিঙ্গেরগাঁও তাং নরনারায়ণ বসু মালিক রামদাস বসু রামদুর্গা জগমোহন মজুমদার সদর জমা ৫৪১

১৪৯৪ নং পং সিঙ্গেরগাঁও তাং মৃত্যুঞ্জয় চক্র মুং ৶৮ রামভদ্র রায় মালিক শ্রীমতী অর্ণপূর্ণা শ্রীঅক্ষয়কুমার চক্র নাবালগ শ্রীকালীকুমার চক্র নাবালগ সদর জমা ১০।৶

L. BARBER, *Deputy Collector in charge.*

---

জিলা ময়মনসিংহ।

১৮৪৫ সনের ১ আইনের ৬ ধারার বিধানক্রমে ইহার দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে জিলা ময়মনসিংহের নীচের লিখিত মহাল ১২৬৫ সনের জাগাদত অগ্রহায়ণের মালগুজারি বাকির নিমিত্তে ১৮৫৯ সনের ১০ ফেব্রুআরি মোতাবেক ১২৬৫ সনের ২৯ মাঘ বৃহস্পতিবার ঐ জিলার কালেক্টরির কাছারিতে নীলামে ধরা যাইবেক ও বিনাবাধায় বিক্রয় হইবেক ইতি ১৮৫৯ সন তারিখ ১৪ জানুআরি মোঃ ১২৬৫ সন তারিখ ২ মাঘ।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৫৯। ২৫ জানুআরি।]

প্রথম শ্রেণী ইস্তমুরারি জমা ধার্য্যহওয়া মহাল।

১৩০৬ নং পরগনে কাশীপুর ১১ নং তাং রামশঙ্কর সেন মালিক মদিরুদ্দিন মুনশী নীলাম খরিদার সদর জমা ২৪॥৭ পাই।

১৫৩৮৫ নং পরগনে পুখরিয়া কিং আরিয়ার পটম আমেদাদপুর তালুক মাহামুদ মুরাদ মালিক আশানন্দ শাহা নীলাম খরিদার সদর জমা ৩২॥৬ পাই।

৪৪৯১ নং পং তথা কিং বুদিরপুর তাং মাহের খাঁ মালিক কৃষ্ণকিঙ্কর সরকার নীলাম খরিদার সদর জমা ২৭।/৬ পাই।

৪৫৫২ নং পং তথা কীং রামরবাড়ী তালুক রসিকরাম দেব মালিক কৃষ্ণপ্রিয়া দাস্যাগয়রহ সদর জমা ৩২॥৶৩ পাই।

৫২১৮ নং পং আটিরা মৌজে সলিমপুর মালিক উদয়চন্দ্র গোস্বামীগয়রহ সদর জমা ১৬।০ আনা।

৫৫৭২ নং পং জফর উজিয়াল চর অমরপুর সংক্রান্ত ব্যাও গড়া মালিক কৃষ্ণনাথ মজুমদারগয়রহ সদর জমা ৩৬।৶৩ পাই। C. H. CAMPBELL, *Deputy Collector.*

---

জিলা ঢাকা।

ইহাতে সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ঢাকা জিলার নীচের লিখিত মহাল বাকী জমার নিমিত্তে ইঙ্গরেজী ১৮৫৯ সালের ২ ফেব্রুআরি মোতাবেক বাঙ্গলা ১২৬৫ সালের ২১ মাঘ তারিখ বুধবারে ঐ জিলার কালেক্টরি কাচারিতে বিনাওজরে নীলাম হইবেক ইতি সন ১৮৫৯ ইংরেজী তারিখ ১৩ জানুআরি মোং সন ১২৬৫ বাঙ্গলা তারিখ ১ মাঘ।

প্রথম শ্রেণী। চির কালের বন্দবস্তহওয়া মহাল।

১৬৪৮ নং জিলে দৌলতপুর মুং বৈদ নাথ কানা তালুক চন্দ্রনাথ সেন মালিক চন্দ্রনাথ সেন সদর জমা ১৫॥৶২

১৬৮১ নং জিলে তথা মুং নরসিংহ গঙ্গাধর তালুক জয়গোপাল গুপ্ত মালিক জয়গোপাল গুপ্ত সদর জমা ১৪৶২॥

২৫১৫ নং জিলে হএদরাবাদ পরগনে রসুলপুর হিস্যে ॥৶ আনি তালুক জয়হরি পরাণ রবিরুদ্র মালিক শম্ভুনাথ শর্ম্মা সদর জমা ২৬॥৬॥

৬১৩০ নং জিলে পাএন্দা বেগ তপে হাজিখাপুর তালুক খোরদান জিয়ে কালীশঙ্কর চৌধুরী মালিক রাজচন্দ্র দাস সদর জমা ২২।১১

৬১১৩ নং জিলে তথা জোওয়ার বিলাইর তালুক রাধাকান্ত বসু মালিক কালীকিঙ্কর বসু জগচ্চন্দ্র ঘোষ সদর জমা ১৬/১

৬৮০৬ নং জিলে রাজনগর চাকলে নুরপুর হাওলা নারায়ণ সেন মালিক রামদুলাল গুপ্ত সদর জমা ১০৬/১০॥ C. F. CARNAC, *Offg. Collector.*

---

জিলা হুগলী

সন ১৮৪৫ সালের ১ আইনের ৬ ধারামতে ইহার দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে জেলা হুগলীর নীচের লিখিত মহাল সন ১৮৫৯ সালের জানুআরি মাসের ১১ তারিখপর্য্যন্ত বাকী মালগুজারির নিমিত্তে সন ১৮৫৯ সালের ফেব্রুআরি মাসের ১০ তারিখ মোতাবক সন ১২৬৫ সালের মাঘ মাসের ২৯ তারিখ এ জেলার কালেক্টরী কাছারীতে নীলামে ধরা যাইবেক ও বিনা বাধাতে বিক্রয় হইবেক ইতি সন ১৮৫৯ সাল তারিখ ১৮ জানুআরি।

কেলাশ ১ ইস্তমুরারি জমা ধার্য্যহওয়া মহাল।

৩৭৪ নং খলিশানি পরগনে বোর লিখিত মালিক শ্রীকৃষ্ণ সান্যাল সদর জমা ৩২৶১০

J. W. HALLIDAY, *Asstt. Collector in charge.*

---

জিলা দিনাজপুর।

ইহার দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে দিনাজপুর জিলার কালেক্টরীভুক্ত নীচের লিখিত মাহাল সদর মালগুজারির বাকির দায়ে ইংরেজী ১৮৫৯ সনের ফেব্রুআরি মাসের ১০ মোতাবেক ১২৬৫ সনের মাঘ মাসের ২৯ তারিখ বৃহস্পতিবার উক্ত কালেক্টরী কাছারিতে বিনা ওজর নিলামে ধরা যাইবেক ইতি।

প্রথম শ্রেণী এস্তমুরারি জমাধার্য্যহওয়া মাহাল।

নং ৬৬৮ মৌজে বেওড় ওগয়রহ পরগনে বাজাদপুর মিলকিয়ত ব্রজনাথ সিংহ সদর জমা ২২/০৮ তারিখ ১৮ জানুআরি ১৮৫৯ ইং। F. A. E. DALRYMPLE, *Collector.*

---

জিলা বগুড়া।

ইহাতে সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে বগুড়া জিলার নীচের লিখিত মহাল বাকি জমার নিমিত্তে ইংরেজি সন ১৮৫৯ সালের ৪ ফেব্রুআরি তারিখ মোতাবেক বাঙ্গলা সন ১২৬৫ সালের ২৩ মাঘ তারিখে শুক্রবারে ঐ জিলার কালেক্টরী কাছারিতে বিনাওজরে নীলাম হইবেক ইতি।

প্রথম শ্রেণী চির কালের বন্দোবস্তহওয়া মহাল।

৫৭৬ নম্বর তালুক মঙ্গলা খাঁ পরগনে বড়বাঘ লিখিত মালিক গোলোকচন্দ্র গুরুদয়াল দাস সদর জমা ২৮।৶৪ টাকা

SOOBJU COOMAR MOOKERJEE, *Uncord. Deputy Collector in charge.*

---

জিলা মেদিনীপুর।

ইহাতে সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে জেলা মেদিনীপুরের নীচের লিখিত মাহাল বাকী জমার নিমিত্তে ইঙ্গরেজী সন ১৮৫৯ সালের ১১ ফেব্রুআরি মোতাবক বাঙ্গলা সন ১২৬৫ সালের ৩০ মাঘ মওয়াফকে আমলী সন

১২৬৫ সালের ১ ফাল্গুণ রোজ শুক্রবার এই জেলার কালেক্টরি কাছারিতে ডিনাওঙ্গর নীলাম হইবেক ইতি সন ১৮৫৯ সাল তারিখ ১৫ জানুআরি।

প্রথম শ্রেণী চির কালের বন্দবস্তহওয়া মহাল।

সাবেক ২১৪ নং হাল ২১৪৪ নং মাহাল রায়পুর পং শাহাপুর মালিক রামপ্রসাদ চৌধুরী সদর।

জমা ৩২৮৶৩॥

H. T. PRINSEP, *Asstt. Collector in charge.*

---

## RECEIVED SALE ADVERTISEMENT.

From Collectorate of Nuddea, dated the 20th January; the land in question is to be sold on the 14 th February. It will appear next week.

---

## INSOLVENT COURT. যোত্রহীনের আদালত

---

### IN THE COURT FOR THE RELIEF OF INSOLVENT DEBTORS AT CALCUTTA.

In the matter of LOUIS THOMAS, an Insolvent.

Notice is hereby given, that Saturday, the 5th day of February next, is appointed for further hearing in this matter for the purpose of declaring a dividend, and that an Account in detail of the receipts and disbursements of the Assignee from the 14th day of July, until the 31st day of December last, has been filed, and may be inspected in the Office of the Chief Clerk. Any Creditor or other person interested, who may intend to establish or oppose any claim upon the Estate of the said Insolvent will be heard; notice having been given at the Office of the Chief Clerk three clear days before the hearing.

JOHN COCHRANE, *Official Assignee.*

Official Assignee's Office, Calcutta, 21st January, 1859.

### যোত্রহীনের উপকারার্থ আদালত।

যোত্রহীন লুইস তামস সাহেবের বিষয়ে।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ডিবিডেণ্ড প্রকাশ করিবার নিমিত্তে এবিষয়ের পুনশ্চ শুনিবার জন্যে আগামি ফেব্রুআরি মাসের ৫ তারিখ শনিবার নির্দ্ধারিত হইয়াছে এবং জুলাই মাসের ১৪ তারিখঅবধি গত ডিসেম্বর মাসের ৩১ তারিখপর্য্যন্ত আসৈনি সাহেবের জমা ও খরচের বিস্তারিত হিসাব দাখিল করা গিয়াছে ও প্রধান ক্লার্ক সাহেবের দপ্তরখানায় তাহা দেখা যাইতে পারে। যে কোন মহাজন কিম্বা এবিষয়ে লিপ্ত অন্য যে কেহ উক্ত যোত্রহীনের ইষ্টেটের উপর কোন দাওয়া স্থাপন কি প্রতিবন্ধকতা করিতে চাহেন তিনি শুনিবার দিবসের পূর্ব্ব তিন দিন থাকিতে প্রধান ক্লার্ক সাহেবের দপ্তরখানায় সম্বাদ দিলে তাঁহার কথা শুনা যাইবেক।

জান কক্রেন। সরকারী আসৈনি।

সরকারী আসৈনি সাহেবের দপ্তরখানা। কলিকাতা। ১৮৫৯ সাল ২১ জানুআরি।

---

The like notice in the matter of HENRY JOB RANDOLPH, an Insolvent, wherein the Account of the Assignee is filed from 10th November to 31st December last.

যোত্রহীন হেনরি জোব রাণ্ডলফ সাহেবের বিষয়ে সেই প্রকার সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে। তাহাতে আসৈনি সাহেবের ১০ নবেম্বরঅবধি গত ডিসেম্বর মাসের ৩১ তারিখপর্য্যন্ত হিসাব দাখিল করা গিয়াছে।

---

The like notice in the matter of JOHANNES CATCHICK MICHAEL, an Insolvent, wherein the Account of the Assignee is filed from 2d November 1857, to 31st December last.

যোত্রহীন জোহানিস কাচিক মাইকেল সাহেবের বিষয়ে সেই প্রকার সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে তাহাতে আসৈনি সাহেবের ১৮৫৭ সালের ২ নবেম্বরঅবধি গত ডিসেম্বর মাসের ৩১ তারিখপর্য্যন্ত হিসাব দাখিল করা গিয়াছে।

---

In the matter of JOHN HUTCHESON FERGUSSON, and another, Insolvents.

Notice is hereby given, that Saturday, the 5th day of February next, is appointed for further hearing in this matter for the purpose of declaring a dividend, and that an Account in detail of the receipts and disbursements of the Assignee from the 8th day of July 1858, until the first day of January 1859, has been filed, and may be inspected in the Office of the Chief Clerk. Any Creditor or other person interested, who may intend to establish or oppose any claim upon the Estate of the said Insolvent will be heard; notice having been given at the Office of the Chief Clerk three clear days before the hearing

JOHN COCHRANE, *Official Assignee.*

Assignee's Office, 21st January, 1859.

যোত্রহীন জান হচিসন ফারগসন সাহেব ও অন্যের বিষয়ে।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ডিবিডেণ্ড প্রকাশ করিবার নিমিত্তে এ বিষয়ের পুনশ্চ শুনিবার জন্যে আগামি ফেব্রুআরি মাসের ৫ তারিখ শনিবার নির্দ্ধারিত হইয়াছে এবং ১৮৫৮ সালের ৮ জুলাই তারিখঅবধি ১৮৫৯ সালের জানুআরি মাসের ১ তারিখপর্য্যন্ত আসৈনি সাহেবের জমা ও খরচের বিস্তারিত হিসাব দাখিল করা গিয়াছে ও প্রধান ক্লার্ক সাহেবের দপ্তরখানায় তাহা দেখা যাইতে পারে। যে কোন মহাজন কিম্বা এবিষয়ে লিপ্ত অন্য যে কেহ উক্ত যোত্রহীনেরদের ইষ্টেটের উপর কোন দাওয়া স্থাপন কি প্রতিবন্ধকতা করিতে চাহেন তিনি শুননির দিবসের পূর্ব্ব তিন দিন থাকিতে প্রধান ক্লার্ক সাহেবের দপ্তরখানায় সম্বাদ দিলে তাঁহার কথা শুনা যাইবেক।

জান কক্রেন। সরকারী আসৈনি।

আসৈনি সাহেবের দপ্তরখানা। ১৮৫৯ সাল ২১ জানুআরি

[গবর্নমেণ্ট গেজেট। ১৮৫৯। ২৬ জানুআরি।]

---

শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে শ্রীযুত জে সি মরে সাহেবকর্ত্তৃক মুদ্রিত হইল।

Calcutta Public Library
Audb. 1013 ১০।১)




# গবর্ণমেণ্ট গেজেট

গবর্ণমেন্টের আজ্ঞাক্রমে প্রকাশিত।

## CALCUTTA, TUESDAY, FEBRUARY 1, 1859.

কলিকাতা মঙ্গলবার ১৮৫৯ সাল ১ ফেব্রুআরি।


### NOTIFICATION.

FORT WILLIAM,
FINANCIAL DEPARTMENT,
*The 26th January* 1859.

Referring to the Notifications Nos. 27 and 31, issued from this Department on the 20th and 27th of July 1857, and to the Notification, No. 63, issued from this Department on the 19th November 1858, under which Promissory Notes of the Four per Cent, Three-and-a-half per Cent and Four-and-a-half per Cent Loans, and Transfer Loan Securities, were severally allowed to be received in part subscription to the open Five per Cent Loan, it is hereby notified that the receipt of the said Promissory Notes and Transfer Loan Securities in part subscription to the said Five per cent Loan will be closed after the 30th April next.

It is further notified that the Sub-Treasurers at Calcutta, Madras and Bombay, have been authorized to receive money for the purchase of Treasury Bills, payable to order, and bearing Interest at the rate of 3 pies, or one-fourth of an anna, a day, for every one hundred Rupees.

On money being paid into those Treasuries, the said Sub-Treasurers will issue Loan Certificates in the usual manner, which Certificates will be exchanged at the Offices of the Accountants General at the several Presidencies for Treasury Bills, as soon as possible.

The Bills will be paid off at par, at the General Treasuries of the Presidencies from which they may be issued, at the option of the holders, after the expiration of one year from the date of issue. They will also, after the expiration of one year from the date of issue be receivable at par, with

### বিজ্ঞাপন।

ফোর্ট উলিয়ম। ফিনান্সিয়ল ডিপার্টমেন্ট।
১৮৫৯ সাল ২৬ জানুআরি।

১৮৫৭ সালের ২০ ও ২৭ জুলাই তারিখের ২৭ ও ৩১ নম্বরের যে বিজ্ঞাপন ও ১৮৫৮ সালের ১৯ নবেম্বর তারিখের ৬৩ নম্বরের যে বিজ্ঞাপন এই ডিপার্টমেন্ট হইতে প্রকাশ করা গিয়াছিল তাহাতে এই অনুমতি হইয়াছিল যে, শতকরা পাঁচ টাকার যে লোন খোলা আছে তাহার নিমিত্তে যাঁহারা টাকা দিতে চাহেন তাঁহারা অর্দ্ধেক নগদ ও অর্দ্ধেক শতকরা চারি টাকার ও শতকরা সাড়ে তিন টাকার ও শতকরা সাড়ে চারি টাকার কোম্পানির কাগজ ও খারিজদাখিলকরা কর্জের নিদর্শনপত্র দিতে পারেন। এক্ষণে ঐ২ বিজ্ঞাপনের উপলক্ষে এই সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে, উক্ত শতকরা পাঁচ টাকার কর্জের নিমিত্তে টাকার এক অংশ বলিয়া উক্ত প্রকারের কোম্পানির কাগজ ও খারিজদাখিলকরা কর্জের নিদর্শনপত্র আগামি আপ্রিল মাসের ৩০ তারিখের পর গ্রাহ্য হইবেক না।

আরো এই সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে, কেহ যদি ট্রেজুরী বিল কিনিতে চাহেন তবে তাহার নিমিত্তে টাকা গ্রহণ করিতে কলিকাতার ও মান্দ্রাজের ও বোম্বাইয়ের সব-ট্রেজুরর সাহেবদিগকে অনুমতি দেওয়া গিয়াছে। ঐ বিলের টাকা যাঁহাকে দিবার হুকুম হয় তাঁহাকে দেওয়া যাইতে পারিবেক, ও তাহার কিশত টাকার উপর প্রতিদিন এক পয়সার হিসাবে সুদ চলিবেক।

সেই টাকা ঐ২ স্থানের ট্রেজুরীতে দেওয়া গেলে, উক্ত সব-ট্রেজুরর সাহেবেরা রীতিমতে কর্জের সার্টিফিকট দিবেন। সেই সার্টিফিকট ঐ২ রাজধানীর আকোণ্টেণ্ট জেনরল সাহেবেরদের দফ্তরখানায় দাখিল হইলে তাঁহারা তাহার পরিবর্ত্তে সাধ্যমতে শীঘ্র করিয়া ট্রেজুরী বিল দিবেন।

ঐ প্রকারের বিল যাঁহারা লন তাঁহারা চাহিলে, যে রাজধানীর জেনরল ট্রেজুরী হইতে বিল পাইয়াছিলেন সেই ট্রেজুরীতে আপনারদের পূরা টাকা ঐ বিল পাইবার তারিখঅবধি এক বৎসর গত হইলে পর ফিরিয়া পাইতে পারিবেন। আরো যে তারিখে ঐ বিল দেওয়া যায় সেই তারিখঅবধি এক বৎসর গত হইলে পর,

allowance for any Interest due upon them, in payment of Government Revenue into any Treasury of the Presidencies from which they may have been issued, or in subscriptions to the present Five per Cent Loan, or, at the option of the holders, to any Loan that may then be generally open, as well as in liquidation of all Government demands at the General Treasuries of the several Presidencies, and in payments, on account of Salt, Opium, and Customs.

Bills issued by the Accountant General in Calcutta will be receivable as above in payment of Government Revenue, into the Treasuries of Bengal, the N. W. Provinces, Oude, and the Punjab.

The Interest on the Bills will be payable half-yearly at the General Treasuries of the several Presidencies only.

The Bills will also be liable to be paid off at the option of Government, at the General Treasuries of the Presidencies from which they may be issued, at any time after the expiration of one year from the date of issue, provided that notice of such intention be given in the *Calcutta Gazette* at least three months before the date of proposed payment. After such notice is given Interest on the Bills will cease to run from the day on which they shall have been notified for payment.

The Bills will be issued in sums of Rupees 1,000, Rupees 5,000, and Rupees 10,000.

Published by Order of His Excellency the Right Hon'ble the Governor General of India in Council,

C. Hugh Lushington,
*Secretary to the Govt. of India.*

---

## ORDERS BY THE SUDDER DEWANNY ADAWLUT.

### APPOINTMENTS.

*The 8th January*, 1859.

Baboo Ramcoomar Roy, Moonsiff of Cowcally, Zillah Backergunge, to be Moonsiff of Pullas, Zillah Dacca, and Baboo Dinnonath Mitter, to be Moonsiff of Cowcally.

*The 10th January*, 1859.

Baboo Juggobundo Sein, to officiate as Moonsiff of Rawojan, Zillah Chittagong, during the suspension of the incumbent.

*The 20th January*, 1859.

Baboo Tarini Churn Mookerji, Moonsiff of Kaloopole, to be Moonsiff of Jheenidah, Zillah Jessore, and Moonshee Nadir Hossein, to be Moonsiff of Kaloopole, vice Baboo Tarini Churn Mookerji.

### LEAVES OF ABSENCE.

*The 18th January*, 1859.

Moulvie Ahmudally, Moonsiff of Cuowkee, Soo

যে রাজধানীতে ঐ বিল পাওয়া গিয়াছে সেই রাজধানীর কোন খাজানাখানাতে, ঐ বিলের উপর সুদের যত টাকা পাওনা থাকে তাহা বাদ দিয়া, ঐ বিলের সমান টাকা বলিয়া সরকারের মালগুজারীর পরিশোধে ঐ বিল গ্রহণ হইতে পারিবেক, অথবা শতকরা পাঁচ টাকার সুদের কোম্পানির কাগজ কিনিবার বাবতে, কিম্বা ঐ বিল যাঁহার হয় তাঁহার ইচ্ছামতে যে কোন সুদের হিসাবে কোম্পানির কাগজ তৎকাল পাওয়া যাইতে পারে তাহা কিনিবার বাবতে, ও নানা রাজধানীর জেনরল ত্রেজুরীতে যে কিছু টাকা গবর্ণমেণ্টের পাওনা থাকে তাহার পরিশোধে, ও নিমক ও আফীন ও হাসিলের বাবৎ দেনা টাকার পরিশোধে ঐ বিল গ্রাহ্য হইতে পারিবেক।

কলিকাতার আকৌণ্টেণ্ট জেনরল সাহেবের স্থানে সেই প্রকারের যে সকল বিল পাওয়া যায় তাহা সেই প্রকারে সরকারের মালগুজারীর পরিশোধে বাঙ্গলা দেশের ও উত্তরপশ্চিম দেশের ও অযোধ্যা ও পঞ্জাব দেশের নানা খাজানাখানাতে গ্রাহ্য হইতে পারিবেক।

ঐ বিলের উপর যে সুদ পাওনা হয় তাহা ছয়২ মাসান্তর কেবল রাজধানীর জেনরল ত্রেজুরীহইতে দেওয়া যাইবেক।

আরো সেই বিল জারী হইবার তারিখঅবধি এক বৎসর গত হইলে পর, গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে তাহার টাকা, যে রাজধানীতে বিল দেওয়া গিয়াছিল সেই রাজধানীর জেনরল ত্রেজুরীহইতে পরিশোধ করাইতে পারিবেন। কিন্তু তাহা শোধ করিবার তারিখের পূর্ব্বে তিন মাস থাকিতে তাহার সম্বাদ কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ হইবেক। সেই প্রকারের সম্বাদ দেওয়া গেলে পর, যে তারিখে ঐ টাকা শোধ করিবার সম্বাদ দেওয়া যায় সেই তারিখঅবধি ঐ বিলের সুদ বন্দ হইবেক।

সেই প্রকারের ১,০০০ ও ৫,০০০ ও ১০,০০০ টাকার বিল পাওয়া যাইতে পারিবেক।

হজুর কৌন্সেলে ভারতবর্ষের শ্রীযুত রাইট অনরবিল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুকুমমতে প্রকাশ করা গেল।

সি হিউ লশিংটন।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

---

## সদর দেওয়ানী আদালতের হুকুম।

### নিয়োগ।

১৮৫৯ সাল ৮ জানুআরি।

জিলা বাকরগঞ্জের কাউখালির মুনসেফ শ্রীযুত বাবু রামকুমার রায় জিলা ঢাকার পলাশের মুনসেফ হইবেন ও শ্রীযুত বাবু দিননাথ মিত্র কাউখালির মুনসেফ হইবেন।

১৮৫৯ সাল ১০ জানুআরি।

জিলা চাটিগাঁয়ের রাওজানের মুনসেফ যত কাল সস্পেণ্ড হইয়া থাকেন তত কাল শ্রীযুত বাবু জগবন্ধু সেন ঐ স্থানের মুনসেফের কর্ম্ম করিবেন।

১৮৫৯ সাল ২০ জানুআরি।

জিলা যশোহরের কালুপোলের মুনসেফ শ্রীযুত বাবু তারিণীচরণ মুখুয্যা ঝিনিদহের মুনসেফ হইবেন ও তাহার পরিবর্ত্তে শ্রীযুত মুনশী নাদির হুসেন কালুপোলের মুনসেফ হইবেন।

### ছুটী।

১৮৫৯ সাল ১৮ জানুআরি।

জিলা ছিলটের সুনামগঞ্জ চৌকীর মুনসেফ শ্রীযুত

namgunge, Zillah Sylhet, for one month and a half, from the 7th instant, on urgent private affairs.

Moulvie Atteeoollah, Moonsiff of Nittrokonah, Zillah Mymensing, for six weeks, in extension of the leave granted to him under the Court's orders of the 25th November last.

*The 19th January, 1859.*

Moulvie Abdoor Rubb, Moonsiff of Tallah, Zillah Jessore, for three weeks, on urgent private affairs.

Moulvie Mahomed Alum, Moonsiff of Oolipore, Zillah Rungpore, for one month, on Medical Certificate, in extension of the leave granted to him under the Court's orders of the 21st ultimo.

*The 24th January, 1859.*

Baboo Brojokishore Sein, Moonsiff of Chowkee Latoo, Zillah Sylhet, for five days, on private affairs.

*The 25th January, 1859.*

Moulvie Moteeur Ruheeman, Moonsiff of Sherepore, Zillah Mymensingh, for six days, on Medical Certificate.

Baboo Russickloll Bose, Moonsiff of Gobindpore, Zillah 24-Pergunnahs, for three days, from 10th proximo, on urgent private affair.

*The 26th January, 1859.*

Baboo Gungagobind Surbadhikary, Moonsiff of Khund Ghose, Zillah East Burdwan, for five days.

A. W. RUSSELL, *Register.*

শ্রীযুত মৌলবী অহাম্মদ আলী আপনার অত্যাবশ্যক কর্ম্মের নিমিত্তে বর্ত্তমান মাসের ৭ তারিখঅবধি দেড় মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

জিলা ময়মুনসিংহের নেত্রকোণার মুনসেফ শ্রীযুত মৌলবী আতিউল্লা সদর আদালতের গত নবেম্বর মাসের ২৫ তারিখের হুকুমমতে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত ছয় সপ্তাহের ছুটী পাইয়াছেন।

১৮৫৯ সাল ১৯ জানুআরি।

জিলা যশোহরের টালার মুনসেফ শ্রীযুত মৌলবী আবদুর রব আপনার অত্যাবশ্যক কর্ম্মের নিমিত্তে তিন সপ্তাহের ছুটী পাইয়াছেন।

জিলা রঙ্গপুরের ওলিপুরের মুনসেফ শ্রীযুত মৌলবী মহম্মদ আলম সদর আদালতের গত মাসের ২১ তারিখের হুকুমমতে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত চিকিৎসকের সর্টিফিকটক্রমে এক মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

১৮৫৯ সাল ২৪ জানুআরি।

জিলা ছিলটের চৌকী লাটুর মুনসেফ শ্রীযুত বাবু ব্রজকিশোর সেন আপন কর্ম্মের নিমিত্তে পাঁচ দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

১৮৫৯ সাল ২৫ জানুআরি।

জিলা ময়মুনসিংহের শেরপুরের মুনসেফ শ্রীযুত মৌলবী মতিউররহমান চিকিৎসকের সর্টিফিকটক্রমে ছয় দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

জিলা চব্বিশপরগনার গোবিন্দপুরের মুনসেফ শ্রীযুত বাবু রসিকলাল বসু আপনার অত্যাবশ্যক কর্ম্মের নিমিত্তে আগামি মাসের ১০ তারিখঅবধি তিন দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

১৮৫৯ সাল ২৬ জানুআরি।

জিলা পূর্ব্ব বর্দ্ধমানের খণ্ডঘোষের মুনসেফ শ্রীযুত বাবু গঙ্গাগোবিন্দ সর্ব্বাধিকারী পাঁচ দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

এ ডবলিউ রসেল। রেজিষ্টর।

---

## বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর্ সাহেবের হুকুম।

২৩১ নম্বর।

নিয়োগ।

১৮৫৯ সাল ৬ জনুআরি।

শ্রীযুত সি বি গারেট সাহেব (Mr. C. B. Garrett,) চব্বিশপরগনার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর সাহেবের আসিষ্টাণ্ট হইবেন।

বাঙ্গলা দেশের সাপর ও মায়নর পল্টনের নীচের লিখিত গোরা সৈন্যেরা সরকারী ইমারৎআদি নির্ম্মাণের কার্য্যের ডিপার্টমেণ্টে প্রবেশ্যনরী আসিষ্টাণ্ট ওবরসিয়র হওয়া নীচের লিখিত স্থানে নিযুক্ত হইয়াছেন।

ডবলিউ সলিবান সাহেব (Private W. Sullivan,) — ফোর্ট উলিয়ম কিল্লায়।

ডবলিউ সিমসন সাহেব (Private W. Simpson,)
এম ওডি সাহেব (Private M. O'Dea,)
জে ডিকসন সাহেব (Private J. Dickson,) — চাসকের এলাকায়।

টি ডনলি সাহেব (Private T. Donnelly,) — কলিকাতার থালে।

ডি ওনিল সাহেব (Private D. O'Neill,) — রাজধানীর এলাকায়।

ডবলিউ ওহারা সাহেব (Private W. O'Hara,) — দানাপুরে।

ডবলিউ গরলিং সাহেব (Private W. Girling)
আর ফরেষ্টর সাহেব (Private R. Forrester,) — রামগড়ে।

নীচের লিখিত মুনসেফেরা আপন২ এলাকার মধ্যে ১৮৫৭ সালের ৩ আইনের ১৪ ধারানুসারে নালিশ গ্রাহ্য ও বিচার করণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

বেহারে।

জহানাবাদের মুনসেফ।
আওরঙ্গাবাদের মুনসেফ।
বেহারের মুনসেফ।

পাটনাতে।

হিলসার মুনসেফ।
মজঃফরপুরের মুনসেফ।

সারণে।

চম্পারণের মুনসেফ।

ছুটী।

১৮৫৮ সাল ৩০ ডিসেম্বর।

ত্রিহুতের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত মৌলবী রমজান আলী অচক্তি কার্য্যকারকেরদের ছুটীর সংশোধিত বিধির ৮ ধারানুসারে তিন সপ্তাহের ছুটী পাইয়াছেন।

১৮৫৯ সাল ৫ জানুআরি।

সারণের মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত ডবলিউ এফ মাকডনেল সাহেব (Mr. W. F. McDonell.) আপন সিরিশ্তার কর্ম্মের ভার এক্টিং কালেক্টর শ্রীযুত আর জে রিচার্ডসন সাহেবের (Mr. R. J. Richardson,) প্রতি অর্পণ করিয়া ছুটীর নূতন সংশোধিত বিধির ১২ ধারানুসারে এক মাসের ছুটী পাইয়াছেন। তাঁহার অনু-

পশ্চাৎপর্য্যন্ত রিচার্ডসন সাহেব আপন কর্ম্মের অতিরিক্ত মাজিষ্ট্রেটের কর্ম্মও নির্ব্বাহ করিবেন।

বউসির ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত ডবলিউ মেয়র্স সাহেব (Mr. W. Meyers,) অচিহ্নিত কার্য্যকারকেরদের ছুটীর বিধির ৫ ধারার ২ প্রকরণানুসারে চিকিৎসকের সর্টিফিকটক্রমে তিন মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

এ আর ইয়ং।

বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

---

৩২০ নম্বর।

নিয়োগ।

১৮৫৮ সাল ২১ ডিসেম্বর।

জিহুতের একটিং জজ শ্রীযুত ই জেনকিন্স সাহেব (Mr. E. Jenkins,) ১৮৫৮ সালের ১৪ আইনমতের দণ্ডনীয় সকল দোষের ও অপরাধের বিচার করণার্থ ঐ আইনের ৭ ধারামতে কমিস্যনর হইবেন।

১৮৫৯ সাল ৫ জানুআরি।

শ্রীযুত কাপ্তান এচ সি আডলেম সাহেব (Captain H. C. Adlam,) কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্তে বাঙ্গলা দেশের দ্বিতীয় পোলীস পল্টনের অধ্যক্ষ হইবেন।

১৮৫৯ সাল ৭ জানুআরি।

শ্রীযুত বাবু ভগবানচন্দ্র বসু ১৮৫০ সালের ২৬ আইনঅনুসারে ময়মনসিংহ নগরের শোভা করণার্থ এক জন কমিস্যনর হইবেন।

রঙ্গপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু কালীচন্দ্র বাঁড়ুয্যা উক্ত জিলাতে ১৮৫৪সালের ১০ আইনমতের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইবেন।

১৮৫৯ সাল ১০ জানুআরি।

শ্রীযুত ই এফ লিঙ্গেম সাহেব (Mr. E. F. Lingam,) ও শ্রীযুত মৌলবী গোলাম রসুল তমকিন বগুড়াতে সাধারণ লোকেরদের বিদ্যাধ্যাপনের কমিটির মেম্বর হইবেন।

শ্রীযুত ডবলিউ ক্লেমণ্টসন সাহেব (Mr. W. Clementson,) দিনাজপুরে সাধারণ লোকেরদের বিদ্যাধ্যাপনের কমিটির মেম্বর হইবেন।

১৮৫৯ সাল ১১ জানুআরি।

শ্রীযুত ই জি বর্চ সাহেব (Mr. E. G. Birch,) চব্বিশপরগনার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর সাহেবের আসিষ্টাণ্ট হইয়া উক্ত জিলাতে জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবেন।

১৮৫৯ সাল ১২ জানুআরি।

সব-আসিষ্টাণ্ট চিকিৎসক শ্রীযুত মহানন্দ মুখুয্যা ত্রিপুরাতে দাতব্য ঔষধালয় ও চিকিৎসালয়ের কর্ম্মের ভারপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

এতদ্দেশীয় ডাক্তর শ্রীযুত রামকিনু দত্ত চাটিগাঁয়ে দাতব্য ঔষধালয়ের কর্ম্মের ভারপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

এতদ্দেশীয় চিকিৎসক শ্রীযুত মীর আকবর আলী ময়মনসিংহে দাতব্য ঔষধালয়ের কর্ম্মের ভারপ্রাপ্ত হইবেন।

১৮৫৯ সাল ১৩ জানুআরি।

শ্রীযুত পাদরি এম ডি সি ওয়ালটর্স সাহেব (Reverend M. D. C. Walters,) কলিকাতায় সেণ্ট জেমস নামক গির্জার ধর্ম্মোপদেশক হইবেন।

ছুটী।

১৮৫৯ সাল ৫ জানুআরি।

বাঙ্গলা দেশের দ্বিতীয় পোলীস পল্টনের অধ্যক্ষ শ্রীযুত মেজর এচ এম নেশন সাহেব (Major H. M. Nation,) রাজধানীতে মেডিকাল কমিটির সম্মুখে যাইবার জন্যে গত আপ্রিল মাসের ২৮ তারিখের ফিনান্সিয়ল ডিপার্টমেণ্টের বিজ্ঞাপনক্রমে দুই মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৫৯। ১ ফেব্রুআরি।]

১৮৫৯ সাল ৭ জানুআরি।

পাটনার সাবেক অতিরিক্ত প্রধান সদর আমীন শ্রীযুত মৌলবী সকাওৎ হুসেন চাটিগাঁয়েতে আপন কর্ম্মস্থানে পঁহুছিবার নিমিত্তে অচিহ্নিত কার্য্যকারকেরদের ছুটীর বিধির ৭ ধারানুসারে দশ দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

১৮৫৯ সাল ১২ জানুআরি।

হাজারীবাগে প্রবেস্যনরি আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট সি এচ লুয়ার্ড সাহেব (Lieutenant C. H. Luard,) উত্তরপশ্চিম দেশের গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাধীনে নিযুক্ত হইয়াছেন।

রাজশাহীর একটিং জজ শ্রীযুতএল এস জাকসন সাহেব (Mr. L. S. Jackson,) গত অক্টোবর মাসের ২৬ তারিখে যে ছুটী পান তাহা তাঁহার প্রার্থনামতে রহিত হইয়াছে।

এ আর এয়ং।

বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

---

৪১৮ নম্বর।

নিয়োগ।

১৮৫৯ সাল ১১ জানুআরি।

শ্রীযুত জে এচ রেবেন্সা সাহেব (Mr. J. H. Ravenshaw,) ফরিদপুরের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর সাহেবের আসিষ্টাণ্ট হইয়া উক্ত জিলাতে জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবেন।

১৮৫৯ সাল ১৩ জানুআরি।

নদীয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত জে এম জি চিক সাহেব (Mr. J. M. G. Cheek,) কলারোয়া এলাকাখণ্ডের ভারপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং বারাসতে ১৭৯৭ সালের ১৩ আইন ও ১৮০৭ সালের ৯ আইনানুসারে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের চিহ্নিত আসিষ্টাণ্টের ক্ষমতানুসারে ও বারাসতে ও নদীয়াতে ১৮৫৪ সালের ১০ আইনের ১ ধারার নির্দ্দিষ্ট ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবেন।

৮৮৫৯ সাল ১৫ জানুআরি।

শ্রীযুত কাপ্তান জি এচ টামসন সাহেব (Captain G. H. Thompson,) হাজারীবাগ এলাকার রেবিনিউর সরবেয়র হইবেন।

ছিলটের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু শ্যামাচরণ চাটুয্যা ত্রিপুরাতে প্রেরিত হইয়াছেন সেই স্থানে তিনি ১৭৯৭ সালের ১৩ আইন ও ১৮০৭ সালের ৯ আইনানুসারে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের চিহ্নিত আসিষ্টাণ্টের ক্ষমতামতে কার্য্য করিবেন।

ছুটী।

১৮৫৯ সাল ১৪ জানুআরি।

আলীগঞ্জের আফীসের সব-ডেপুটী এজেণ্ট শ্রীযুত ই মাকডনেল সাহেব (Mr. E. McDonell,) ১৮৫৭ সালের ১৪ অক্টোবর তারিখের ফিনান্সিয়ল ডিপার্টমেণ্টের নির্দ্ধারণক্রমে প্রস্তুতহওনার্থ ছয় সপ্তাহের ছুটী পাইয়াছেন।

এ আর ইয়ং।

বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

---

৫১৭ নম্বর।

নিয়োগ।

১৮৫৯ সাল ১০ জানুআরি।

শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট সি বেকর সাহেব (Lieutenant C. Baker,) বাঙ্গলা দেশের প্রথম পোলীস পল্টনের অধ্যক্ষ হইবেন।

গানজামের টপোগ্রাফিক সরবের আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত

জে ই নিকলসন সাহেব (Mr. J. O. Nicolson,) স্বীয় পদোপলক্ষে পেনকসী মহালের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ও ছোট নাগপুরের কমিস্যনর সাহেবের আসিস্টাণ্ট হইবেন।

১৮৫৯ সাল ১৩ জানুআরি।

ভাগলপুরের ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত জে জনসন সাহেব (Mr. J. Johnson,) কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্তে মুঙ্গেরে প্রেরিত হইয়াছেন সেই স্থানে তিনি ১৮২১ সালের ৩ আইনের ২ ধারার ৩ প্রকরণে আসিস্টাণ্ট মাজিস্ট্রেটের যে বিশেষ ক্ষমতা নির্দ্দিষ্ট আছে তদনুসারে কার্য্য করিবেন।

১৮৫৯ সাল ১৪ জানুআরি।

শ্রীযুত মৌলবী জোয়াদ আলী ময়মুনসিংহের ফতওয়াদায়ক হইবেন

শ্রীযুত মৌলবী আবদুল হামীদ রঙ্গপুরের ফতওয়াদায়ক হইবেন।

ছুটী।

১৮৫৯ সাল ১৫ জানুআরি।

উত্তরপশ্চিম দেশে যাইবার বড় রাস্তার দ্বিতীয় খণ্ডে নিযুক্ত সব-আসিস্টাণ্ট চিকিৎসক শ্রীযুত গোপালচন্দ্র পাল গত নবেম্বর মাসের ৩ তারিখে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত অচিহ্নিত কার্য্যকারকেরদের ছুটীর বিধির ৫ ধারার ২ প্রকরণানুসারে এক মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

এ আর ইয়ং।
বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

---

৬৪৬ নম্বর।

নিয়োগ।

১৮৫৯ সাল ১৪ জানুআরি।

মুরশিদাবাদের মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর সাহেবের আসিস্টাণ্ট শ্রীযুত জে ডবলিউ ফরেল সাহেব (Mr. J. W. Furrell,) ১৮৫৪ সালের ১০ আইনের ১ ধারার নির্দ্দিষ্ট ক্ষমতা পাইয়াছেন ও সেই ক্ষমতামতে তিনি আওরঙ্গাবাদ এলাকাখণ্ডের মধ্যে কর্ম্ম করিবেন।

১৮৫৯ সাল ২১ জানুআরি।

শ্রীযুত কাপ্তান জি টি চেসনি সাহেব (Captain G. T. Chesney,) রাজধানীর সিবিল ইঞ্জিনিয়রিং কাজের অধ্যক্ষের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

১৮৫৯ সাল ২২ জানুআরি।

শ্রীযুত কাপ্তান এ সি প্লোডন সাহেব (Captain A. C. Plowden,) ঢাকাতে বাঙ্গলা দেশের সপ্তম পোলীস পল্টনের অধ্যক্ষ হইবেন।

ছুটী।

১৮৫৯ সাল ১৫ জানুআরি।

রাজশাহীর সদর আমীন ও সদর মুনসেফ শ্রীযুত বাবু কৈলাসচন্দ্র দে আপনার কর্ম্মের ভার ছাপাইর মুনসেফ শ্রীযুত মুনশী ফকীর আহমদের প্রতি অর্পণ করিয়া অচিহ্নিত কার্য্যকারকেরদের ছুটীর সংশোধিত বিধির ৭ ধারানুসারে দুই মাসের ছুটী পাইয়াছেন। তাঁহার অনুপস্থান কি অন্য হুকুম না হওনপর্য্যন্ত মুনশী ফকীর আহমদ স্বীয় কর্ম্মের অতিরিক্ত তাঁহার কর্ম্মও নির্ব্বাহ করিবেন।

এ আর ইয়ং।
বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

---

৭১৪ নম্বর।

নিয়োগ।

১৮৫৯ সাল ১২ জানুআরি।

ভাগলপুরের ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত ডবলিউ এচ রাইলেণ্ড সাহেব (Mr. W. H. Ryland,) ১৮২১ সালের ৩ আইনের ২ ধারার ৩ প্রকরণে আসিস্টাণ্ট মাজিস্ট্রেটের যে বিশেষ ক্ষমতা নির্দ্দিষ্ট আছে সেই২ ক্ষমতা রঙ্গপুর ও বগুড়া ও দিনাজপুর জিলাতে পাইয়াছেন।

১৮৫৯ সাল ১৭ জানুআরি।

বালেশ্বরের ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু গৌরদাস বনাক ১৮৫৪ সালের ১০ আইনের ১ ধারার নির্দ্দিষ্ট ক্ষমতা পাইয়াছেন।

১৮৫৯ সাল ১৮ জানুআরি।

মানভূমে ছোট নাগপুরের কমিস্যনর সাহেবের সব আসিস্টাণ্ট শ্রীযুত আর সি পেরি সাহেব (Mr. R. C. Perry,) কিঞ্চিৎকালের নিমিত্তে লোহারডগাতে প্রেরিত হইয়াছেন সেই স্থানে তিনি সদর আমীন ও ডেপুটী মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবেন।

১৮৫৯ সাল ২০ জানুআরি।

শ্রীযুত জে স্কট সাহেব (Mr. J. Scott,) সান্তাল পরগনায় আসিস্টাণ্ট কমিস্যনর হইবেন।

১৮৫৯ সাল ২১ জানুআরি।

শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট এ ব্লণ্ট সাহেব (Lieutenant A. Blunt,) কটকে বাঙ্গলা দেশের অষ্টম পোলীস পল্টনের অধ্যক্ষ হইবেন।

শ্রীযুত তামস ওএলডন সাহেব (Mr. Thomas Weldon,) বাঙ্গলা দেশের ১ পোলীস পল্টনের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ ও একটিং আজুটন হইবেন।

শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট ই কলোগান সাহেব (Lieutenant E. Cologan,) বাঙ্গলা দেশের তৃতীয় পোলীস পল্টনের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ ও একটিং আজুটান হইবেন।

শ্রীযুত ডিলন বিথেম সাহেব (Mr. Dillon Beethan,) বাঙ্গলা দেশের চতুর্থ পোলীস পল্টনের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ হইবেন।

শ্রীযুত জান রাবর্টসন সাহেব (Mr. John Robertson,) বাঙ্গলা দেশের ষষ্ঠ পোলীস পল্টনের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ ও একটিং আজুটান হইবেন।

শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট ডবলিউ কাম্বেল সাহেব (Lieutenant W. Campbell,) বাঙ্গলা দেশের সপ্তম পোলীস পল্টনের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ ও একটিং আজুটান হইবেন।

শ্রীযুত ডি ডবলিউ ডণ্ডেস সাহেব (Mr. D. W. Dundas,) বাঙ্গলা দেশের অষ্টম পোলীস পল্টনের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ ও একটিং আজুটান হইবেন।

শ্রীযুত জে ডফ সাহেব (Mr. J. Duff,) বাঙ্গলা দেশের ষষ্ঠ পোলীস পল্টনের লেপেনেণ্ট হইবেন।

শ্রীযুত পি জি স্কট সাহেব (Mr. P. G. Scott,) বাঙ্গলা দেশের সপ্তম পোলীস পল্টনের লেপ্টেনেণ্ট হইবেন।

শ্রীযুত এচ কর্নিশ সাহেব (Mr. H. Cornish,) বাঙ্গলা দেশের অষ্টম পোলীস পল্টনের লেপ্টেনেণ্ট হইবেন।

শ্রীযুত সেখ হিদায়ৎ আলী বাঙ্গলা দেশের প্রথম পোলীস পল্টনের নব লেপ্টেনেণ্ট হইবেন।

হুগলীর ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু সূর্য্যকুমার মুখুর্য্যা হুগলীতে প্রেরিত হইয়াছেন। সেই স্থানে তিনি ১৮২১ সালের ৩ আইনের ২ ধারার ৩ প্রকরণে আসিস্টাণ্ট মাজিস্ট্রেটের যে বিশেষ ক্ষমতা নির্দ্দিষ্ট আছে তদনুসারে কার্য্য করিবেন।

১৮৫৯ সাল ২৪ জানুআরি।

বর্দ্ধমানের একটিং কালেক্টর শ্রীযুত সি পি হবহৌস সাহেব (Mr. C. P. Hobhouse,) বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়া ও নদীয়া জিলাতে ১৮২২ সালের ৩ আইনমতে ক্ষমতা পাইয়াছেন।

১৮৫৯ সাল ২৮ জানুআরি।

শ্রীযুত এচ বি বেলি সাহেব (Mr. H. V. Bayley,) ময়মনসিংহের সিবিল ও সেশন জজ হইবেন কিন্তু অন্য হুকুম না হওয়াপর্য্যন্ত সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের জজের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে থাকিবেন।

শ্রীযুত এচ সি হলকেট সাহেব (Mr. H. C. Halkett,) হুগলীর সিবিল ও সেশন জজ হইবেন।

শ্রীযুত জে ডবলিউ ডালরিম্পল সাহেব (Mr. J. W. Dalrymple,) ময়মনসিংহের সিবিল ও সেশন জজের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

শ্রীযুত ডবলিউ গ্রে সাহেব (Mr. W. Grey,) নদীয়ার কালেক্টর হইবেন।

শ্রীযুত সি পি হবহৌস সাহেব (Mr. C. P. Hobhouse,) বর্দ্ধমানের কালেক্টর হইবেন।

শ্রীযুত সি লিমণ্ড সাহেব (Mr. C. Limond,) বাকরগঞ্জের কালেক্টরের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

ছুটী।

১৮৫৯ সাল ১৪ জানুআরি।

চাটিগাঁয়ের অতিরিক্ত প্রধান সদর আমীন শ্রীযুত মৌলবী মথাওৎ হুসেন বর্ত্তমান মাসের ৭ তারিখে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত অচিহ্নিত কার্য্যকারকেরদের ছুটীর সংশোধিত বিধির ৭ ধারানুসারে এক মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

১৮৫৯ সাল ১৮ জানুআরি।

ছোট নাগপুরের কমিস্যানর সাহেবের সহ-আসিস্টাণ্ট শ্রীযুত ডবলিউ ডিডবলিউ জর্জ সাহেব (Mr. W. DeW. George,) চিকিৎসকের সর্টিফিকটক্রমে ইউরোপে গমন করিতে প্রস্তুত হওনার্থ ১৮৫৭ সালের অক্টোবর মাসের ১৪ তারিখের ফিনান্সিয়ল ডিপার্টমেণ্টের বিজ্ঞাপনক্রমে চারি সপ্তাহের ছুটী পাইয়াছেন।

১৮৫৯ সাল ১৯ জানুআরি।

কুলনার ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র ঐ এলাকাখণ্ডের কর্ম্মের ভার শ্রীযুত এ আই আর বেনব্রিজ সাহেবের (Mr. A. I. R. Bainbridge,) প্রতি অর্পণ করিয়া অতিরিক্ত কার্য্যকারকেরদের ছুটীর সংশোধিত বিধির ৭ ধারানুসারে আগামি মার্চ মাসের ১ তারিখঅবধি তিন মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

নওগাঁয়ে আসামের কমিস্যনর সাহেবের এক্টিং প্রধান আসিস্টাণ্ট শ্রীযুত কাপ্তান এ কে কুম্বর সাহেব (Captain A. K. Coomber,) গত অক্টোবর মাসের ৪ তারিখে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত ১৮৫৬ সালের ফেব্রুআরি মাসের ২১ তারিখের ফিনান্সিয়ল ডিপার্টমেণ্টের নির্দ্ধারণক্রমে বিশ দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

১৮৫৯ সাল ২০ জানুআরি।

রঙ্গপুরের ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত মৌলবী গোলাম হুসেন গত সেপ্টেম্বর মাসের ২৫ তারিখে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত অচিহ্নিত কার্য্যকারকেরদের ছুটীর বিধির ৫ ধারার ২ প্রকরণানুসারে ছয় সপ্তাহের ছুটী পাইয়াছেন।

বিজ্ঞাপন।

১৮৫৯ সাল ২৮ জানুআরি।

সিবিলস্পর্কীয় সিরিশ্তার শ্রীযুত সি এ ডেনিএল সাহেব (Mr. C. A. Daniell,) গত মাসের ১৪ তারিখে নেমিসিস নামক বাষ্পীয় জাহাজে রাজধানীতে প্রত্যাগত হইয়াছেন এমত রিপোর্ট করেন তিনি অদ্যকার তারিখঅবধি ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাধীনে নিযুক্ত হইয়াছেন।

এ আর ইয়ং।

বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

---

## GOVERNMENT ADVERTISEMENTS. গবর্ণমেণ্টের ইশ্তিহার।

---

ইস্তাহারনামা কাছারি নেমক চৌকিয়াত মোতালকে শহর কলিকাতা।

যেহেতু মং ৬৪ সের পাক্কা নেমক ১ একটাধামা ও একটা ছেঁড়া থৈলা ভারবহ সমেত হাটখোলার মোহতুল্লার ঘাটের দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণ খোলা জায়গায় অত্রাধীনে চৌকি সুতানুটির ফটিকচন্দ্র ঘোষ মোহরের ও রামচন্দ্র পাত্র চাপরাসীর দ্বারা সন ১৮৫৯ সালের ২১ জানুআরি তারিখে গ্রেপ্তার হইয়াছে অতএব সর্ব্ব সাধারণের বিজ্ঞাপনার্থে অধুনা এই ঘোষণা প্রকাশ করা যাইতেছে পুলিসের বিচারকর্ত্তা যাঁহার সরহদ্দমধ্যে ঐ নেমক ইত্যাদি গ্রেপ্তার হইয়াছে তিনি সন ১৮৪৯ সালের ১০ আইনের ২১ ধারার মর্ম্মানুযায়ি আগত ফেব্রুআরি মাহার ২৬ তারিখে পুলিশ আপিসে তদ্বিষয়ের বিচার করিবেন ইতি সন ১৮৫৯ সাল তারিখ ২৭ জানুআরি।

এ ডবলিউ পিকক। কলিকাতার নেমক চৌকির এক্টিং সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট।

---

ইস্তাহারনামা কাছারী নেমক চৌকীয়াত মোতালকে শহর কলিকাতা।

যেহেতু মং ২/ মোন পাক্কা নেমক ১ একটা পুরাতন ধামা ও ১ একখান পুরাতন চাদর ভারবহসমেত হাটখোলার মোহতুল্লার ঘাটের উপর পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণ খোলাসাজায়গায় অত্রাধীন চৌকি সুতানুটির ফটিকচন্দ্র ঘোষ মোহুরের ও রামচন্দ্র পাত্র চাপরাশীর দ্বারা সন ১৮৫৯ সালের ২১ জানুআরি তারিখে গ্রেপ্তার হইয়াছে অতএব সর্ব্ব সাধারণের বিজ্ঞাপনার্থে অধুনা এই ঘোষণা প্রকাশ করা যাইতেছে পুলিসের বিচারকর্ত্তা যাঁহার সরহদ্দমধ্যে ঐ নেমকইত্যাদি গ্রেপ্তার হইয়াছে তিনি সন ১৮৪৯ সালের ১০ আইনের ২১ ধারার মর্ম্মানুযায়ি আগত ফেব্রুআরি মাসের ২৬ তারিখে পুলিস আপিসে তদ্বিষয়ের বিচার করিবেন ইতি সন ১৮৫৯ সাল তারিখ ২৭ জানুআরি।

এ ডবলিউ পিকক। কলিকাতার নেমক চৌকীর এক্টিং সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৫৯। ১ ফেব্রুআরি।]

জিলা পূরনিয়া।

ইহাতে এই সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে। জিলা পূরনিয়ার নীচের লিখিত মহাল মালগুজারীর বাকীর নিমিত্তে ইঙ্গরেজী ১৮৫৯ সালের ১২ ফেব্রুআরি তারিখ মোতাবেক বাঙ্গলা সন ১২৬৫ সালের ১ ফাল্গুণ শনিবারে ঐ জিলার কালেক্‌টরী কাছারীতে বিনা ওজরে নীলাম হইবেক।

বাঙ্গলা সন যেং স্থানে চলন আছে।

প্রথম শ্রেণীর। মোকররী বন্দোবস্তের মহাল।

৬৬৪। মৌজা কাকরুয়া সতীভাগ পরগনে হাবেলী। লিখিত মালিক মির্জা আমজান আলিপ্রভৃতি। সদর জমা ৩৩৮ ।/৫ টাকা।

৬২৩। মৌজা রতোলীপীপ্রা পরগণে শ্রীপুর। লিখিত মালিক রাধানাথ চৌধুরীপ্রভৃতি। সদর জমা ১৮৭৸২ টাকা।

৬৮৩। মৌজা দেউরী ডাকপুখর ওঁ বানুগড় পরগনে শ্রীপুর। লিখিত মালিক গোবিন্দচন্দ্র দাসপ্রভৃতি। সদর জমা ৭০ ।/৩ টাকা।

১৫৩। মৌজা কাঞ্চনবাড়ী তালি খনিয়াবাদ পরগনে ফতেপুর সিংহিয়া। লিখিত মালিক মসম্মাৎ আনন্দনন্দিনী দেবীপ্রভৃতি। সদর জমা ২১৯৸৬ টাকা।

২০১২। মৌজা ভাণ্ডারবাড়ী পরগনে বাদৌর। লিখিত মালিক মসম্মাৎ বিবি পূরণপ্রভৃতি। সদর জমা ৩১৲ টাকা।

ফসলী সন যে স্থানে চলন আছে।

প্রথম শ্রেণী। মোকররী বন্দোবস্তের মহাল।

২৯১। মৌজা মাধুপুর গিরিয়াবানপ্রভৃতি। জিলা গোঁদওয়ারা পরগনে ধর্ম্মপুর। লিখিত মালিক সিপাময় সাহেবপ্রভৃতি। সদর জমা ৬৬ ।৶৫ টাকা।

৩৯২। মৌজা আবদুলপুর মমোন। জিলা ও পরগনে ঐ লিখিত মালিক হরিচরণ মিত্র সদর জমা ২০ ।১০ টাকা।

T. WALTON, *Asstt. Collector in charge.*

---

জিলা চব্বিশপরগনা।

সন ১৮৪৫ সালের প্রথম আইনের ৬ ধারামতে সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে জেলা চব্বিশপরগনার নীচের লিখিত মহালাত মালগুজারির বাকী বাবত ইঙ্গরেজী সন ১৮৫৯ সালের ১৪ ফিব্রুআরি মোতাবেক বাঙ্গলা সন ১২৬৫ সাল ১৩ ফাল্গুণ রোজ সোমবার ঐ জেলার কালেক্‌টরি কাছারিতে নীলাম ধরা যাইবেক ইঙ্গরেজী সন ১৮৫৯ সাল তারিখ ২২ জানুআরি মোতাবেক সন ১২৬৫ সাল তারিখ ১০ মাঘ।

প্রথম শ্রেণী এস্তমুরারি জমা ধার্য্যহওয়া মহাল।

৬৫৮ নং ডিঃ পঃ বালিয়া তরফ শ্রীকৃষ্ণপুর ওং লিখিত মালিক রামধন বসু ওং সদর জমা সায় পুলীষ থানাদারি কোং ১১৪১৸১

৮২২ নং পঃ বালিয়া ডিঃ টেটরা লিখিত মালিক রামলোচন রায় ওং সদর জমা কোং ২৪ ।২

১৩৩৭ নং পঃ ধুলিয়াপুর মৌং ঈশ্বরীপুর লিখিত মালিক কৃষ্ণমোহন চট্টোপাধ্যায় অধিকারী ওং সদর জমা কোং বিঃ রুশদি ৩৮৶৬

১৩৩৮ নং পঃ ঐ মৌং ঐ লিখিত মালিক ঐ সদর জমা কোং বিঃ রুশদি ১২॥০

১৩৬৮ নং পঃ হিলকী মৌং কুশখালি লিখিত মালিক কৈলাশচন্দ্র রায় চৌধুরী ওং সদর জমা কোং ২৯৭॥৶৬

১৩৬৮ ।১ নং পঃ ঐ মৌং দোবিলা লিখিত মালিক ঐ সদর জমা কোং ১৭২৲১

১৩৬৮ ।২ নং পঃ ঐ মৌং কালিআলি লিখিত মালিক ঐ সদর জমা কোং ১৩৪ ।৴১॥

G. BRIGHT, *Offg. Collector.*

---

জিলা নদীয়া।

সন ১৮৪৫ সালের ১ আইনের ৬ ধারাক্রমে ইহার দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে জেলা নদীয়ার নীচের লিখিত মহাল ১৮৫৯ সালের ১২ জানুআরি তারিখপর্য্যন্ত বাকী মালগুজারির নিমিত্তে এবং চলিত আইন ও আক্‌টের দ্বারা অন্যান্য যে দাওয়া বাকী মালগুজারির ন্যায় আদায় হইবার হুকুম আছে তাহার নিমিত্তে সন ১৮৫৯ সালের ১৪ ফিব্রুআরি মোং সন ১২৬৫ সালের ৩ ফাল্গুণ তারিখে ঐ জেলার কালেক্‌টরির কাছারিতে নীলামে ধরা যাইবেক ও বিনাবাধাতে বিক্রয় হইবেক ইতি ১৮৫৯ তাং ২০ জানের। মোং সন ১২৬৫ তাং ৮ মাঘ।

প্রথম শ্রেণী জের বাটওয়ারার মহাল।

৩৯৯। ২৮ নং ডিহি হাতিছালা চাং কৃষ্ণনগর মালিক তারিণী ওরফে সয়ামণি দেব্যা ও রামদাস ও গৌরীপ্রসাদ ও অন্নদাপ্রসাদ ও শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় সদর জমা ৪৯২২ ।৯ পুলিস ৪৪ ।৩

ইহার মধ্যে তারিণী ওরফে সয়ামণি দেব্যার হিস্যা ।০ আনা রকম নীলাম হইবেক।

জের বাটওয়ারার মহাল।

৪২৬ নং মৌং বনঘাট পং সুলতানপুর মালিক তারিণী ওরফে সয়ামণি দেব্যা ও রামদাস মুখোপাধ্যায়, সদর জমা ৩১৬/১১

ইহার মধ্যে তারিণী ওরফে সয়ামণি দেব্যা হিস্যা রকম ।/৬। = আনা বিক্রয় হইবেক।

১০৯৭ নং মৌং শীমুলিয়া চাং শ্রীনগর মালিক দ্বারকানাথ চট্টোপাধ্যায় সদর জমা ২১॥৶৫

১৩৭৭ নং মৌং বল্লভপুর চাং শ্রীনগর মালিক গিরিশচন্দ্র ও যাদুগোপাল গুহ সদর জমা ১২॥৵২

১৬৪৩ নং মৌং কাতপুর পং রাজপুর মালিক রামচন্দ্র ঘোষাল সদর জমা ১৭৸৶৩

২০৫৯ নং মৌং কাচকুলিদিগর পং বাগয়ান মালিক কালাচাঁদ রায় চৌধুরী ও জনৎকুমার রায় চৌধুরী ও নগনন্দিনী দেব্যা সদর জমা ১৭৸/১

২২৩১ নং মৌং জাফরনগরদিগর তঃ মামজোয়ানী মালিক রাধাবিলাস রায় স্বয়ং ও অছি জানবে তারা-বিনোদ রায় নাবালগ সদর জমা ৩০৵২

দ্বিতীয় শ্রেণী।

২৪২৮ নং চর দাদুপুর পং পাটমহাল মালিক দামোদরচন্দ্র রায় স্বয়ং ও অছি জানবে হেমওয়ারীলাল রায় ও মুরারিলাল নাবালগ পুত্র মৃত বাবুনাথ রায় ও সর্ব্বচন্দ্র ও ঈশানচন্দ্র রায় ও চন্দ্রমোহন রায় খোদও অছি জানবে কৃষ্ণনাথ রায় নাবালগ ও কেশবচন্দ্র ও বেহারীলাল রায় সদর জমা ২৩৷৵১

প্রথম শ্রেণী।

২৬৮২ নং মৌং দোগাছিয়া চাং কৃষ্ণনগর মালিক পার্ব্বতীচরণ ও কৈলাসচন্দ্র হালদার সদর জমা ১০/

২৮৭০ নং মৌং শ্রীনগর চাং শ্রীনগর মালিক উমাচরণ মুখোপাধ্যায় সদর জমা ৭৪৸/৮৸

২৮৯৯ নং মৌং হিজলি পং রাজপুর মালিক প্রেমসুন্দরী গুপ্তা সদর জমা ১২৵৫

২৯৫৮ নং মৌং দক্ষিণপাড়া চাং কৃষ্ণনগর মালিক তারিপ সেখ সদর জমা ১২৵২

৩০০১ নং মৌং গোয়ালডাঙ্গাদিগর পং বাগয়ান মালিক ঈশানচন্দ্র মল্লিক সদর জমা ১১৸৵১১

৩০২৪ নং মৌং বৈদ্যনাথপুর চাং মাটিয়ারি মালিক রাণী শ্যামাসুন্দরী দেব্যা সদর জমা ৫৯৵৬

৩০৩২ নং মৌং সর্ব্বাঙ্গপুর পং পলাশী মালিক কেশবচন্দ্র রায় সদর জমা ১৫৷৵৭

তৃতীয় শ্রেণী।

৩০৮৬ নং মৌজে উলা তঃ মামজোয়ানি মালিক নকুড়চাঁদ মুস্তফী সদর জমা ১৷৵৭

YATAZAD HOSSEIN, *Deputy Collector in charge.*

---

## INSOLVENT COURT. যোত্রহীনের আদালত

---

### IN THE COURT FOR THE RELIEF OF INSOLVENT DEBTORS AT CALCUTTA.

In the matter of DONALD CAMPBELL MACKEY and another, Insolvents.

On Saturday the 8th day of January Instant, upon an application of the Assignee in this matter, It was ordered that the said Assignee do from and out of the sum of Co.'s Rs. 37,735 in his hands pay a dividend at the rate of Co.'s Rs. Three per Cent. (which will amount to the sum of Co.'s Rs. 18,000) upon the several claims admitted on the Schedule of the said Insolvents so soon as such claims shall be duly substantiated to the satisfaction of the said Assignee, notice whereof is hereby given.

Official Assignee's Office, Calcutta, 26th January, 1859.

### যোত্রহীনের উপকারার্থ আদালত।

যোত্রহীন ডনালড কামবেল মাকি সাহেব ও অন্যের বিষয়ে।

আসৈনি সাহেব বর্ত্তমান জানুআরি মাসের ৮ তারিখ শনিবারে প্রার্থনা করিলে হুকুম হইয়াছিল যে উক্ত যোত্রহীনেরদের তফসীলে যে সকল দাওয়া মঞ্জুর হইয়াছে তাহা উক্ত আসৈনি সাহেবের খাতিরজমাতে সাবুদ হইবামাত্র তাঁহার হাতে কোম্পানির যে ৩৭,৭৩৫৲ টাকা আছে তাহাহইতে তিনি ঐ প্রত্যেক দাওয়ার উপর শত টাকাপ্রতি ৩৲ টাকার হিসাবে ডিবিডেণ্ড দেন। অর্থাৎ সর্ব্বসুদ্ধ ১৮,০০০৲ কোম্পানির টাকা দেন।

ইহার দ্বারা সয়াদ দেওয়া গেল।

সরকারী আসৈনি সাহেবের দফ্তরখানা। কলিকাতা ১৮৫৯ সাল ২৬ জানুআরি।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৫৯। ১ ফেব্রুআরি।]

---

শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে শ্রীযুত জে সি মরে সাহেবকর্ত্তৃক মুদ্রিত হইল।

Ndmr 1014 ১|১৪

CALCUTTA PUBLICK LIBRARY

AUSPICIO REGIS ET SENATUS ANGLIÆ

# গবর্নমেন্ট গেজেট

গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে প্রকাশিত।

## CALCUTTA, TUESDAY, FEBRUARY 8, 1859.

কলিকাতা মঙ্গলবার ১৮৫৯ সাল ৮ ফেব্রুআরি।

No. 7.

NOTIFICATION.

FORT WILLIAM,

FINANCIAL DEPARTMENT,

THE 31ST JANUARY 1859.

It is hereby notified that the Loan Acknowledgments and Treasury Bills adverted to in paragraph 3 of the Notification of this Department, No. 6, dated the 26th instant, will be issued in the following Forms :—

*Loan Acknowledgment.*

No.

CALCUTTA (Madras or Bombay as the case may be) GENERAL TREASURY,

*The*

I hereby acknowledge that this day paid into the Treasury at Calcutta the sum of Company's Rupees for which entitled to receive a Treasury Bill bearing Interest from the date of this Acknowledgment, of the tenor and subject to the condition specified in the Advertisement published in the *Calcutta Gazette* of the 26th January 1859.

Company's Rupees

*Sub-Treasurer.*

---

TREASURY BILL, BENGAL, (MADRAS OR BOMBAY AS THE CASE MAY BE.)

THE GOVERNOR GENERAL OF INDIA IN COUNCIL DOES HEREBY ACKNOWLEDGE TO HAVE RECEIVED

*From* ——————————

——————————

*on this day of* 1859, *the Sum of One Thousand Company's Rupees, as a Loan to the Secretary of State in Council of India, and does hereby, on behalf of the said Secretary of*

৭ নম্বর।

বিজ্ঞাপন।

ফোর্ট উলিয়ম। ফিনান্সিয়ল ডিপার্টমেণ্ট।

১৮৫৯ সাল ৩১ জানুআরি।

ইহার দ্বারা এই সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে। এই ডিপার্টমেণ্টহইতে বর্ত্তমান মাসের ২৬ তারিখের ৬ নম্বরের যে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হইয়াছে তাহার ৩ দফাতে যে কর্জ্জের রসীদ ও ট্রেজুরী বিলের কথা লেখা আছে তাহা এই পাঠে লেখা যাইবেক।

কর্জ্জের রসীদ।

নম্বর।

কলিকাতার (কিম্বা স্থানবিশেষে মান্দ্রাজের কি বোম্বাইয়ের) জেনরল ট্রেজুরী।

তারিখ।

আমি ইহাতে স্বীকার করি যে শ্রী অমুক অদ্য কোম্পানির এত টাকা কলিকাতার ট্রেজুরীতে গচ্ছিত করিয়াছেন। তাহার নিমিত্তে ১৮৫৯ সালের ২৬ জানুআরি তারিখের কলিকাতা গেজেটে যে ইশ্তিহার দেওয়া গিয়াছে তাহার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম ও মর্ম্ম মতের এক ট্রেজুরী বিল উক্ত শ্রী অমুক পাইবার স্বত্ববান হন। সেই বিলের সুদ এই রসীদের তারিখঅবধি চলিবেক।

কোং——————টাকা।

সব-ট্রেজুরর।

---

বাঙ্গলা দেশের (কিম্বা বিষয়বিশেষে মান্দ্রাজের কি বোম্বাইয়ের) ট্রেজুরী বিল।

হজুর কৌন্সেলে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর ইহাতে স্বীকার করিতেছেন যে অদ্য ১৮৫৯ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে তিনি ভারতবর্ষের কৌন্সেলে রাজ্যের শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেবের নিমিত্তে কর্জ্জস্বরূপে কোম্পানির এক হাজার টাকা শ্রীঅমুকের স্থানে পাইয়াছেন, ও কৌন্সেলের রাজ্যের শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেবের পক্ষে তিনি এই প্রতিজ্ঞা করিতেছেন যে, এই পত্রের তারিখঅবধি এক বৎসর গত হইলে পর

*State in Council, promise to pay the said Sum, together with any Interest that may be due thereon, at the rate of 3 Pies or one-quarter of an Anna a day for every Hundred Rupees, to the said ———*

———————————————

———————————————

———————— *Executors or Administrators, or to Order, at the General Treasury in Calcutta, (Madras or Bombay as the case may be) on demand, at any time after the expiration of one year from the date hereof, and also in the mean time to pay Interest on the said Sum at the rate aforesaid, half yearly, at the said General Treasury, provided that the said Sum shall be liable to be paid off at the option of the Governor General in Council, at any time after the expiration of one year from the date hereof, upon notice being given in the Calcutta Gazette, at least three Calendar Months before the time fixed for the proposed payment, after which time all further Interest will cease. After the expiration of one year from the date hereof, this Bill will be receivable for the amount of the Principal, and any Interest due thereon, in payment of Government Revenue at any Treasury in Bengal, the North-Western Provinces, Oude, or the Punjab, (the Madras or Bombay Presidency as the case may be) or in subscriptions to the present 5 per cent. Loan, whether generally open or not, or, at the option of the lawful holder thereof, to any Loan that may then be generally open, as well as in payment of any demand of Government, payable at the said General Treasury, or payable in Bengal, the North-Western Provinces, Oude, or the Punjab, (to the Government of Madras or to the Government of Bombay as the case may be) on account of Salt, Opium, or Customs.*

*No.* *Dated the* 1859.

The Treasury Bills for "Bengal" will be signed by the Secretary to the Government of India, in the Financial Department. Those for "Bombay" and "Madras" by the Chief Secretaries to those Governments respectively.

Published by Order of His Excellency the Right Hon'ble the Governor General of India in Council,

C. Hugh Lushington,
*Secretary to the Govt. of India.*

---

## CIRCULAR ORDERS OF THE BOARD OF REVENUE.

No. 34.

*From the Secretary to the Board of Revenue, Lower Provinces, to*

*Fort William, the 15th December 1858.*

I am directed by the Board of Revenue to forward herewith for your information and guidance, and communication to Officers under your control, the annexed Extract from the proceedings of the

কোন সময়ে সেই টাকা দাওয়া হইলে কলিকাতার, (কিম্বা বিষয়বিশেষে মান্দ্রাজের কি বোম্বাইয়ের) জেনরল ত্রেজুরীতে সেই টাকা ও তাহার কিশতের উপর দিনপ্রতি এক পয়সার হিসাবে যত সুদ পাওনা হয় তাহা সমেত উক্ত শ্রীঅমুককে কি তাঁহার অছিরদিগকে কি আডমিনিষ্ট্রেটরদিগকে কিম্বা তিনি যাঁহাকে দিবার হুকুম করেন তাঁহাকে দেওয়া যাইবেক, ও তদ্রূপ দাওয়া যাবৎ না হয় তাবৎ উক্ত জেনরল ত্রেজুরীতে সেই হিসাবে ছয়২ মাসে সুদ দেওয়া যাইবেক। পরন্তু অদ্যকার তারিখঅবধি এক বৎসর গত হইলে পর কোন সময়ে হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের স্বেচ্ছামতে ঐ কর্জা টাকা শোধ হইতে পারিবেক অর্থাৎ তাহা শোধ করিবার যে সময় নির্দ্ধার্য্য হয় তাহার পূর্ব্বে ইঙ্গরেজী হিসাবমতের তিন মাস থাকিতে ঐ কর্জ পরিশোধ করিবার সম্বাদ কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ হইলে পর ঐ কর্জ শোধ হইতে পারিবেক, ও সেই সময়ের পর ঐ টাকার সুদ বন্দ হইবেক। অদ্যকার তারিখঅবধি এক বৎসর গত হইলে পর ঐ বিলের আসলটাকা ও তাহার যত সুদ পাওনা হয় তাহা সুদ্ধ যত টাকা হয় তত টাকা বলিয়া ঐ বিল এই২ কার্য্যের বাবতে গ্রাহ্য হইতে পারিবেক, অর্থাৎ বাঙ্গলা দেশের কি উত্তরপশ্চিম দেশের কি অযোধ্যা কি পঞ্জাব দেশের (কিম্বা বিষয়বিশেষে মান্দ্রাজ কি বোম্বাই রাজধানীর) কোন খাজানাখানাতে সরকারের মালগুজারীর বাবতে, কিম্বা শতকরা ৫২ টাকার সুদের যে কোম্পানির কাগজ এখন পাওয়া যাইতে পারে তাহা সাধারণমতে খোলা থাকুক কি না থাকুক তাহার বাবতে, কিম্বা ঐ বিল যাঁহার হয় তাঁহার ইচ্ছামতে তৎকালের যে কোন লোন খোলা থাকে তাহার বাবতে, ও নিমক কি আফীন কি হাসিলের জন্যে গবর্নমেণ্টের পাওনা যে কিছু টাকা উক্ত জেনরল ত্রেজুরীতে কিম্বা বাঙ্গলা দেশে কি উত্তরপশ্চিম দেশে কি অযোধ্যা কি পঞ্জাব দেশে (কিম্বা বিষয়বিশেষে মান্দ্রাজের গবর্নমেণ্টে কি বোম্বাইয়ের গবর্নমেণ্টে) দিতে হয় তাহার পরিশোধে গ্রাহ্য হইতে পারিবেক।

নম্বর। ১৮৫৯ সাল তাং।

বাঙ্গলা দেশের ত্রেজুরী বিলেতে ভারতবর্ষের গবর্নমেণ্টের ফিনান্‌সিয়ল ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারী সাহেব দস্তখৎ করিবেন। ও বোম্বাইয়ের ও মান্দ্রাজের ত্রেজুরী বিলেতে ঐ২ গবর্নমেণ্টের প্রধান সেক্রেটারী সাহেব দস্তখৎ করিবেন।

হজুর কৌন্সেলে ভারতবর্ষের শ্রীযুত রাইট অনরবিল গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হুকুমমতে প্রকাশ করা গেল।

সি হিউ লশিংটন।
ভারতবর্ষের গবর্নমেণ্টের সেক্রেটারী।

---

## বোর্ড রেবিনিউর সরকুলর অর্ডর।

৩৪ নম্বর।

বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের বোর্ড রেবিনিউর শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেবের পত্র।

ফোর্ট উলিয়ম। ১৮৫৮ সাল ১৫ ডিসেম্বর।

সরকারী ইমারৎপ্রভৃতি নির্ম্মাণের ডিপার্টমেণ্টে সুপ্রিম গবর্নমেণ্ট গত অক্টোবর মাসের ২৮ তারিখে যে কার্য্য করেন তাহার বিবরণহইতে গৃহীত এই কথা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরদের আজ্ঞামতে তোমার জ্ঞাত হইবার জন্যে ও তোমার উপদেশের নিমিত্তে ও

Supreme Government in the Public Work Department, dated the 28th October last.

2. The special attention of those Officers should be drawn to paras. 10 and 11 of the Extract.

(Signed) E. T. TREVOR,
*Secretary.*

From MAJOR R STRACHEY, Officiating Secretary to the Government of India, Public Works Department,—(No. 5345, dated the 28th October 1858.)

FORWARDED to the Government of Bengal.

Extract from the Proceedings of the Hon'ble the President of the Council of India in Council, —(No. 5342, dated the 28th October 1858.)

Read the following papers on the subject of exempting Fort William at Calcutta and its dependencies from the jurisdiction of the Commissioner of Police and of the Municipal Commissioners.

Resolution to Home Department No. 5392, dated 6th November 1857.

Extract from Home Department No. 2612, dated 15th December 1857.

Letter from the Junior Secretary to Government of Bengal No. 2665, dated 17th November 1857.

Letter to the Secretary to Government of Bengal No. 5633, dated 23rd November 1857.

Letter from the Town Major No. 149, dated 4th July 1858—2 Plans.

Letter from the Deputy Quarter Master General of the Army No. 3629, dated 21st July 1858 —1 Plan.

Letter from the Town Major No. 192, dated 12th August 1858—1 Plan.

Letter from the Town Major No. 211, dated 2nd September 1858.

Letter from the Acting Secretary to Government of Madras No. 897, dated 11th May 1858 —1 Plan.

OBSERVATIONS.—The President in Council observes that a Plan of the jurisdiction and dependencies of Fort William having been called for with a view to determining a question relative to the Municipal Acts of Calcutta, nearly a year elapsed before a Plan such as was required could be obtained.

2. Further, it is observed, that even now there is very great uncertainty as to the exact original boundaries of the dependencies of the Fortress, and that the Plan that has been submitted is only presumed to be a correct representation of the facts of the case based upon oral tradition, and not any thing having authority as an authentic record of the ancient limits of the command of the Governor of Fort William.

3. It having been thought expedient to direct the preparation of Plans of the Cantonments of Ballygunge and Alipore in connection with that of

তোমার অধীন কার্য্যকারকদিগকে জ্ঞাত করিবার জন্যে তোমার নিকটে পাঠাইতেছি।

২। ঐ গৃহীত কথার ১০ ও ১১ দফাতে ঐ কার্য্যকারকদিগকে বিশেষমতে মনোযোগ করাইতে হইবেক।

ই টি ট্রেবর। সেক্রেটারী।

সরকারী ইমারৎপ্রভৃতি নির্ম্মাণের ডিপার্টমেণ্টে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী শ্রীযুত মেজর আর ষ্ট্রেচি সাহেবের (১৮৫৮ সালের ২৮ অক্টোবর তারিখের ৫৩৪৫ নম্বরের) পত্র।

বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টে প্রতিষ্ঠান যায়।

হজুর কৌন্সেলে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব ১৮৫৮ সালের ২৮ অক্টোবর তারিখে যে কার্য্য করেন তাহার ৫৩৪২ নম্বরের বিবরণহইতে গৃহীত কথা।

কলিকাতার ফোর্ট উলিয়ম কিল্লা ও তাহার মোতালক স্থান পোলীসের কমিস্যনর সাহেবের ও কলিকাতার মুনিসিপল কমিস্যনর সাহেবেরদের এলাকার বহির্ভূত করিবার এই২ কাগজপত্র পাঠ করা গেল।

হোম ডিপার্টমেণ্টে ১৮৫৭ সালের ৬ নবেম্বর তারিখের ৫৩৯২ নম্বরের নির্দ্ধারণ।

হোম ডিপার্টমেণ্টহইতে ১৮৫৭ সালের ১৫ ডিসেম্বর তারিখের ২৬১২ নম্বরের গৃহীত কথা।

বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের দ্বিতীয় সেক্রেটারী সাহেবের ১৮৫৭ সালের ১৭ নবেম্বর তারিখের ২৬৬৫ নম্বরের পত্র।

বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী সাহেবের নামে ১৮৫৭ সালের ২৩ নবেম্বর তারিখের ৫৬৩৩ নম্বরের পত্র।

টৌন মেজর সাহেবের ১৮৫৮ সালের ৪ জুলাই তারিখের ১৪৯ নম্বরের পত্র ও দুই নক্‌শা।

পল্টনের ডেপুটী কার্টর মাষ্টর জেনরল সাহেবের ১৮৫৮ সালের ২১ জুলাই তারিখের ৩৬২৯ নম্বরের পত্র ও এক নক্‌শা।

টৌন মেজর সাহেবের ১৮৫৮ সালের ১২ আগষ্ট তারিখের ১৯২ নম্বরের পত্র ও এক নক্‌শা।

টৌন মেজর সাহেবের ১৮৫৮ সালের ২ সেপ্টেম্বর তারিখের ২১১ নম্বরের পত্র।

মান্দ্রাজের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী সাহেবের ১৮৫৮ সালের ১১ মে তারিখের ৮২৭ নম্বরের পত্র ও এক নক্‌শা।

মন্তব্য কথা।—হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব কহেন যে, কলিকাতার মুনিসিপল আইনসম্পর্কীয় কোন কথা নিষ্পত্তি করিবার অভিপ্রায়ে ফোর্ট উলিয়ম কিল্লার এলাকার ও মোতালক স্থানের নক্‌শা তলব হইয়াছিল, কিন্তু যে প্রকারের নক্‌শার প্রয়োজন ছিল তাহা না পাইতে২ প্রায় এক বৎসর গত হইয়াছে।

২। তিনি আরো কহেন, ঐ কিল্লার মোতালক স্থানের প্রকৃত যে সীমা প্রথমে ছিল তাহার অত্যন্ত সন্দেহ এখনও হইতেছে, ও যে নক্‌শা দেওয়া গিয়াছে তাহা লোক পরম্পরাগত কথামতে বিষয়ের বৃত্তান্তের যথার্থ বয়ান বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু ফোর্ট উলিয়ম কিল্লার গবরনর সাহেবের কর্ত্তৃত্বের পূর্ব্বকালীন সীমার মাতবর দলীলস্বরূপ বিশ্বাসযোগ্য লিপি নহে।

৩। ফোর্ট উলিয়ম কিল্লার সঙ্গে বালিগঞ্জ ও আলিপুরে সৈন্যেরদের ছাউনি স্থানের নক্‌শা প্রস্তুত করিবার হুকুম করা বিহিত বোধ হইয়াছিল। তাহা-

Fort William, it has in like manner come to light that no sufficient record existed of the boundaries of the Alipore Cantonment, and a judicial proceeding was necessary before those boundaries could be settled.

4. On a reference to the Quarter Master General's Office at the Presidency, no satisfactory Plans of these Cantonments or of Fort William were forthcoming.

5. The President in Council is of opinion that measures should be taken to remedy the defects in the system of recording such Plans as these, as well as to ensure more completely the maintenance of proper boundary marks and records of boundaries of all Government lands, whether occupied for Military or Civil purposes.

6. With this end, instructions will be issued for the revision of the boundaries of all existing Cantonments, the correction of the recorded Plans where necessary, and the erection of proper permanent boundary pillars where they are not now in existence. Where there are doubts as to the exact limits of the Cantonment, the necessary steps must be taken to settle the question without loss of time.

7. The present Rules on the subject of Cantonment Plans (see Public Works Code, Chapter V, Section I,) are to be strictly attended to. The Registers of Plans in the offices of the Chief Engineer, of the Executive Engineer and of the Quarter Master General, must be carefully kept up and revised. The Drawings in every case must be on such a scale and in such detail, as to furnish a complete and indisputable record of the land to which they refer. Chief Engineers will be called on to report as to the present state of this particular branch of the records in their own offices and in the offices of all Executive Engineers. They will further take the necessary steps for making good all deficiencies either in the Plans or the boundary marks, and will again report when these instructions are completely carried out.

8. Superintending Engineers will consider that it is one of their duties in their inspection tours, to examine these records in Executive Engineers' offices and to bring to notice any defects that may be apparent.

9. The general rules as to the record of the boundaries of land occupied as Cantonments are to be followed, so far as they are applicable in the case of land occupied by Public Buildings or Works of every sort not situated within a Military Cantonment.

10. In case of Buildings and Works directly under the charge of Public Works Officers, the Executive Engineer will be held responsible that complete and accurate Plans of all land, the property of Government, attached to such Works or

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৫১। ৮ ফেব্রুআরি।]

তেও দৃষ্ট হইল যে, আলিপুরে সৈন্যেরদের ছাউনি স্থানের সীমানরহদ্দের কোন উপযুক্ত দলীল নাই ও সেই সীমা নির্দ্ধার্য্য করিবার আগে আদালতে মোকদ্দমা করা আবশ্যক হইল।

৪। রাজধানীতে কার্টর মাষ্টর জেনরল সাহেবের দফুরখানায় জিজ্ঞাসা হইলে, এই ছাউনি স্থানের কি ফোর্ট উলিয়মের খাতিরজমামতের কোন নক্শা পাওয়া গেল না।

৫। হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বোধ করেন যে, সেই প্রকারের নক্শা রিকার্ড করিবার নিয়মের যে ত্রুটি আছে তাহা নিবারণের উপায় করা উচিত। ও সৈন্যসম্পর্কীয় কি দেওয়ানীসম্পর্কীয় কার্য্যের নিমিত্তে হউক গবর্ণমেণ্টের দখলে যে সকল জমী থাকে তাহার সীমার উপযুক্ত চিহ্ন ও সীমানরহদ্দের দলীল আরো উত্তমরূপে রাখা যাইবার উপায় করা উচিত।

৬। এই অভিপ্রায়ে, সৈন্যেরদের যে সকল ছাউনিস্থান এখন আছে তাহার সীমানা পুনর্দ্দৃষ্টি করিবার, ও আবশ্যক স্থলে রিকার্ড করা নক্শা সংশোধন করিবার আজ্ঞা হইবেক, ও সেই২ সীমানা দর্শাইবার থাম যে২ স্থানে নাই সেই২ স্থানে উপযুক্ত যে থাম চিরকাল থাকিতে পারে এমত থাম করিবার আজ্ঞা দেওয়া যাইবেক। সৈন্যেরদের কোন ছাউনি স্থানের প্রকৃত যে সীমা, তাহার কিছু সন্দেহ যদি থাকে, তবে সেই কথা নিশ্চিত করিবার আবশ্যক কার্য্য অগৌণে করিতে হইবেক।

৭। ছাউনি স্থানের নক্শা করিবার যে বিধি এখন চলন আছে তাহা অতিদৃঢ় করিয়া মানিতে হইবেক। (সরকারী ইমারৎপ্রভৃতি নির্ম্মাণের কার্য্যের বিধি সংগ্রহ, ৫ অধ্যায়, ১ ধারা দেখ।) প্রধান ইঞ্জিনিয়র সাহেবের ও একসেকিটিব ইঞ্জিনিয়র সাহেবের ও কার্টর মাষ্টর জেনরল সাহেবের দফুরখানায় নক্শার যে রেজিষ্টর আছে তাহা অতি সাবধানমতে রাখিতে ও পুনর্দ্দৃষ্টি করিতে হইবেক। ও যে ভূমির নক্শা হয় সেই ভূমির পূরা নক্শা ও যাহা দেখিলে জমীর দিবাদ হইতে না পারে এমন উপযুক্তমতে বড় করিয়া ও উপযুক্ত বয়ান লিখিয়া করিতে হইবেক। প্রধান ইঞ্জিনিয়র সাহেবদিগকে এই২ হুকুম দেওয়া যাইবেক যে তাঁহারদের নিজ দফুরখানায় ও একসেকিটিব সকল ইঞ্জিনিয়র সাহেবের দফুরখানায় সেইবিশেষ প্রকারের দলীলের যে অবস্থা আছে তাহার রিপোর্ট করেন। আরও নক্শার কিম্বা সীমানার চিহ্নের যাহা বাকী হয় তাহা পূরা করিবার আবশ্যক সকল কার্য্য তাঁহারদের করিতে হইবেক, ও এই আজ্ঞামতে যখন সম্পূর্ণরূপে কার্য্য হইয়াছে তখন পুনরায় রিপোর্ট করিতে হইবেক।

৮। সুপরিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়র সাহেবেরা যে সময়ে দওরায় ভ্রমণ করেন, সেই সময়ে একসেকিটিব ইঞ্জিনিয়র সাহেবেরদের দফুরখানায় ঐ সকল রিকার্ড দেখিয়া, তাহার মধ্যে যে কিছু দোষ প্রকাশ থাকে তাহার সম্বাদ দেওয়া আপনারদের কর্ত্তব্য কার্য্যের মধ্যে জানিবেন।

৯। সরকারী ইমারৎপ্রভৃতি সর্ব্বপ্রকারের বিষয় সৈন্যেরদের ছাউনি স্থানের মধ্যে না হইয়া যে জমীতে থাকে সেই জমীর বিষয়েও, ছাউনি স্থানের জমীর সীমানা লিখিবার সাধারণ বিধি যেপর্য্যন্ত খাটিতে পারে সেইপর্য্যন্ত খাটাইতে হইবেক।

১০। সরকারী ইমারৎপ্রভৃতির কার্য্যকারক সাহেবরদের জিম্মায় যে সকল ইমারৎপ্রভৃতি থাকে তাহাতে যে সকল জমী গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তি বলিয়া সংযুক্ত আছে তাহার পূরা ও যথার্থ নক্শা একসেকিটিব ইঞ্জিনিয়র সাহেবের দফুরখানায় থাকে ও সময়ে২

Buildings, are kept up in his office and are corrected from time to time as necessity may arise. Copies of these Plans are to be lodged with the Chief Engineer and with the Collector of the District. Likewise, one or more of the Executive Engineers' subordinates shall be made specifically responsible for the proper maintenance of the boundaries of plots of the Government land, and shall be expected to know accurately the exact limits of all the Government lands connected with the Department of Public Works in each Executive Division.

11. Where Public Buildings, &c., are not in charge of the Public Works Department, the Officer in responsible charge will be expected to maintain a proper Plan and proper boundary marks, as laid down above. Copies of Plans in this case will be lodged with the Collector of the District and with the Board of Revenue.

ORDER.—Ordered, that the Plans of Fort William and of the Cantonment of Alipore and Ballygunge be transferred to the Home Department, with the correspondence above noted, and a copy of this Resolution.

Ordered also, that copies of this Resolution be forwarded to the Departments and Governments noted in the margin,* for information and guidance, and for the issue of such further orders as may be necessary for giving full effect to the above Rules.

(True Copy.)
(Signed) E. T. TREVOR,
*Secretary.*

Board of Revenue,
Fort William, the 15th December, 1858.

No. 3.

*From the Secretary to the Board of Revenue, Lower Provinces, to the Commissioner of Revenue for the Division of*

*Dated Fort William, the 17th December* 1858.

I am directed by the Board of Revenue to forward for your information and for that of your subordinates, the accompanying copy of a letter† from the Registar of the Sudder Dewanny Adawlut, from which you will perceive that the Court hold that after the payment of the Government Revenue and all expenses of Management a Collector has no power whatever to dispose of any further receipts from the manager of an Estate

* 5343, Military, 5344, Foreign Departments. 5355, Fort St. George. 5356, Bombay. 5345, Bengal. 5346, N. W. Provinces. 5348, Punjab. 5350, Pegu. 5351, T. and M. Provinces. 5349, Oude. 5352, Nagpore. 5353, Mysore. 5354, Hyderabad. 5347, Straits Settlements.

† No. 1427, dated 11th October, 1858.



আবশ্যকমতে সংশোধন করা যায় এই বিষয়ে একজেকিটিব ইঞ্জিনিয়র সাহেব দায়ী থাকিবেন। এই নক্শার এক২ কেতা নকল প্রধান ইঞ্জিনিয়র সাহেবের ও জিলার কালেক্টর সাহেবের নিকটে রাখিতে হইবেক। আরো গবর্ণমেণ্টের জমীর এক২ খণ্ডের সীমা উপযুক্তমতে রক্ষা হয় এই বিষয়ে একজেকিটিব ইঞ্জিনিয়র সাহেবেরদের অধীন এক কি অধিক জন কার্য্যকারককে বিশেষমতে দায়ী করিয়া রাখিতে হইবেক। ও সেই২ ইঞ্জিনিয়র সাহেবের এলাকার মধ্যে সরকারী ইমারৎ প্রভৃতির ডিপার্টমেণ্টে গবর্ণমেণ্টের যে সকল জমী সংযুক্ত আছে তাহার প্রকৃত সীমা ঐ২ কার্য্যকারকের ঠিকরূপে জানিতে হইবেক।

১১। যদি কোন সরকারী ইমারৎপ্রভৃতি ঐ সরকারী ইমারৎপ্রভৃতি নির্ম্মাণ করিবার ডিপার্টমেণ্টের জিম্মায় না থাকে, তবে যে কার্য্যকারক সাহেব তাহার জিম্মা পাইয়া দায়ী হন তাঁহার উপরোক্তমতে উপযুক্ত নক্শা ও সীমানার উপযুক্ত চিহ্ন রাখিতে হইবেক এমন স্থলে জমীর নক্শার এক২ কেতা নকল জিলার কালেক্টর সাহেবের ও বোর্ড রেবিনিউর নিকটে রাখিতে হইবেক।

হুকুম।—হুকুম হইল যে ফোর্ট উলিয়ম কিল্লার ও আলিপুরের ও বালিগঞ্জের ছাউনি স্থানের নক্শা উক্ত পত্রাদির সহিত ও এই নির্দ্ধারণের এক কেতা নকল সমেত হোম ডিপার্টমেণ্টে পাঠান যায়।

আরো হুকুম হইল যে এই নির্দ্ধারণের এক২ কেতা নকল নীচের লিখিত * ডিপার্টমেণ্টের ও গবর্ণমেণ্টের জানিবার জন্যে ও তাঁহারদের উপদেশের নিমিত্তে ও উক্ত বিধ সম্পূর্ণমতে সফল করিবার জন্যে অন্য যে হুকুম আবশ্যক হয় তাহা জারী করিবার নিমিত্তে তাঁহারদের নিকটে পাঠান যায়।

(যথার্থ নকল।)
ই টি ট্রেবর। সেক্রেটারী।

বোর্ড রেবিনিউ।
ফোর্ট উলিয়ম।
১৮৫৮ সাল ১৫ ডিসেম্বর।

৩৫ নম্বর।

অমুক এলাকার রাজস্বের শ্রীযুত কমিস্যনর সাহেবের নামে বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের বোর্ড রেবিনিউর শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেবের পত্র। ফোর্ট উলিয়ম। ১৮৫৮ সাল ১৭ ডিসেম্বর।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরদের আজ্ঞামতে সদর দেওয়ানী আদালতের রেজিষ্টর সাহেবের পত্রের † নকল তোমার জ্ঞাত হইবার জন্যে ও তোমার অধীন কার্য্যকারক সাহেবদিগকে জ্ঞাত করিবার জন্যে পাঠাইতেছি। তাহাতে দৃষ্ট হইবেক যে আদালতের এই নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে। দেওয়ানী আদালতের হুকুমমতে কোন মহাল ক্রোক হইলে, সরকারের মালগুজারী ও সরবরাহ করিবার সকল খরচ দিলে পর, ঐ মহালের সরবরাহকারের স্থানে অধিক যে কিছু টাকা পাওয়া যায় তাহা খরচ করিতে কালেক্টর সাহেবের কিছুমাত্র ক্ষমতা নাই। কেবল যে আদালত ক্রোক করি-

* ৫৩৪৩ মিলিটারী ও ৫৩৪৪ বিদেশীয় ডিপার্টমেণ্ট ও ৫৩৫৫ মান্দ্রাজের ও ৫৩৫৬ বোম্বাইয়ের ও ৫৩৪৫ বাঙ্গলা দেশের ও ৫৩৪৬ উত্তরপশ্চিম দেশের ও ৫৩৪৮ পঞ্জাব দেশের ও ৫৩৫০ পিগু দেশের ও ৫৩৫১ থনাসরিম ও মার্ত্তাবান প্রদেশের ও ৫৩৪৯ অযোধ্যা দেশের ও ৫৩৫২ নাগপুর দেশের ও ৫৩৫৩ মহিশূর দেশের ও ৫৩৫৪ হয়দরাবাদ দেশের ও ৫৩৪৭ মোহনার বসতির গবর্ণমেণ্ট।

† ১৮৫৮ সালের ১১ অক্টোবর তারিখের ১৪২৭ নম্বরী পত্র।

attached by order of the Civil Court, save under the orders of the Court requiring the attachment.

2. This ruling must be strictly attended to.

(Signed) E. T. TREVOR,
*Secretary.*

(COPY.)

No. 1427.

*To the Offg. Judge of Mymensing.*

I am directed to acknowledge the receipt of your letter No. 186, dated the 3rd July last, with annexure, enquiring what is the duty of the Collector as to the disposal of surplus profits of Mehals attached by order of the Civil Courts.

2. The Court are of opinion, that the Collector, after payment of the Government Revenue and all expenses of management, has no power whatever to dispose of any further receipts from the manager, save under the orders of the Court requiring the attachment.

(Signed) A. W. RUSSELL,
*Register.*

Fort William, the 11th October, 1858.

---

No. 36.

MEMORANDUM.

The following addition to be made between Rules 5 and 6 of the Rules for taking land for public purposes, circulated on the 16th February last, No. 5.

(Signed) E. T. TREVOR,
*Secretary.*

Board of Revenue,
Fort William, the 22nd December, 1858.

RULE 5 A. Where land forming part of an Estate paying Revenue to Government has been taken for a public purpose under the provisions of Act VI. of 1857, and the whole of the compensation awarded, either by the Officer authorized by Government to take the land or by the Arbitrators, has been given in the shape of a money payment, no abatement of Revenue being allowed, this fact must be noticed in the Register of Estates kept in the Collector's Office; and, should an Estate so circumstanced be liable to sale for arrears of Revenue, application must be made to Government to sell it subject to the incumbrance above adverted to, under the provisions of Section XXVIII., Act I. of 1845.

---

No. 37.

MEMO.

It is requested that the following additions be made in the Butwarrah Series and the Periodical Returns Series.

To Rule 3 of Butwarrah Series add the words—

"In the prescribed Form No. 5 of the Periodical Return Series."

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৫৯। ৮ ফেব্রুআরি।]

বার হুকুম করিয়াছিলেন, সেই আদালতের হুকুমমতে খরচ করিতে পারিবেন।

২। এই বিধি অতিদৃঢ় করিয়া মানিতে হইবেক।

ই টি ট্রেবর। সেক্রেটারী।

১৪২৭ নম্বর।

ময়মনসিংহের শ্রীযুত এক্টিং জজ সাহেব বরাবরেষু।

আমি আদেশমতে তোমাকে জানাইতেছি যে, তোমার গত জুলাই মাসের ৩ তারিখের ১৮৬ নম্বরের পত্র ও তাহার সঙ্গে প্রেরিত পত্র পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে তোমার এই জিজ্ঞাসা হইয়াছে, দেওয়ানী আদালতের হুকুমমতে মহাল ক্রোক হইলে তাহার ফাজিল টাকা খরচ করিবার বিষয়ে কালেক্টর সাহেবের কি করিতে হয়।

২। সদর আদালতের মত এই। সরকারের মালগুজারী ও সরবরাহ করিবার সকল খরচ দিলে পর, সরবরাহকারের স্থানে অধিক যে কিছু টাকা পাওয়া যায় তাহা খরচ করিতে কালেক্টর সাহেবের কিছুমাত্র ক্ষমতা নাই। কেবল ক্রোক করিবার হুকুম যে আদালত করিয়াছিলেন সেই আদালতের হুকুমমতে খরচ করিতে পারিবেন।

এ ডবলিউ রসেল। রেজিষ্টর।

ফোর্ট উলিয়ম। ১৮৫৮ সাল ১১ অক্টোবর।

---

৩৬ নম্বর।

স্মারক লিপি।

সরকারী কর্ম্মের নিমিত্তে জমী লইবার যে বিধি গত ফেব্রুআরি মাসের ১৬ তারিখের ৫ নম্বরের সরক্যুলর পত্রেতে প্রকাশ হইয়াছিল তাহার ৫ ও ৬ বিধির মধ্যে এই নূতন বিধি দিতে হইবেক।

ই টি ট্রেবর। সেক্রেটারী।

বোর্ড রেবিনিউ। ফোর্ট উলিয়ম।

১৮৫৮ সাল ২২ ডিসেম্বর।

৫ ক বিধি। ১৮৫৭ সালের ৬ আইনের বিধানমতে যদি সরকারী কার্য্যের নিমিত্তে সরকারের খেরাজী মহালের এক অংশ লওয়া যায়, ও জমী লইবার নিমিত্তে গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত কার্য্যকারক কিম্বা সালিসেরা ঐ জমীর যে মূল্য নির্দ্ধার্য্য করেন তাহা যদি নগদ দেওয়া যায়, ও মহালের মালগুজারীর কিছু রেয়াইৎ দিবার অনুমতি না হয়, তবে কালেক্টর সাহেবের দফ্তরখানায় মহালের যে রেজিষ্টর থাকে তাহাতে সেই কথা লিখিতে হইবেক। ও সেই প্রকারের মহাল যদি তৎপরে মালগুজারীর বাকীর নিমিত্তে নীলাম হইবার যোগ্য হয়, তবে ১৮৪৫ সালের ১ আইনের ২৮ ধারার বিধানমতে পূর্ব্বোক্ত প্রকারের দায় বহাল রাখিয়া নীলাম হইবার দরখাস্ত গবর্ণমেণ্টের নিকটে করিতে হইবেক।

---

৩৭ নম্বর।

স্মারক লিপি।

বাঁটওয়ারার বিধিতে ও নিরূপিত সময়ের রিটর্ণের বিধিতে এই২ নূতন কথা লিখিবার আদেশ হইতেছে

বাঁটওয়ারার বিধির ৩ দফাতে এই কথা লিখিতে হইবেক।

"নিরূপিত সময়ের রিটর্ণের বিধির ৫ নম্বরের নির্দ্দিষ্ট পাঠে।"

To be Rule 24 A of the Periodical Returns Series—

"In the column of remarks it must always be mentioned at what periods and in what proportion the expenses of the Butwarrah Establishment are proposed to be levied from the parties concerned."

(Signed) E. T. TREVOR,
*Secretary.*

Board of Revenue, Lower Provinces,
Fort William, the 24th December, 1858.

---

## CIRCULAR ORDER OF THE SUDDER DEWANNY AND NIZAMUT ADAWLUT.

No. 29.

*To the Civil and Criminal Authorities in the Lower and Extra-Regulation Provinces.*

I am directed by the Court to request that you will obtain the opinions of the several Judicial Officers, European and Native, subordinate to you, on the following questions having reference to the present Law respecting oaths and affirmations, and submit them to the Court with your own remarks on the subject, within one month from the date of receipt of this Circular.

1st. "Is it desirable that any change should be made in the present Law respecting oaths and affirmations, with the view especially of improving the character of the evidence given in Courts of Justice?"

2nd. "Is it desirable that the Act (V. of 1840) which provides that persons of the Hindoo or Mahomedan persuasion shall make solemn affirmation instead of being compelled to swear by the water of the Ganges, or upon the Koran, should be repealed, and that all persons should hereafter be sworn in the manner which may be considered most binding on their conscience?"

3rd. "Is it desirable that, in lieu of every form of oath and of the solemn affirmation now authorized or required by Law, a simple affirmation without any reference to religious sanction, should be required from all persons of whatever persuasion?"

4th. "Is it desirable that witnesses should be examined without oath or affirmation, or any warning as a preliminary to their giving evidence, or with a warning only?"

(Signed) A. W. RUSSELL,
*Register.*

Fort William, the 10th December, 1858.

---

## CIRCULAR ORDERS OF THE SUDDER DEWANNY ADAWLUT.

No. 30.

*To the Civil Judges in the Lower Provinces and Deputy Commissioner of Hazareebaugh.*

I am directed by the Court to forward for your information and guidance, copy of a Circular Let-



নিরূপিত সময়ের রিটর্ণের বিধিতে ২৪ ক নম্বর বলিয়া এই বিধি লিখিতে হইবেক।

"বাঁটওয়ারার আমলারদের খরচ যেং সময়ে ও মোকদ্দমার যে পক্ষের স্থানে যত লইবার প্রস্তাব হয় তাহা মন্তব্য কথার ঘরে সর্ব্বদাই লিখিতে হইবেক।"

ই টি ট্রেবর। সেক্রেটারী।

বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের বোর্ড রেবিনিউ।
ফোর্ট উলিয়ম। ১৮৫৮ সাল ২৪ ডিসেম্বর।

JOHN ROBINSON, *Bengalee Translator.*

---

## সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের সরকুলর অর্ডর।

২৯ নম্বর

বাঙ্গলা দেশের ও আইনবহির্ভূত প্রদেশের দেওয়ানীর ও ফৌজদারীর শ্রীযুত কার্য্যকারক সাহেব বরাবরেষু।

সদর আদালতের আজ্ঞামতে তোমাকে এই আদেশ করিতেছি। শপথ ও প্রতিজ্ঞা করিবার যে আইন এইক্ষণে চলন আছে তদ্বিষয়ের এইং প্রশ্নের উত্তরস্বরূপে তুমি আপনার অধীন ইউরোপীয় ও এদেশীয় বিচারকর্ত্তারদের মত লইয়া ও সেই বিষয়ে তোমার নিজ মত লিখিয়া এই সরকুলর পাইবার তারিখঅবধি এক মাসের মধ্যে এই আদালতে পাঠাও।

১। বিচারআদালতে যে সাক্ষ্য দেওয়া গিয়া থাকে তাহা বিশেষমতে আরো বিশ্বাসযোগ্য করিবার অভিপ্রায়ে, শপথের ও প্রতিজ্ঞার যে আইন চলন আছে তাহার কিছু পরিবর্ত্তন করা উচিত কি না।

২। ১৮৪০ সালের ৫ আইনেতে এই বিধান হইয়াছিল যে, হিন্দু কি মুসলমান লোকদিগকে গঙ্গাজল স্পর্শ করাইয়া কি কোরাণ লইয়া শপথ না করাইয়া, তাহারদের ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিতে হইবেক। সেই আইন রদ করা উচিত কি না। ও যে লোক যে প্রকারের শপথ অতিদৃঢ় করিয়া মানে তাহাকে সেই প্রকারে শপথ করাণ উচিত কি না।

৩। এইক্ষণে যে প্রকারের শপথ কি ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞার অনুমতি কি আজ্ঞা আইনেতে আছে তাহার পরিবর্ত্তে, ধর্ম্মের নিয়মমাত্র লক্ষ না করিয়া, সর্ব্ব জাতীয় সকল লোককে কেবল সামান্যরূপে প্রতিজ্ঞা করাণ উচিত কি না।

৪। সাক্ষিরদের প্রমাণ লইবার আগে তাহারদিগকে শপথ কি প্রতিজ্ঞা না করাইয়া ও তাহারদিগকে সতর্ক না করিয়া, কিম্বা তাহারদিগকে কেবল সতর্ক করিয়া, তাহারদের সাক্ষ্য লওয়া উচিত কি না।

এ ডবলিউ রসেল। রেজিষ্টর।

ফোর্ট উলিয়ম।
১৮৫৮ সাল ১০ ডিসেম্বর।

---

## সদর দেওয়ানী আদালতের সরকুলরঅর্ডর।

৩০ নম্বর

বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের দেওয়ানীর শ্রীযুত জজ সাহেব ও হাজারীবাগের শ্রীযুত ডেপুটী কমিস্যনর সাহেব বরাবরেষু।

বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের শ্রীযুত একটিং আক্কো

ter No. 975, dated the 28th August last, from the Officiating Accountant to the Government of Bengal, relative to the payment of the salaries of Ameens appointed under Act 12 of 1856, by the Zillah Judges.

(Signed) A. W. RUSSELL,
*Register.*

Fort William, the 14th December, 1858.

(COPY.)

CIRCULAR.

No. 975.

*To the Officer in charge of the Treasury at*

The Government having approved of a proposition submitted by the Judges of the Sudder Dewanny Adawlut, to the effect that the Zillah Judges should be empowered to pay the salaries of Ameens appointed under Act XII. of 1856, whether there be fees realized in their district or not, I have the honour to request, in continuation of my Circular No. 938, of the 4th December last, that you will enter in the Memorandum directed by the said Circular to be opened at foot of your Treasury account as a balance against the Fund, all sums paid to the Ameens by the Judge of your District, and not covered by fees realized for this purpose, deducting the payments from the collection of fees that may be subsequently made, and reducing the above balance to the extent of the realizations.

(Signed) E. F. HARRISON,
*Offg. Acctt. to the Govt. of Bengal.*

Fort William,
Office of Acctt., Govt. of Bengal,
The 28th August, 1858.

---

ORDERS BY THE SUDDER DEWANNY ADAWLUT.

APPOINTMENT.

*The 27th January*, 1859.

Moulvie Nuzahut Allee Khan, to officiate as Moonsiff of Sonamgunge, Zillah Sylhet, during the absence on leave of the incumbent.

LEAVE OF ABSENCE.

*The 1st February*, 1859.

Baboo Gopalchunder Ghose, Moonsiff of Mahomedpore, Zillah East Burdwan, for the 8th and 9th instant, on account of the Hindoo holiday, Bussunt Punchoomee.

A. W. RUSSELL, *Register.*

---

## বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর্ সাহেবের হুকুম।

৭৮৩ নম্বর।

ছুটী।

১৮৫৯ সাল ২৫ জানুআরি।

কৃষ্ণগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বি আর পেরি সাহেব (Mr. B. R. Perry,)

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৫৯। ৮ ফেব্রুআরি।]

ষ্টেণ্ট সাহেবের গত আগষ্ট মাসের ২৮ তারিখের ৯৭৫ নম্বরের পত্র সদর আদালতের সাহেবেরদের আজ্ঞামতে তোমার জানিবার জন্যে ও তোমার উপদেশের নিমিত্তে পাঠাইতেছি। ১৮৫৬ সালের ১২ আইনমতে যে আমীনেরা নিযুক্ত হন তাঁহারদের বেতন জিলার জজ সাহেবেরদের দিবার কথা ঐ পত্রেতে লেখা আছে।

এ ডবলিউ রসেল। রেজিষ্টর।

ফোর্ট উলিয়ম। ১৮৫৮ সাল ১৪ ডিসেম্বর।

(নকল।)

সরক্যুলর।

৯৭৫ নম্বর।

অমুক স্থানের খাজানাখানার কার্য্যের ভারপ্রাপ্ত শ্রীযুত কার্য্যকারক সাহেব বরাবরেষু।

সদর দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবেরা এই প্রস্তাব করিয়াছেন যে, ১৮৫৬ সালের ১২ আইনমতে নিযুক্ত আমীনেরদের এলাকার মধ্যে কোন রসুম আদায় হউক কি না হউক জিলার জজ সাহেবেরা তাঁহারদের বেতন দিবার ক্ষমতা পান, ও গবর্ণমেণ্ট সেই প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন। অতএব আমার গত ডিসেম্বর মাসের ৪ তারিখের ৯৩৮ নম্বরের সরক্যুলরের অতিরিক্ত তোমাকে এই আদেশ করিতেছি। সেই সরক্যুলরেতে তোমার খাজানাখানার হিসাবের নীচে যে স্মারক লিপি করিবার আদেশ হইয়াছিল সেই লিপিতে তোমার জিলার জজ সাহেব আমীনদিগকে যে সকল টাকা দেন তাহা ঐ আমীনেরদের নিমিত্তে উসুল-করা রসুমেতে না পোষাইলে ঐ ফণ্ডের বাকী পাওনা বলিয়া লেখ, পরে রসুমের যত টাকা উসুল হইয়া দাখিল করা যায় তাহা ঐ হিসাবেতে বাদ দিয়া তাহা বুঝিয়া বাকী কাট।

ই এফ হারিসন।

বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং আকৌণ্টেণ্ট।

ফোর্ট উলিয়ম।

বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের

আকৌণ্টেণ্ট সাহেবের দপ্তরখানা।

১৮৫৮ সাল ২৮ আগষ্ট।

JOHN ROBINSON, *Bengalee Translator.*

---

## সদর দেওয়ানী আদালতের হুকুম।

নিয়োগ।

১৮৫৯ সাল ২৭ জানুআরি।

জিলা জিলটের সুনামগঞ্জের মুনসেফ ছুটী লইয়াছেন তিনি যত কাল আপন কর্ম্মেতে ফিরিয়া না আইসেন তত কাল শ্রীযুত মৌলবী নজাহৎ আলী খাঁ ঐ স্থানের মুনসেফের কর্ম্ম করিবেন।

ছুটী।

১৮৫৯ সাল ১ ফেব্রুআরি।

জিলা পূর্ব্ব বর্দ্ধমানের মহম্মদপুরের মুনসেফ শ্রীযুত বাবু গোপালচন্দ্র ঘোষ বসন্ত পঞ্চমীর পরবের জন্যে বর্ত্তমান মাসের ৮ ও ৯ তারিখের ছুটী পাইয়াছেন।

এ ডবলিউ রসেল। রেজিষ্টর।

---

অচিহ্নিত কার্য্যকারকেরদের ছুটীর সংশোধিত বিধির ৭ ধারানুসারে তিন মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

১৮৫৯ সাল ২৩ জানুআরি।

বাণ্ডণ্ডীয় নিমক চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত ডবলিউ ডবলিউ সুইনডেন সাহেব (Mr. W. W. Swinden,) অচিহ্নিত কার্য্যকারকেরদের ছুটীর সংশোধিত বিধির ৮ ধারানুসারে এক সপ্তাহের ছুটী পাইয়াছেন।

এ আর ইয়ং।

বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

[Government Gazette, 8th February, 1859.]

## আফিমের ইশ্‌তেহার।

ইশতেহার দেওয়া যাইতেছে যে সন ১৮৫৯ সাল তারিখ ১০ ফেব্রুআরি বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্ণে দিবা এগার ঘণ্টার সময়ে মোকাম কলিকাতার এক্সচেঞ্জ ঘরে সন ১৮৫৭। ৫৮ সালের পয়দায়শী আফিমের দ্বিতীয় নীলাম হইবেক এবং ঐ নীলামে ২২৬০ সিন্দুক আফিম বিক্রয় হইবেক তাহার বিশেষ এই।

| | |
|---|---|
| বেহার এজেন্সীর উৎপন্ন আফিম | ১৯১৫ |
| বানারস এজেন্সী উৎপন্ন আফিম | ৩৪৫ |
| জুমলা সিন্দুক | ২২৬০ |

২ দফা। এইরূপে যে নীলামের ইশ্‌তেহার হইল তাহার সাধারণ নিয়ম অর্থাৎ শরত সকল ধারানুসারে সন ১৮৫৮ সালের ১ ডিসেম্বর তারিখের লিখিত ইশ্‌তেহারে সমুদয় বিবরণ প্রকাশ হইয়াছে এবং কলিকাতা ও এক্সচেঞ্জ গেজেট কাগজে ছাপা হইয়াছে তাহা দৃষ্টি করিলে অথবা রিবিনিউ বোর্ডের দফ্‌তরখানায় দরখাস্ত করিলে সবিশেষ জানিতে পারিবেন।

৩ দফা। ডিপাজিট অর্থাৎ আমানত পেশগীর টাকা দাখিলের শেষ তারিখ এবং ডিলিবরেন্স অর্থাৎ কিস্তের টাকা দিয়া আফিম খালাসের শেষ তারিখ সন ১৮৫৯ সালের ১৫ এবং ২৫ ফেব্রুআরি এই দুই দিবা ক্রমশঃ স্থির করা গেল অতএব নীলামি খরিদারগণ যে সকল প্রমিসরী নোট অর্থাৎ তমসুক লিখিয়া দিয়া থাকেন তাহার খালাস করণার্থে সব-ট্রেজরর সাহেবের দস্তখতী ট্রেজুরি রসিদ অথবা কোন রকম সরকারী খাতবরী দস্তাবেজাত যাহা আমানতের হিসাবে দাখিল হইয়া থাকে তাহা সন ১৮৫৯ সালের ১৫ ফেব্রুআরি মঙ্গলবার বেলা দুই প্রহর ৪ ঘণ্টার পর আর লওয়া যাইবেক না এবং ঐ আফিমের লাট খালাসি সরবে কিস্তের পূরা টাকার দরুন কোন ট্রেজুরি রসিদ সন ১৮৫৯ সালের ২৫ ফেব্রুআরি শুক্রবার বেলা দুই প্রহর ৪ ঘণ্টার পর আর লওয়া যাইবেক না।

৪ দফা। উপরের লিখিত নীলামের ইশ্‌তেহারের মেওদ র আফিম মেহেরায় ইমসন নীচের লিখিত মেকদার বেহার ও বানারসের আফিম কিঞ্চিৎ কমী বা বেশী হউক পশ্চাৎ লিখিত তারিখে অথবা তাহার কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ নীলামে ধরা যাইবেক আর যদি স্যাৎ কোন হেতুপ্রযুক্ত নীলামের তারিখ বদল করার আবশ্যক হয় তবে সাহেবান বোর্ডের এক্তিয়ার থাকিল যে আবশ্যকমতে তারিখ বদল করিবেন ইতি।

| | | | | | | | বেহারের সিন্দুক | বানারসের সিন্দুক | জুমলা সিন্দুক |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সন ১৮৫৯ সালের | ১০ মার্চ | বৃহস্পতিবার | অথবা | কিঞ্চিৎ | অগ্রপশ্চাৎ | | ১৯১৫ | ৩৪৫ | ২২৬০ |
| ঐ | ১৪ আপ্রেল | বৃহস্পতিবার | অথবা | কিঞ্চিৎ | অগ্রপশ্চাৎ | | ১৯১৫ | ৩৪৫ | ২২৬০ |
| ঐ | ৯ মে | সোমবার | অথবা | কিঞ্চিৎ | অগ্রপশ্চাৎ | | ১৯১৫ | ৩৪৫ | ২২৬০ |
| ঐ | ৯ জুন | বৃহস্পতিবার | অথবা | কিঞ্চিৎ | অগ্রপশ্চাৎ | | ১৯১৫ | ৩৪৫ | ২২৬০ |
| ঐ | ১১ জুলাই | সোমবার | অথবা | কিঞ্চিৎ | অগ্রপশ্চাৎ | | ১৯১৫ | ৩৪৫ | ২২৬০ |
| ঐ | ১০ আগষ্ট | বুধবার | অথবা | কিঞ্চিৎ | অগ্রপশ্চাৎ | | ১৯১৫ | ৩৪৫ | ২২৬০ |
| ঐ | ৯ সেপ্টেম্বর | শুক্রবার | অথবা | কিঞ্চিৎ | অগ্রপশ্চাৎ | | ১৯১৫ | ৩৪৫ | ২২৬০ |
| ঐ | ১০ অকটোবর | সোমবার | অথবা | কিঞ্চিৎ | অগ্রপশ্চাৎ | | ১৯১৫ | ৩৪৫ | ২২৬০ |
| ঐ | ৯ নবেম্বর | বুধবার | অথবা | কিঞ্চিৎ | অগ্রপশ্চাৎ | | ১৯১৫ | ৩৪৫ | ২২৬০ |
| ঐ | ৫ ডিসেম্বর | সোমবার | অথবা | কিঞ্চিৎ | অগ্রপশ্চাৎ | | ১৮৯৪ | ৩৭৯ | ২২৭৩ |
| | | | | | | | ১৯১২৯ | ৩৪৮৪ | ২২৬১৩ |

বিশেষীয় হুকুম সাহেবান আলিশান বোর্ড রিবিনিউ। ফোর্ট উলিয়ম সন ১৮৫৯ সাল তারিখ ২৬ জানুআরি।

ই লশিংটন। ছোট সেক্রেটারী।

SALT.

মামকাবারী হিসাব মৌজুদ নেমক যায় ৪ পরসেণ্ট গোলাশুক্তি বাবৎ লাগাদ ৩১ জানুআরি সন ১৮৫৯ সাল প্রত্যেক এজেন্সীর ও শালিখার গোলাজাতের।

| এজেন্সীর নাম। | সন ১২৬০ সাল মোতাবক ইংরাজী ১৮৫৩।৫৪ সাল এবং পূর্ব্ব সনহায়ের | সন ১২৬১ সাল মোতাবক ইং ১৮৫৪।৫৫ সাল | সন ১২৬২ সাল মোতাবক ইং ১৮৫৫।৫৬ সাল | সন ১২৬৩ সাল মোতাবক ইং ১৮৫৬।৫৭ সাল | সন ১২৬৪ সাল মোতাবক ইং ১৮৫৭।৫৮ সাল | সন ১২৬৫ সাল মোতাবক ইং ১৮৫৮।৫৯ সাল | মৌজুদ নেমকের একুন। |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| হিজলী। | | | | | | | |
| পাঙ্গা নেমক ঘাট রসুলপুর | | | | ১৯৩/ | ১,১৭৪/ | | ২,১৬৭/ |
| ঐ কৃষ্ণনগর। | | | ১,৪২৮ ।১॥ | ৫,০২৯/৩ | ১,২০,০২৩৸২ | | ১,২৬,৭৮১/৩॥ |
| ঐ রামনগর। | | | | ১,৭১,৫২৩৸০ | ১,৮২,৭০৬/৯ | | ৩,৫৫,২২৯৸৯ |
| ঐ উত্তর কালীনগর। | | | | | ১,৫৮২॥২ | | ১,৫৮২ ॥২ |
| ঐ পুরীঘাট। | | | | | ১,০২,৬৯১/ | | ১,২৬,৬৯১/ |
| একুন। | | | ১,৪২৮ ।১॥ | ১,৭৮,০৪৫৸৩ | ৪,০৮,১৭৭॥৩ | | ৫,৮৮,৪৫১ ॥৭৭ |
| তমলুক। | | | | | | | |
| পাঙ্গা নেমক ঘাট নারায়ণপুর। | | | | | ১,৭৮৬ ।৭৮/ | | ১,৭৮৬ ।৭৮/ |
| একুন। | | | | | ১,৭৮৬ ।৭৮/ | | ১,৭৮৬ ।৭৮/ |
| ২৪ পরগনা। | | | | | | | |
| পাঙ্গা নেমক ঘাট ধোলা। | | | | ৭৪৩৸২॥ | | | ৭৪৩৸২॥ |
| ঐ বাগুতি। | | | ১,৮৭৭/৯ | ৪১,৭৫৬/৮॥ | | | ৪৩,৫৩০ ।৭॥ |
| একুন। | | | ১,৮৭৭/৯ | ৪২,৫০০/১ | | | ৪৪,৩৭৭ ।০০ |

| | সন১২৬০সাল মোতাবক ইংরাজী ১৮৫৩।৫৪ সাল এবং পূর্ব্ব সনহায়ের | সন ১২৬১ সাল মোতাবক ইং ১৮৫৪। ৫৫ সাল | সন ১২৬২ সাল মোতাবক ইং ১৮৫৫। ৫৬ সাল | সন ১২৬৩ সাল মোতাবক ইং ১৮৫৬। ৫৭ সাল | সন ১২৬৪ সাল মোতাবক ইং ১৮৫৭। ৫৮ সাল | সন ১২৬৫ সাল মোতাবক ইং ১৮৫৮। ৫৯ সাল | মৌজুদ নেমকের একুন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **চট্টগ্রাম।** | | | | | | | |
| পাঙ্গা নেমক বাগখালী ঘাট। | • | • | • | ১,৯৮৮৸০ | ৬৪,০২১/৬॥ | • | ৬৬,০০৯৸৬॥ |
| পাঙ্গা নেমক সদর ঘাট এজেন্সী। | • | • | • | • | ১,৭২,৭১৫৸১।৵ | • | ১,৭২,৭১৫৸১।৵ |
| ঐ আরাকিন। | • | • | ⊙ | • | • | • | • |
| করকচ মান্দ্রাজ। | • | • | • | ৫৪,৯৮০।৫৵ | ২,৮০,০৪০৸০৸ | • | ৩৩৫,০২১/৬/ |
| একুন। | • | • | • | ৫৬,৯৬৯/৫৵ | ৫,১৬,৭৭৭॥৮॥৵ | • | ৫,৭৩,৭৪৬৸৪ |
| **শালিখা।** | | | | | | | |
| পাঙ্গা নেমক কটক। | • | • | ১,৫৮৮/ | ২৬,৩২৫/ | ১৯,৫২১/ | • | ৪৭,৪৩৪/ |
| ঐ বালেশ্বর। | • | • | • | ৪/ | ৪৯,২২৪/ | • | ৪৯,২২৮/ |
| ঐ খোরদা। | • | ৩৩।৯॥৵ | ১৬৬॥০৵ | • | • | • | ২০০/ |
| ঐ চিলকা। | • | ৭২/ | ২৭/ | • | ৩,৩২০/ | • | ৩,৪১৯/ |
| ঐ ২৪ পরগনা। | • | • | ৪,৩২০/ | ১৩,৬৩১/ | • | • | ১৭,৯৫১/ |
| ঐ ঐ নারায়ণপুর। | ২,০০,৬৯৭॥০ | • | • | • | • | • | ২,০০,৬৯৭॥০ |
| ঐ ঐ বাগুণ্ডী। | • | • | • | ১,০৪,৫২৪/ | • | • | ১,০৪,৫২৪/ |
| ঐ ঐ ধোমা। | • | • | ১,৫৬০/ | ৭১,০৫৮/ | • | • | ৭২,৬১৮/ |
| করকচ মান্দ্রাজ পরমিট। | • | ২,৫৯,২৩২৸০ | ৬,৯১,৮৮৬/ | • | • | • | ৯,৫১,১১৮৸০ |
| ঐ চিলকা। | ৪৭৬/ | ১,৮৬১/ | ৪১,৯২৯/ | ৩,৬০,৬৪৩॥০ | • | • | ৪,০৪,৯০৯॥০ |
| ঐ লিস্ক। | • | • | • | • | • | ৩৮৯/ | ৩৮৯/ |
| পাঙ্গা নেমক পুরী ঘাট। | • | ১০/ | • | • | ৬,৪৭৫/ | • | ৬,৪৮৫/ |
| ঐ রামনগর। | • | • | • | • | • | • | • |
| একুন। | ২,০১,১৭৩॥০ | ২,৬১,১৬৪/৯॥৵ | ৭,৪১,৫২১॥০৵ | ৫,৭৬,১৮২॥০ | ৭৮,৫৪০/ | ৩৮৯/ | ১৮,৫৮,২৭৩৸০ |
| **আরাকিন।** | | | | | | | |
| পাঙ্গা নেমক ঘাট হৈকফু। | • | • | • | • | ৯,৫৭৪/ | • | ৯,৫৭৪/ |
| একুন। | • | • | • | • | ৯,৫৭৪/ | • | ৯,৫৭৪/ |
| মোট একুন। | ২,০১,১৭৩॥০ | ২,৬১,১৬৪/৯॥৵ | ৭,৪৪,৮২৭/৸/ | ৮,৩৩,৭০০।৯।৵ | ১০,২৩,৬৫৫॥৯॥ | ৩৮৯/ | ৩০,৮৪,২০৯৸৯।৵ |

ই টি ট্রেবর। সেক্রেটারী।

[Government Gazette, 8th February, 1859.]

জিলা যশোহর।

সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে নীচের লিখিত মহালাত সন ১৮৪৫ সালের ১ আইনের বিধানমতে লাটবন্দী হইয়া বাকী দাখিলের শেষ দিবস বর্ত্তমান সন ১৮৫৯ সালের ১২ জানুআরি মোতাবেক বাঙ্গলা সন ১২৬৫ সালের ২৯ পৌষ অবধারিত হইয়াছিল তাহাতে বাকী দাখিল না হওয়াপ্রযুক্ত উক্ত আইনের ৬ ধারার বিধানক্রমে উক্ত সনের ১৬ ফেব্রুআরি বাঙ্গলা ৫ ফাল্গুণ রোজ বুধবার জেলা যশোহরের কালেক্টরী কাছারীতে শ্রীযুত কালেক্টর সাহেবের হুজুরে বিনা ওজরে নীলামে ধরা যাইবেক ইতি সন ১৮৫৯ সাল তারিখ ২৪ জানুআরি মোতাবেক বাঙ্গলা সন ১২৬৫ সাল তারিখ ১২ মাঘ।

প্রথম শ্রেণী ইস্তমুরারি জমা ধার্য্যহওয়া মহাল।

তৌজীর নম্বর।

৩৮ কিসমত বাগাট পরগনে হাবেলী তালুক ধর্ম্মনারায়ণ সেন ও ব্রহ্মময়ী দাস্যা ও তিলকচন্দ্র মজুমদার সদর জমা ২১৮/৬

২৯১ চক: পুটিমারি লক্ত পরগনে মলই মোতালক্কে সুন্দরবন আবাদকার সুধিধর রায় ও মদনচন্দ্র রায় ও অমৃতমনি দাস্যা সদর জমা ৯৯৬৷৴০

৩০৯ কিসমত সিদ্ধি পরগনে মাহামুদ শহীর তারা উজিয়াল তালুক বংশীবদন সরকার সদর জমা ৩৩৭৸৶

১৩৯৮ কিসমত আগলদিয়া পরগনে হাবেলী তালুক পঞ্চানন বিশ্বাস সদর জমা ১০।৩

১৫৪৪ কিসমত লাউড়ুবি পরগনে হাবেলী তালুক রামশরণ মিত্র সদর জমা ২৪।/৪

২২৯৮ কিসমত বেথুলিয়া পরগনে নশিবশহী তালুক গোলাম ছফদার মৌলবী দং গোলাম রাজা মুনশী ও গোলাম নজফ ও নুরনেছা সদর জমা ৬২৶৮

৩৪১৫ কিসমত সোনাইকুণ্ড পরগনে মাহামুদ শহী নীলাম খরিদা তালুক তিনকড়ি রায় সদর জমা ৪৪৴

দ্বিতীয় শ্রেণী ইস্তমুরারী জমা ধার্য্য না হওয়া মহাল।

৪২০১ ইজারা মহাল কিসমত সেনগাতি সরই নগর পরগনে মাহামুদ শহী ইজারা হরচন্দ্র সরকার মেয়াদ ইস্তক ১২৫৬ লাগাএত ১২৭৫ সাল সদর জমা ৩০।৬

প্রথম শ্রেণী ইস্তমুরারী জমা ধার্য্যহওয়া মহাল।

৪৫৭৮ চর হরিহর নদী লক্ত খোজালিপুর পরগনে সৈদপুর তালুক প্রসন্নময়ী দাস্যা সদর জমা ১২৻২।

৪৫৭৯ চর হরিহর নদী লক্ত সাদড়া পরগনে সৈদপুর তালুক প্রসন্নময়ী দাস্যা সদর জমা ১১৸১॥

J. P. Grant, *Assistant Collector in Charge.*

MISCELLANEOUS ADVERTISEMENT. | সাধারণ ব্যক্তিরদের ইশ্‌তিহার।

নিম্নাঙ্কিত পুস্তকাদি কলিকাতাস্থ আমড়াতলা পূর্ণচন্দ্র যন্ত্রে বিক্রেয় আছে মূল্য পাঠাইলে পাইবেন।

শব্দাম্বুধি ৩৮০০০ শং ২॥০
নূতনাভিধান ২০০০০ ঐ ১৲
অমরার্থ দীধিতি ১॥০
হরিভক্তি বিলাসসটীক ১০৲
সর্ব্বার্থ পূর্ণচন্দ্র ইহাতে অষ্টাদশ পুরাণের অনুবাদ গৌড়ীয় ভাষায় ১ অবধি ১২ সংখ্যাপর্য্যন্ত ৩৲
এবং প্রতিমাসে এক২ খণ্ড প্রকাশ হইতেছে ।০
১৩নাং ২৪ সংখ্যা অং ২৲
শ্রীমদ্ভাগবত গৌড়ীয় ভাষায় অনুবাদিত ১।২।৩।৪।৫।৬।৭।৮ স্কন্ধ ৪।০
যোগবাশিষ্ঠ ১নাং ২৬সর্গ ৪

অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারত, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা, ১ খণ্ড ৪
সপ্তকাণ্ড রামায়ণ প্রং ২
আরব্যোপাখ্যান, ১ নাং ৫, পঞ্চম খণ্ডে ... ... ৫
অপূর্ব্বোপাখ্যান, ২১ প্রং ২
বত্রিশ সিংহাসন, গদ্য ১
আদ্যকৃত ইংবাং ডিক্সনরি অর্থাৎ ইং শব্দের ইং ও বাং অর্থসম্বলিত ৭০০পৃষ্ঠা এ প্রকার ডিক্সনরি পূর্ব্বে কখন প্রকাশ হয় নাই ৫
শিবসংকীর্ত্তন ১
ইংরাজী শকুন্তলা ১
প্রবোধচন্দ্র নাটক ১

হিতোপদেশ ইং বাং সং ২
বেদান্তসার ১
কাজীর বিচার ॥০
অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর মানসিংহ চৌরপঞ্চাশৎ এক জেল্দ ১০ খণ্ড প্রতিমূর্ত্তি ১
রোবক ও হকিম মৌলবী আবদুল মজিদকৃত পারস্য ভাষার অভিধান ৪০
রিচার্ডসন কৃত ইং পারস্য এবং পারস্য ও ইং ডিক্সনরি ২ বালম ৫০
রোম দেশীয় ইতিহাস ৬৲
গ্রীক দেশীয় ঐ ঐ ৩৲
ইংলণ্ড দেশীয় ঐ ঐ ৩৲
ভারতবর্ষীয় ঐ ঐ ৩৲
ন্যায়দর্শন ২॥০

কেরি বাং ইংডিক্সনরি ৫০৲
জেকবের লা, ডিক্সনরী ১০৲
পূর্ণচন্দ্রোদয় এবং সংস্কৃত মূল পুরাণাদির ভাষাসহিত ২০০ পৃষ্ঠা মাসিক ২ বাং ৮৲
চিকিৎসাসার ১॥০
কোলব্রুকের অমরকোষ ৮৲
ঐ ব্যবস্থা ... ... ২৪৲
ঐ হিন্দুলা ... ... ২৪
ঐ মেকনাটন ২০৲
গবর্ণমেন্টআইন ইং ১৭৯৩ নাং ১৮৩৩.৯ বালাম ১০০৲
শব্দসাধন মুক্তাবলী ২৲
চমৎকার হিরাজাদ ... ১৲
আলালের ঘরের দুলাল ৸০
মাজিষ্ট্রেটীর উপদেশ ৬৲
নানাপ্রকার মুদ্রাঙ্কন লৌহ যন্ত্রের আমদানী হইয়াছে।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৫৯। ৮ ফেব্রুআরি।]

শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে শ্রীযুত জে সি মরে সাহেবকর্ত্তৃক মুদ্রিত হইল।

LIBRARY CALCUTTA

# গবর্ণমেণ্ট গেজেট

গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে প্রকাশিত।

CALCUTTA, TUESDAY, FEBRUARY 15, 1859.

কলিকাতা মঙ্গলবার ১৮৫৯ সাল ১৫ ফেব্রুআরি।

## DRAFT OF ACT.

### LEGISLATIVE COUNCIL OF INDIA.

THE 29TH JANUARY 1859.

The following Bill was read a second time in the Legislative Council on the 22nd January 1859, and was referred to a Select Committee who are to report thereon after the 2nd of May next:—

*A Bill for the prevention of Fraudulent Transfers of property and of Secret Trusts.*

[Preamble.]

For the prevention of fraudulent transfers of property and of secret trusts; it is enacted as follows:—

[Transfer of interest in immoveable property to be in writing signed and attested.]

I. No transfer of any interest whatever in any immoveable property shall be valid unless it be by instrument in writing signed by the party transferring or by his agent duly authorized in that behalf and attested by two or more witnesses.

[No agreement for the transfer of such interest to be enforced unless it is in writing.]

II. No agreement for the transfer of any such interest shall be enforced unless the same or some memorandum or note thereof shall be in writing and signed by the party to be charged therewith or by some person thereunto lawfully authorized.

## আইনের মুসাবিদা।

### ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কৌন্সেল।

ইঙ্গরেজী ১৮৫৯ সাল ২৯ জানুআরি।

আইনের এই মুসাবিদা ইঙ্গরেজী ১৮৫৯ সালের ২২ জানুআরি তারিখে ব্যবস্থাপক কৌন্সেলে দ্বিতীয়বার পাঠ করা গিয়াছিল ও বিশেষ কমিটির প্রতি অর্পিত হইয়াছে। আগামি মে মাসের ২ তারিখের পর তাঁহারা সেই বিষয়ের রিপোর্ট করিবেন।

প্রতারণা করিয়া সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার ও গোপনে পরের জিম্মায় রাখিবার কার্য্য নিবারণের আইনের মুসাবিদা।

[হেতুবাদ।]

সম্পত্তি প্রতারণা করিয়া হস্তান্তর করিবার কার্য্য ও গোপনে পরের জিম্মায় রাখিবার কার্য্য নিবারণ করিবার জন্যে এই২ বিধি করা গেল।

[স্থাবর সম্পত্তিতে যে সম্পর্ক থাকে তাহার হস্তান্তর করণ দস্তখৎকরা লিপির দ্বারা হইবার কথা।]

১ ধারা। কোন স্থাবর সম্পত্তিতে যে কিছু সম্পর্ক থাকে তাহার হস্তান্তর করণ যদি হাতের লেখা লিপির দ্বারা না হয়, ও যে জন হস্তান্তর করে তাহার, কিম্বা সেই কর্ম্মের নিমিত্তে উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত তাহার মোক্তারের, ও দুই কি অধিক জন সাক্ষির দস্তখৎ সেই লিপিতে না থাকে তবে ঐ হস্তান্তর করণ সিদ্ধ হইবেক না ইতি।

[সেই প্রকারের সম্পর্ক হস্তান্তর করিবার কোন করার লিপির দ্বারা না হইলে বলবৎ না হইবার কথা।]

২ ধারা। সেই প্রকারের কোন সম্পর্ক হস্তান্তর করিবার কোন একরারনামা, কিম্বা তাহার কোন প্রসঙ্গ কি উল্লেখ যদি লিপির দ্বারা না হইয়া থাকে, ও যাহার হস্তে ঐ সম্পত্তি থাকিবে তাহার, কি সেই কর্ম্মের নিমিত্তে ন্যায্যমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য লোকের দস্তখৎ যদি তাহাতে না থাকে, তবে সেই একরারনামা প্রবল করা যাইবেক না ইতি।

If the written instrument of transfer declares no trust of the property—transferee may hold the property for his own benefit free from all trust, as against the party transferring, and as against every person claiming that the purchase was really for his use and benefit. Saving of rights of creditors, and of other persons.]

[ঐ হস্তান্তর করণপত্রেতে যদি সম্পত্তি জিম্মায় থাকিবার কোন কথা ব্যক্ত না হয় তবে ঐ হস্তান্তর করণিয়ার প্রতিকুলে, ও বস্তুতঃ আমারি ব্যবহারের ও লাভের নিমিত্তে খরীদ হইল বলিয়া যে কেহ দাওয়া করে তাহার প্রতিকুলে, ঐ হস্তান্তরকরা সম্পত্তিগ্রাহক জিম্মার ভারহইতে মুক্ত হইয়া আপন লাভের নিমিত্তে ভোগদখল করিবার কথা ও মহাজনেরদের ও অন্য ব্যক্তিরদের স্বত্ব রক্ষার কথা।]

III. Whenever any interest in immoveable property is transferred to any person by any written instrument and no declaration of trust in relation thereto shall be expressed in the body of the same instrument or in some memorandum endorsed or written thereon at the time of the execution thereof, such person and every other person claiming under him shall be entitled to hold and absolutely dispose of such interest for his own use and benefit free from all trust —— as against the party transferring the same —— and against every person (capable of entering into a lawful contract) who shall claim that the property though transferred to the name of another was by agreement purchased in reality for his use and benefit—— and as against every person claiming under such party or person: saving nevertheless to every person who shall prove that he was at the time of the transfer and continues to be a *bond fide* creditor of the transferor or of any person for whose use and benefit the transfer was really intended, every such right and remedy whether by suit or otherwise as he would have had if this Act had not been passed: and saving also all such right, title, and interest in the property transferred of any other person other than the transferor or person for whose use and benefit the transfer was really intended or persons claiming under them as he would have had if this Act had not been passed.

৩ ধারা। স্থাবর সম্পত্তিতে কোন সম্পর্ক কোন লিপির দ্বারা হস্তান্তর করিয়া কোন লোককে দেওয়া গেলে যদি সেই লিপির মূল পাঠে কিম্বা তাহা দস্তখৎ করিবার কালে তাহার পিঠে কি অন্য স্থানে লেখা কোন প্রসঙ্গেতে জিম্মার কোন কথা ব্যক্ত না হয়, তবে ঐ লোক ও তাহার অধীনে দাওয়াদার অন্য প্রত্যেক ব্যক্তি আপন কার্য্যের নিমিত্তে ও আপনার বলিয়া ঐ সম্পর্ক ধারণ করিতে ও সিদ্ধরূপে বিক্রয়াদি করিতে পারিবেক। অর্থাৎ যে জন হস্তান্তর করিল তাহার প্রতিকুলে—ও ন্যায্যমতে করার করিবার ক্ষমতাপন্ন যে কোন লোক, ঐ সম্পত্তি অন্যের নামে হস্তান্তর করা গেলেও বস্তুতঃ আমার নিজ কার্য্যের ও লভ্যের নিমিত্তে একরারমতে খরীদ হইয়াছিল বলিয়া দাওয়া করে তাহার প্রতিকুলে—ও তদ্রূপ কোন পক্ষের কি ব্যক্তির অধীনে যে কেহ দাওয়া করে তাহার প্রতিকুলে, ঐ হস্তান্তরকরা সম্পত্তিগ্রাহক তাহা ধারণ করিতে ও বিক্রয়াদি করিতে পারিবেক। পরন্তু যদি কোন লোক এই কথার প্রমাণ করিতে পারে যে, হস্তান্তরকরণিয়া কিম্বা নিতান্ত যাহার কার্য্যের ও লভ্যের অভিপ্রায়ে ঐ হস্তান্তর করণ হইয়াছে এমত কোন লোক ঐ সম্পত্তি হস্তান্তর করণ সময়ে আমার নিকটে দেনদার ছিল ও প্রকৃতপ্রস্তাবে এখনও আছে, তবে এই আইন জারী না হইলে সেই লোকের মোকদ্দমা করণদ্বারা কি প্রকারান্তরে যে সকল স্বত্ব ও উপায় থাকিত তাহার সেই স্বত্ব ও উপায় থাকিবেক। ও সেই হস্তান্তরকরণিয়া ছাড়া কি নিতান্ত যে লোকের ব্যবহারের ও লাভের অভিপ্রায়ে ঐ হস্তান্তর করা গেল সেই লোক কি তাহার অধীন দাওয়াদার কোন লোক ছাড়া, ঐ হস্তান্তরকরা সম্পত্তিতে অন্য যে কোন লোকের স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক এই আইন জারী না হইলে থাকিত তাহার সেই স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক থাকিবেক ইতি।

[Person wilfully allowing himself to be named as transferee in the written instrument to be liable to fine if the transfer is really intended for the benefit of another.]

[নিতান্ত যাহার অভিপ্রায়ে হস্তান্তর করা যায় সেই লোকছাড়া অন্য কোন লোক ঐ সম্পত্তিগ্রাহক বলিয়া আপনার নাম জানিয়াশুনিয়া লিপিতে লিখিতে দিলে তাহার জরীমানা হইবার কথা।]

IV. Whoever not being the party for whose use and benefit any such transfer is really intended, wilfully and knowingly allows himself to be named therein as transferee without any declaration therein of the trust on which he is to hold, shall be liable to a fine which may amount to one-half more than the value of the interest transferred.

৪ ধারা। নিতান্ত যাহার ব্যবহারের ও লাভের অভিপ্রায়ে ঐ হস্তান্তর করা হয় সেই লোকছাড়া অন্য কোন লোক যদি ঐ সম্পত্তিগ্রাহক বলিয়া আপনার নাম ইচ্ছাপূর্ব্বক ও জানিয়াশুনিয়া ঐ লিপিতে লিখিতে দেয় ও যে নিয়মে ঐ সম্পত্তি তাহার জিম্মায় থাকে ইহার কোন বয়ান যদি লিপিতে না থাকে, তবে যে সম্পত্তি হস্তান্তর করা যায় তাহার মূল্যের দেড়াপর্য্যন্ত ঐ লোকের জরীমানা হইতে পারিবেক ইতি।

[Penalty for fraudulently attesting &c. any written transfer which contains certain false statements.]

[যে হস্তান্তর করণপত্রে কোন মিথ্যা বয়ান থাকে তাহাতে প্রতারণা করিয়া দস্তখৎ করিবার দণ্ড।]

V. Whoever fraudulently executes, attests, or

৫ ধারা। কোন হস্তান্তর করণপত্রেতে যে মূল্য লিখিয়া

becomes a party to, or fraudulently instigates or assists another to execute, attest, or become a party to any such transfer which contains any false statements relating to the consideration thereof or relating to the person for whose benefit it is really intended to operate or which does not correctly name such person, shall be punished with imprisonment with or without hard labor for a term which may extend to two years, and shall also be liable to a fine.

[Testamentary disposition of property of any description to be in writing signed and attested. Proviso.]

VI. No testamentary disposition of any description of property shall be valid unless it shall be in writing and signed by the testator or by some other person in his presence and by his direction, nor unless such signature shall be made or acknowledged by the testator as the signature to such testamentary disposition in the presence of at least two witnesses who shall subscribe the same in the presence of the testator. But no particular form of attestation shall be necessary. Provided that nothing herein contained shall extend to the wills of persons whose personal property cannot by the law of England pass to their representatives without probate or letters of administration obtained in one of Her Majesty's Supreme Courts of Judicature.

[Revocation of testamentary disposition.]

VII. No testamentary disposition so made or any part thereof shall be revoked otherwise than by a subsequent testamentary disposition executed in manner hereinbefore required, or by some writing declaring an intention to revoke the same and executed in the manner in which a testamentary disposition is hereinbefore required to be executed, or by the burning, tearing, or otherwise destroying the same by the testator or by some person in his presence and by his direction with the intention of revoking the same.

[Alterations of testamentary dispositions.]

VIII. No obliteration, interlineation, or other alteration made in any testamentary disposition after the execution thereof shall be valid or have any effect except so far as the words thereof before such alteration shall not be apparent; unless such alteration shall be executed in like manner as hereinbefore is required for the execution of the testamentary disposition; but the testamentary disposition with such alteration as part there-

সম্পত্তি হস্তান্তর করা গেল তাহার বিষয়ে, কিম্বা নিশ্চিত যাহার লাভের অভিপ্রায়ে সেই হস্তান্তর কার্য্য হয় তাহার বিষয়ে কোন অসত্য বয়ান থাকিলে, কিম্বা তাহার যথার্থ নাম লেখা না থাকিলে, যে কেহ প্রতারণা করিয়া সেই হস্তান্তর করণপত্রে স্বাক্ষর করে কি সাক্ষী হইয়া দস্তখৎ করে কিম্বা তাহাতে লিপ্ত থাকে, কিম্বা অন্য লোককে তাহাতে দস্তখৎ করিতে কি সাক্ষিস্বরূপে স্বাক্ষর করিতে কি লিপ্ত হইতে প্রবৃত্তি দেয় কি সাহায্য করে, সেই জন কঠিন পরিশ্রমসহিত কি তাহা বিনা দুই বৎসরপর্য্যন্ত কয়েদ হইতে পারিবেক, ও তাহার জরীমানাও হইতে পারিবেক ইতি।

[মরণের পরে কোন প্রকারের সম্পত্তি লইয়া যাহা করিতে হইবেক তাহার নিয়ম দস্তখৎকরা লিপির দ্বারা হইবার কথা ও বর্জ্জিত কথা।]

৬ ধারা। কোন লোকের মরণের পরে তাহার কোন প্রকারের সম্পত্তি লইয়া যাহা করিতে হইবেক তাহার নিয়ম হাতের লেখা লিপির দ্বারা না হইলে ও সেই লিপিতে ঐ নিয়মকারক দস্তখৎ না করিলে কিম্বা তাহার সাক্ষাতে ও তাহার আদেশমতে অন্য কোন লোক দস্তখৎ না করিলে, ও সেই দস্তখৎ অতিরিক্ত দুই জন সাক্ষির গোচরে না হইলে কিম্বা তাহারদের গোচরে ঐ নিয়মকারক সেই দস্তখৎ আপন মরণোত্তরে ঐ সম্পত্তির নিয়মপত্রের দস্তখৎ বলিয়া স্বীকার না করিলে ঐ নিয়ম সিদ্ধ হইবেক, না। সেই নিয়মকারকের সাক্ষাতে সেই সাক্ষিরদেরও ঐ নিয়মপত্রে দস্তখৎ করিতে হইবেক। কিন্তু সাক্ষিরদের দস্তখৎ করিবার কোন নির্দ্ধারিত পাঠের আবশ্যক নাই। পরন্তু ইঙ্গলণ্ডের আইনমতে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কোন এক সুপ্রিম কোর্টহইতে প্রাপ্ত প্রোবেট কি লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রেশন না হইলে যে লোকেরদের অস্থাবর সম্পত্তি তাহারদের স্থলাভিষিক্ত লোকেরদের হস্তগত হইতে পারে না, সেই লোকেরদের উইলের উপর এই আইনের কোন কথা খাটিবেক না ইতি।

[মরণের পরে সম্পত্তি লইয়া যাহা করিতে হইবেক তাহার নিয়মপত্র অন্যথা করিবার কথা।]

৭ ধারা। মরণের পরে সম্পত্তি লইয়া যাহা করিতে হইবেক তাহার যে নিয়মপত্র উক্ত প্রকারে করা যায়, তাহা কি তাহার কোন অংশ এইং প্রকারে অন্যথা করা যাইতে পারিবেক, অর্থাৎ, ঐ সম্পত্তির ইহার পূর্ব্বের বিধিমতে দস্তখৎকরা অন্য নিয়মপত্র করা গেলে, অথবা ঐ নিয়মপত্র অন্যথা করিবার অভিপ্রায়সূচক কোন লিপি করিয়া তদ্রূপ নিয়মপত্রে দস্তখৎ করিবার যে বিধি এই আইনে হইয়াছে সেই বিধিমতে ঐ লিপিতে দস্তখৎ করা গেলে, অথবা সেই নিয়মপত্র অন্যথা করিবার অভিপ্রায়ে ঐ নিয়মকারক, কিম্বা তাহার গোচরে ও তাহার আদেশমতে অন্য লোক তাহা পোড়াইলে, কি ছিঁড়িয়া ফেলিলে, কি অন্য প্রকারে নষ্ট করিলে, ঐ নিয়ম অন্যথা হইতে পারিবেক, নতুবা নয়।

[মরণের পরে সম্পত্তি লইয়া যাহা করিতে হইবেক তাহার নিয়মপত্রের কোন কথা পরিবর্ত্তনের কথা।]

৮ ধারা। মরণোত্তরে সম্পত্তি লইয়া যাহা করিতে হইবেক তাহার কোন নিয়মপত্রে দস্তখৎ হইলে পর, যদি তাহার কোন কথা উঠাইয়া দেওয়া যায়, কিম্বা দুই পাঁইতের মধ্যে যদি কোন নূতন কথা লেখা যায়, কি তাহার অন্যরূপে পরিবর্ত্তন হয়, তবে সেইরূপ পরিবর্ত্তন করিবার আগে যে কথা ছিল তাহা পড়া যাইতে পারিলে ঐ পরিবর্ত্তন সিদ্ধ হইবেক না, ও বলবৎ হইবেক না। পরন্তু সম্পত্তির ঐ নিয়মপত্রে দস্তখৎ করিবার যে বিধি ইহার পূর্ব্বে করা গিয়াছে সেই বিধিমতে যদি ঐ পরি-

of shall be deemed to be duly executed if the signature of the testator and the subscription of the witnesses be made in the margin or some other part of the testamentary disposition opposite or near to such alteration, or at the foot or end of or opposite or near to such alteration, or at the foot or end of or opposite to a memorandum referring to such alteration and written at the end or some other part of the testamentary disposition.

[Authority to adopt to be conferred by writing signed and attested.]

IX. No authority to adopt a son shall be valid so as to confer any rights of succession or inheritance unless it be by instrument in writing signed by the person authorizing the adoption or by some other person in his presence and by his direction, nor unless such signature shall be attested by at least two witnesses.

[Contract for the sale of moveable property of the value of 100 Rupees or upwards.]

X. No contract for the sale of any moveable property for the price of one hundred Rupees or upwards shall be allowed to be good, except the buyer shall accept part of the goods so sold and actually receive the same or give something in earnest to bind the bargain or in part payment, or that some note or memorandum in writing of the said bargain be made and signed by the parties to be charged by such contract or their agents thereunto lawfully authorized.

[Act not to extend to transfers, &c. made before the Act shall come into operation.]

XI. This Act shall not extend to any transfers, agreements, testamentary dispositions, contracts, or authorities to adopt, made or given before this Act shall come into operation.

[Interpretation.]

XII. In the construction of this Act, unless the contrary appear from the context, words importing the singular number shall include the plural number, and words importing the plural number shall include the singular number; words importing the masculine gender shall include females.

[Commencement of Act.]

XIII. This Act shall come into operation on the day of 185 .

W. MORGAN,
*Clerk of the Council.*

বর্ত্তনকরা কথাতে দস্তখৎ হয় তবে সিদ্ধ হইবেক। কিন্তু ঐ পরিবর্ত্তনকরা কথার পার্শ্বে কি নিকটে, ঐ নিয়মপত্রের হাঁশিয়াতে কি অন্য কোন স্থানে কিম্বা ঐ পরিবর্ত্তনকরা কথার তলে কি অন্তভাগে কি পার্শ্বে কি নিকটে যদি ঐ নিয়মকারকের দস্তখৎ ও তাহার নীচে ঐ সাক্ষিরদের দস্তখৎ থাকে, কিম্বা ঐ পরিবর্ত্তনকরা কথার উল্লেখ করিয়া কোন প্রসঙ্গ ঐ নিয়মপত্রের শেষ ভাগে কি অন্য কোন স্থানে লেখা হইয়া যদি তাহার তলে কি অন্তভাগে কি পার্শ্বে ঐ নিয়মকারকের দস্তখৎ ও তাহার নীচে ঐ সাক্ষিরদের দস্তখৎ থাকে তবে ঐ নিয়মপত্রের অংশ বলিয়া ঐ পরিবর্ত্তনকরা কথাসমেত ঐ নিয়মপত্রে উপযুক্তমতে দস্তখৎ হইয়াছে এমত জ্ঞান হইবেক ইতি।

[পোষ্যপুত্র করিবার ক্ষমতা দস্তখৎকরা লিপির দ্বারা হইবার কথা।]

৯ ধারা। পোষ্যপুত্র করিবার ক্ষমতা যদি ঐ ক্ষমতাদায়ক ব্যক্তির স্বাক্ষরকরা কিম্বা তাহার গোচরে ও তাহার আদেশমতে অন্য কোন লোকের স্বাক্ষরকরা লিপিক্রমে না হয় ও সেই স্বাক্ষরের প্রমাণে অতিকম দুই জন সাক্ষির দস্তখৎ না থাকে, তবে উত্তরাধিকারিত্বের কিম্বা অধিকারিত্বের স্বত্বদানসম্পর্কে সেই ক্ষমতা সিদ্ধ হইবেক না ইতি।

[১০০১ টাকার কি তাহার অধিক মুল্যের অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের চুক্তিপত্রের কথা।]

১০ ধারা। এক শত টাকা কি তাহার অধিক মুল্যেতে কোন অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিবার কোন চুক্তি হইলে, যদি খরীদার ঐ চুক্তি পাকা হইবার বায়নাস্বরূপে ঐ বিক্রয়করা দ্রব্যের কোন ভাগ না লয় ও নিতান্ত গ্রহণ না করে কি কছু না দেয়, কিম্বা মুল্যের এক অংশ বলিয়া কিছু না দেয়, কিম্বা ঐ চুক্তির কোন চিরকুট কি স্মারক লিপি যদি না করা যায় ও সেই চুক্তিতে যাহারা বদ্ধ হয় তাহারদের উভয় পক্ষ কিম্বা সেই কর্ম্মের নিমিত্তে ন্যায্যমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত তাহারদের মোখ্তারেরা যদি তাহাতে দস্তখৎ না করে, তবে সেই চুক্তি মাতবর জ্ঞান হইবেক না ইতি।

[এই আইন জারী হইবার পূর্ব্বে যে হস্তান্তরকরণ প্রভৃতি কার্য্য হইয়াছে তদ্বিষয়ে এই আইন না খাটিবার কথা।]

১১ ধারা। এই আইন জারী হইবার আগে যে কোন হস্তান্তর করণ কার্য্য কি একরার কিম্বা মরণোত্তর সম্পত্তির নিয়ম কিম্বা চুক্তি কিম্বা পোষ্যপুত্র করিবার ক্ষমতাপত্র করা গিয়াছে কি দেওয়া গিয়াছে তদ্বিষয়ে এই আইনের কোন কথা খাটিবেক না ইতি।

[অর্থ করিবার ধারা।]

১২ ধারা। এই আইনের অর্থ করণেতে এক বচনের শব্দেতে বহুবচনের শব্দও বুঝাইবেক, ও বহুবচনের শব্দেতে এক বচনের শব্দও বুঝাইবেক, ও পুংলিঙ্গবোধক শব্দেতে স্ত্রীদিগকেও বুঝাইবেক। কিন্তু যদি কোন পদের পূর্ব্বাপর কথাতে ঐ অর্থ বিপরীত হয় তবে বুঝাইবেক না ইতি।

[এই আইন আমলে আসিবার কথা।]

১৩ ধারা। এই আইন অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ অবধি আমলে আসিবেক ইতি।

ডবলিউ মর্গান।
কৌন্সেলের ক্লার্ক।

JOHN ROBINSON, *Bengalee Translator.*

## CIRCULAR ORDERS OF THE BOARD OF REVENUE.

### No. 1.

*To all Officers under the Board.*

MEMO.

It is requested that Rule XXXI. of the Rules of Practice, may be scored through, that Rule being superseded by the Uncovenanted Service Leave of Absence Rules of the 22nd February 1856. Rules XXXII. and XXXIII. will become XXXI. and XXXII. respectively.

(Signed) E. T. TREVOR,
*Secretary.*

Board of Revenue, Lower Provinces,
Fort William,
The 18th January, 1859.

### No. 2.

*From the Secretary to the Board of Revenue, Lower Provinces, to the Commissioner of Revenue for the Division of*

*Dated Fort William, the 18th January* 1859.

Referring to para. 71 of the Directions appended to the Periodical Return Series, I am directed by the Board of Revenue to forward for the information and guidance of Revenue Officers generally, the Extract transcribed on the margin* from a letter of the Supreme Government dated the 7th Instant, No. 52.

2nd. It is not sufficient for controlling Officers to state, as they often do, that their predecessors left no memorandum regarding the conduct and qualifications of their subordinates, but it is the duty of Heads of offices to see that such a memorandum is recorded before the departure of their predecessors, and to call for it should none have been recorded.

(Signed) E. T. TREVOR,
*Secretary.*

* "The President in Council desires me to observe that it is incumbent on every controlling Officer vacating his office during the year to record a Memorandum of his opinion of the official character and deserts of his subordinates up to the period of his quitting office, and his successor, in preparing the annual report, should state whether, as far as he has had an opportunity of judging, he agrees with the opinion of his predecessor or not."

[*Government Gazette, 15th February*, 1859.]

## বোর্ড রেবিনিউর সরক্যুলর অর্ডর।

### ১ নম্বর।

বোর্ডের অধীন সকল কার্য্যকারক প্রতি আগে। স্মারক লিপি।

কার্য্য করিবার বিধির ৩১ দফা অচিহ্নিত কার্য্যকারকেরদের ছুটীর ১৮৫৬ সালের ২২ ফেব্রুআরি তারিখের বিধিক্রমে বাতিল হইয়াছে। অতএব ঐ দফা উঠাইয়া দিতে হইবেক, ও ৩২ ও ৩৩ দফা ৩১ ও ৩২ দফা বলিয়া পড়িতে হইবেক।

ই টি ট্রবর। সেক্রেটারী।

বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের বোর্ড রেবিনিউ।
ফোর্ট উলিয়ম। ১৮৫৯ সাল ১৮ জানুআরি।

### ২ নম্বর।

অমুক এলাকার রাজস্বের শ্রীযুত কমিস্যনর সাহেবের নামে বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের বোর্ড রেবিনিউর শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেবের পত্র। ফোর্ট উলিয়ম ১৮৫৯ সাল ১৮ জানুআরি।

নিরূপিত সময়ের রিটর্ণের বিধিশ্রেণীর শেষে যে উপদেশ কথা আছে, তাহার ৭১ দফার উপলক্ষে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরদের আদেশমতে রাজস্বের সকল কার্য্যকারকের জানিবার জন্যে ও তাঁহারদের উপদেশের নিমিত্তে, সুপ্রিম গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান মাসের ৭ তারিখের ৫২ নম্বরের পত্রহইতে গৃহীত নীচের লিখিত কথা * পাঠাইতেছি।

২। সিরিশ্তার প্রধান কার্য্যকারকেরা অনেকবার কহেন যে আমার পূর্ব্বে যে সাহেব এই কর্ম্মে ছিলেন তিনি অধীন কার্য্যকারকেরদের আচারব্যবহারের ও ক্ষমতার কোন কথা না লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে খাতিরজমা হয় না। দফ্তরখানার প্রধান কার্য্যকারক কোন সাহেব ঐ সিরিশ্তা ছাড়িয়া যাইবার আগে অধীন কার্য্যকারকেরদের রীতিচরিত্রের কথা লিখিয়া যান ইহার তত্ত্ব, তাঁহার পর যিনি পদস্থ হন তাঁহার লইতে হইবেক, ও সেইরূপ কথা লেখা না গেলে তাহা তাঁহার স্থানে তলব করিতে হইবেক।

ই টি ট্রবর। সেক্রেটারী।

JOHN ROBINSON, *Bengalee Translator.*

* কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব আমাকে এই কথা লিখিতে আদেশ করিয়াছেন। কোন সিরিশ্তার প্রধান কোন কার্য্যকারক বৎসরের কোন কালে স্থানান্তরে গেলে তাঁহার সেই সিরিশ্তা ছাড়িবার কালপর্য্যন্ত তাঁহার অধীন সকল আমলা যে প্রকারে আপনং কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়াছে ও যে, জন যাহার যে গা হয় এই২ বিষয়ে আপনার মত লিখিয়া যাইতে হইবেক। ও তাঁহার পর যিনি ঐ সিরিশ্তার প্রধান কার্য্যকারক হন তিনি যখন বার্ষিক রিপোর্ট লিখিবেন, তখন আমলারদের কর্ম্ম দেখিয়া যাহা বুঝিয়াছেন তদনুসারে আপনার পূর্ব্বের ঐ কার্য্যকারকের মতের সঙ্গে তাঁহার মত মিলে কি না, ইহা লিখিয়া জানাইবেন।

## CIRCULAR ORDERS OF THE SUDDER DEWANNY ADAWLUT.

*Rules for giving better effect to the Notification* of 9th July 1855, regarding the employment of educated persons, as sanctioned by Government Orders No. 1456, dated 3rd September 1858.*

1. In future the Tabular Return prescribed by the Government Circular to Commissioners, No. 466, dated 22nd April 1856, will include only appointments of which the salary is more than Rupees (6) six a month. And the return prescribed by Section 7, of Circular 357, dated 27th March, 1856, will refer only to appointments of Rupees (6) six and under.

2. In place of Column 4† of the Return first referred to above, the following two Columns are to be in future substituted.

| *Column 4.* | *Column 5.* |
|---|---|
| Extent of acquirements in Reading, Writing, Arithmetic, &c., with any evidence as to attendance or progress at School. | When, how and by whom the foregoing acquirements were tested or certified. |

3. In every case in which there is the smallest

**Government Notification dated the 9th July* 1855.

From and after the 1st of January 1857, no person shall be appointed by the head of any Office or Department to any situation in the Public Service, in any Mofussil Regulation District, the monthly salary of which is more than six rupees, unless he can read and write his own Vernacular language. It shall, however, rest with the Government, or with any authority duly empowered by Government, to suspend the operation of the Rule in any case in which special circumstances may render it advisable to do so.

The several Mofussil Officers are at the same time directed to give a preference to persons who can read and write over those who cannot, for all Offices, however small the salary, unless where obvious reasons exist for overlooking such qualifications.

* * * *

Copies of all Nomination Rolls shall in future be forwarded quarterly to the Director of Public Instruction.

(Signed) W. Grey,
*Secretary to Govt. of Bengal.*

† Viz. that headed "extent of scholastic acquirements," &c.

## সদর দেওয়ানী আদালতের সরক্যুলর অর্ডর।

যে লোকেরা বিদ্যাভ্যাস করিয়াছে তাহারদিগকে নানা কর্ম্মে নিযুক্ত করিবার বিষয়ে, ১৮৫৫ সালের ২ জুলাই তারিখের যে বিজ্ঞাপন* গবর্ণমেণ্টের ১৮৫৮ সালের ৩ সেপ্টেম্বর তারিখের ১৪৫৬ নম্বরের হুকুমমতে মঞ্জুর হয়, সেই বিজ্ঞাপন উত্তমরূপে সফল করিবার বিধি।

১। কমিস্যনর সাহেবেরদের নামে গবর্ণমেণ্টের ১৮৫৬ সালের ২২ আপ্রিল তারিখের ৪৬৬ নম্বরের সরক্যুলরেতে টেবিলের যে রিটর্ণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাতে ইহার পরে কেবল ছয় টাকার অধিক মাহিয়ানার কর্ম্মে লোকেরদের নিযুক্ত হইবার কথা লিখিতে হইবেক। ও ১৮৫৬ সালের ২৭ মার্চ তারিখের ৩৫৭ নম্বরের সরক্যুলরের ৭ দফাতে যে রিটর্ণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাতে কেবল ছয় টাকার ও তাহার কম বেতনের পদের কথা লিখিতে হইবেক।

২। প্রথমে যে রিটর্ণের উল্লেখ হইয়াছে তাহার ৪ নম্বরের ঘরের কথা† উঠাইয়া, ইহার পরে এই দুই ঘর দিতে হইবেক।

| ৪ ঘর। | ৫ ঘর। |
|---|---|
| লেখাপড়া ও অঙ্কবিদ্যাপ্রভৃতি যেপর্য্যন্ত শিক্ষা হইয়াছে ও বিদ্যালয়ে হাজির হইবার কি বিদ্যা শিক্ষার উন্নতির যে কোন প্রমাণ থাকে তাহার কথা। | যে সময়ে ও যেপ্রকারে ও যাহার দ্বারা তাহার ঐ বিদ্যাপ্রাপ্তির পরীক্ষা হয় কি প্রমাণপত্র দেওয়া যায়। |

৩। যে লোক কর্ম্ম পাইতে চাহে সে বিদ্যার আদি

* গবর্ণমেণ্টের ১৮৫৫ সালের ২ জুলাই তারিখের বিজ্ঞাপন।

১৮৫৭ সালের ১ জানুআরি তারিখঅবধি ও তাহার পরে, কোন ব্যক্তি স্বদেশীয় ভাষা লিখিতে ও পড়িতে না পারিলে, কোন দফ্তরখানার কি নিরিশ্তার প্রধান কার্য্যকারক তাহাকে মফঃসলের আইনের অধীন কোন জিলাতে সরকারী কর্ম্মের ছয় টাকার অধিক বেতনের কোন পদে নিযুক্ত করিবেন না। কিন্তু যদি কোন স্থলে বিশেষ২ বৃত্তান্ত বুঝিয়া এ বিধি স্থগিত করা উপযুক্ত হয়, তবে গবর্ণমেণ্ট, কিম্বা গবর্ণমেণ্টহইতে উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কার্য্যকারক সাহেব, সেই স্থলে এ বিধি স্থগিত করিতে পারিবেন।

আরো মফঃসলের নানা কার্য্যকারকদিগকে এই আদেশ হইতেছে যে, কোন পদের যত অল্প বেতন হউক, যাহারা লিখনপঠন না জানে তাহারদের অগ্রে, লিখিতে ও পড়িতে ক্ষমতাপন্ন লোককে সেই পদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু যদি সেই ক্ষমতা বিবেচনা না করিবার স্পষ্ট কারণ থাকে, তবে লিখিতে ও পড়িতে অক্ষম লোকও নিযুক্ত হইতে পারে।

মনোনীত ব্যক্তিরদের ফর্দ্দের নকল তিন২ মাসে সর্ব্ব সাধারণের বিদ্যাধ্যাপনের ডৈরেক্টর সাহেবের নিকটে পাঠাইতে হইবেক।

ডবলিউ গ্রে।
বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

† অর্থাৎ "বিদ্যালয়ে যেপর্য্যন্ত শিক্ষা হইয়াছে" প্রভৃতি কথা যে ঘরে আছে তাহা।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৫৯। ১৫ ফেব্রুআরি।]

doubt as to the Candidate having received a fair elementary education, he shall be examined, before being appointed, by being required at the least to read audibly and with intelligence half a page of an ordinary printed book, and to write intelligibly from dictation an equal amount.

4. The heading of Column 5 implies that the Candidate's acquirements must be tested (as above) or certified to (from personal knowledge) by either the Officer making the appointment, some European Gentlemen in or out of Government service, or some Native Official holding an appointment of not less than Rupees (200) one hundred a month.

5. When a post of more than Rupees (6) six has to be filled up without delay, and no one able to read and write, is immediately available, the person, who may be put into the appointment, shall under no circumstances draw more than (6) six a month (whatever the sanctioned salary of the place may be) until he is duly qualified under these Rules; and meanwhile he shall be considered only as a temporary incumbent, and be liable to be displaced at any time by a properly qualified person.

6. It is to be borne in mind that these Rules and the Notification of July 1855 refer to "Acting" and "Temporary" appointments equally with permanent ones.

7. Any special case in which it may be considered absolutely necessary to suspend the operation of these Rules or of the Notification of July 1855, must be made the subject of a special report to Government, with whom alone it rests to authorize exceptions thereto. And no Mofussil Officer in a Regulation District is to consider himself at liberty to make any such exception of his own authority.

8. Head Masters of Zillah Schools and Deputy Inspectors of Schools are to examine any persons that may be sent to them for this purpose, by a Mofussil Officer having appointments in his gift, on the written requisition of such Officer. The requisition should specify the subjects in which the Candidate is to be examined, such as Reading, Writing from Dictation, Arithmetic, Mensuration, Geography of Bengal or the World, and so forth.

9. The Inspectors of Schools will consider it a part of their duty to send in to Commissioners of Divisions, or to other Heads of offices, who may be willing to receive them, the names (with full particulars*) of any deserving and promising lads

* Ex. Gr.—Name of his father, family residence, personal description, educational acquirements, employment for which he seems well suited, lowest salary he would be willing to accept, &c., &c.

[*Government Gazette*, 15*th February*, 1859.]

বিষয় সকল উপযুক্তমতে শিক্ষা করিয়াছে ইহার কিছু মাত্র সন্দেহ যদি থাকে, তবে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে তাহার পরীক্ষা লইতে হইবেক। অর্থাৎ তাহাকে ছাপা করা কোন সামান্য পুস্তকের আধ পেজ সুশ্রাব্য শব্দেতে ও ভালমতে বুঝিয়া পড়িতে হইবেক, ও আধ পেজের কথা তাহার নিকটে পাঠ করা গেলে তাহা সুপাঠ্যমতে লিখিতে হইবেক। ইহার কম পরীক্ষা হইবেক না।

৪। ৫ ঘরের কথায় এই ভাব বুঝায় যে যে জন নিযুক্ত করিবেন তাঁহার কিম্বা সরকারের কর্ম্মেতে থাকা কি না থাকা কোন ইউরোপীয় সাহেবের কিম্বা অন্যূন ১০০৲ টাকার মাহিয়ানার পদে নিযুক্ত সরকারী কোন এদেশীয় কার্য্যকারকের ঐ কর্ম্মাকাঙ্ক্ষির জ্ঞানের (উক্তমতে) পরীক্ষা লইতে হইবেক, কিম্বা (তাঁহার নিজ জ্ঞানমতে) তাহার বিদ্যাপ্রাপ্তির প্রমাণপত্র দিতে হইবেক।

৫। ছয় টাকার অধিক বেতনের কোন পদে যদি কোন লোককে অবিলম্বে ভর্ত্তি করিতে হয়, ও লেখাপড়া করিতে পারে এমত কোন লোক তৎকালে উপস্থিত না থাকে, তবে যে লোক সেই পদে ভর্ত্তি হয় সে এই বিধিঅনুসারে যত কাল যোগ্য না হয় তত কাল ঐ পদের যত বেতন নির্দ্ধারিত হউক সেই লোক ছয় টাকার অধিক কোনমতে পাইবেক না। ইতিমধ্যে সে কেবল কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্তে কর্ম্ম করিতেছে, ও উপযুক্তমতে বিদ্যাপ্রাপ্ত কোন লোক উপস্থিত হইলে তাহার কর্ম্ম যাইবার সম্ভাবনা, ইহা জ্ঞান করিতে হইবেক।

৬। কোন পদে কেহ দৃঢ়রূপে নিযুক্ত হইলে তাহার বিষয়ে ঐ২ বিধি ও ১৮৫৫ সালের জুলাই মাসের বিজ্ঞাপন যেমন খাটে, এক্‌টিংরূপে ও কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্তে নিযুক্ত হইলেও সেই বিধি ও বিজ্ঞাপন তদ্রূপেই খাটে।

৭। যদি স্থলবিশেষে ঐ২ বিধির কিম্বা ১৮৫৫ সালের জুলাই মাসের বিজ্ঞাপনের কার্য্য স্থগিত করা নিতান্ত আবশ্যক বোধ হয়, তবে সেই কথার বিশেষ রিপোর্ট গবর্ণমেণ্টে করিতে হইবেক। ঐ বিধি বর্জ্জিয়া কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা কেবল গবর্ণমেণ্টহইতে হইতে পারিবেক। ও আইনের অধীন জিলাতে মফঃসলের কোন কার্য্যকারক আপন শক্তিতে সেই প্রকারের বিধি বর্জ্জিয়া কর্ম্ম করিতে আপনার ক্ষমতা আছে, এইমত জ্ঞান না করুন।

৮। মফঃসলের কোন কার্য্যকারক যদি কোন পদে কোন লোককে ভর্ত্তি করিতে চাহেন, তবে তিনি পত্র দিয়া ঐ লোককে জিলার ইস্কুলের হেড মাষ্টরের কাছে কিম্বা ইস্কুলের ডেপুটী ইনস্পেক্‌টরের কাছে পাঠাইলে তাঁহার ঐ লোকের পরীক্ষা লইতে হইবেক। কর্ম্মাকাঙ্ক্ষির যে২ বিদ্যাতে পরীক্ষা লইতে হইবেক তাহাও অর্থাৎ পড়া ও কোন পদ শুনিয়া তাহা লেখা, ও অঙ্কবিদ্যা, ও ভূমিমাপের বিদ্যা ও বাঙ্গলা দেশের স্থাননির্দ্দেশ কি ভূগোল বিদ্যাপ্রভৃতি, ঐ পত্রেতে নির্দ্দিষ্ট করিয়া লিখিতে হইবেক।

৯। ইস্কুলের ইন্‌স্পেক্‌টর সাহেবেরা বিদ্যালয়াদি দেখিবার জন্যে দওরা করিবার কালে, যদি যোগ্য ও কর্ম্মদক্ষ হইবার সম্ভাবনা কোন বালককে দেখিতে পান তবে তাঁহারা ঐ বালকের নামপ্রভৃতি বিশেষ কথা* লিখিয়া এলাকার কমিস্যনর সাহেবেরদের নিকটে, কিম্বা কোন দপ্তরখানার প্রধান অন্য যে কার্য্যকারক সাহেব তাহাকে লইয়া কর্ম্ম দিতে পারিবেন তাঁহার

* যথা, পিতার নাম, পরিবারের বাসস্থান, চেহারা, যত বিদ্যাভ্যাস করিয়াছে, যে কর্ম্মের যোগ্য বোধ হয়, যত বেতনের পদগ্রহণ করিতে পারে প্রভৃতি।

whom they may fall in with in the course of their tours of inspection.

10. The Inspectors will also make a point of reporting, in their periodical narratives or otherwise, on the working of these Rules, the manner in which they are acted upon and the effect produced by them upon education or upon the classes that supply the lower departments of the Public Service. Commissioners and other Public Officers should also from time to time notice the subject in their periodical reports.

No. 27 of 1858.

Copy of the foregoing furnished to the Civil and Criminal authorities in the Lower and Extra-Regulation Provinces, with reference to the Court's Circular Order, No. 9 of 1856.

(By Order,)

(Signed) A. W. RUSSELL,
*Register.*

Fort William, the 13th December 1858.

---

No. 9.

NOTIFICATION.

FORT WILLIAM,
FINANCIAL DEPARTMENT,
THE 10TH FEBRUARY 1859.

THE authority granted to the Sub-Treasurers at Calcutta, Madras and Bombay, in the 2nd paragraph of the Notification, No. 6, issued from this Department on the 26th ultimo, to receive money for the purchase of Treasury Bills, is hereby extended to the several Collectors and other Officers in charge of District Treasuries in the Presidencies of Madras and Bombay, as well as in Bengal, the North-Western Provinces, Oude and the Punjab.

Loan Acknowledgments issued from the Treasuries in the Presidencies of Madras and Bombay will be exchanged for Treasury Bills at the Offices of the Accountants General of those Presidencies, respectively: Loan Acknowledgments issued from Treasuries in Bengal, the North-Western Provinces, Oude and the Punjab, will be exchanged for Treasury Bills at the Office of the Accountant General to the Government of India at Calcutta.

Bills will henceforth be issued, at the option of the parties entitled to claim them, in sums of Rupees 200, Rupees 500, Rupees 1,000, Rupees 5,000, and Rupees 10,000, instead of in sums of Rupees 1,000, Rupees 5,000 and Rupees 10,000 only as before notified.

Published by Order of His Excellency the Right Hon'ble the Governor General of India in Council.

C. HUGH LUSHINGTON,
*Secy. to the Govt. of India.*

নিকটে পাঠাইবেন, ও এই কর্ম্ম আপনারদের কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে জ্ঞান করিবেন।

১০। আরো ইনস্পেক্টর সাহেবেরা যখন নিরূপিত সময়ের রিপোর্ট পাঠান্ তখন, কিম্বা সময়ান্তরে, ঐ বিধির কার্য্যের ফল, ও সেই বিধিমতে কার্য্য যে প্রকারে চলে, ও তাহাতে লোকের বিদ্যাশিক্ষার উদ্যোগের যে ফল দেখা যাইতেছে, ও যে লোকেরা সরকারী সিরিস্তায় পেয়াদাপ্রভৃতি চাকর হইয়া থাকে তাহারদের উপর ঐ বিধির যে ফল হয়, তাহার রিপোর্ট করিবেন কমিস্যনর সাহেবেরা ও সরকারী অন্য কার্য্যকারকেরাও আপনারদের নিরূপিত সময়ের রিপোর্টের মধ্যে সেই বিষয় এক২বার লিখিবেন।

১৮৫৮ সাল ৩৭ নম্বর।

সদর আদালতের ১৮৫৬ সালের ৯ নম্বরের সরকুলর লক্ষ করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিধির এক২ কেতা নকল বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের ও আইনবহির্ভূত প্রদেশের দেওয়ানীর ও ফৌজদারীর শ্রীযুত কার্য্যকারক সাহেবেরদের নিকটে পাঠান গেল।

(হুকুমমতে)
এ ডবলিউ রসেল। রেজিষ্টর।

ফোর্ট উলিয়ম।
১৮৫৮ সাল ১৩ ডিসেম্বর।

---

৯ নম্বর।

বিজ্ঞাপন।

ফোর্ট উলিয়ম। ফিনান্সিয়ল ডিপার্টমেণ্ট।

১৮৫৯ সাল ১০ ফেব্রুআরি।

গত মাসের ২৬ তারিখে এই ডিপার্টমেণ্টহইতে ৬ নম্বরের যে-বিজ্ঞাপন জারী হইয়াছিল তাহার ২দফাতে কলিকাতার ও মান্দ্রাজের ও বোম্বাইয়ের সব-ট্রেজুরর সাহেবদিগকে ট্রেজুরী বিল খরীদ করিবার টাকা গ্রহণ করিতে ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছিল। এইক্ষণে সেই ক্ষমতা মান্দ্রাজ ও বোম্বাই রাজধানীর ও বাঙ্গলা দেশের ও উত্তরপশ্চিম দেশের ও অযোধ্যা ও পঞ্জাব দেশের সকল কালেক্টর সাহেবকে ও জিলার খাজানাখানার জিম্মার ভারপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারকদিগকে দেওয়া যাইতেছে।

মান্দ্রাজ ও বোম্বাই রাজধানীর খাজানাখানাতে ঐ টাকার যে রসীদ দেওয়া যায় তাহা ঐ২ রাজধানীর আকেক্টাণ্টেণ্ট জেনরল সাহেবের দফ্তরখানায় উপস্থিত করা গেলে তাহার পরিবর্ত্তে ট্রেজুরী বিল পাওয়া যাইবেক। বাঙ্গলা দেশের ও উত্তরপশ্চিম দেশের ও অযোধ্যা ও পঞ্জাব দেশের খাজানাখানাতে ঐ টাকার যে রসীদ দেওয়া যায় তাহা কলিকাতায় ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের আকেক্টাণ্টেণ্ট জেনরল সাহেবের দফ্তরখানায় উপস্থিত করা গেলে তাহার পরিবর্ত্তে ট্রেজুরী বিল পাওয়া যাইবেক।

পূর্ব্বে সম্বাদ দেওয়া গিয়াছিল যে ১,০০০ ও ৫,০০০ ও ১০,০০০ টাকার বিল দেওয়া যাইবেক। কিন্তু ইহার পর, যাঁহারা ঐ প্রকারের বিল পাইতে পারেন তাঁহারা আপনারদের ইচ্ছামতে ২০০ কি ৫০০ কি ১,০০০ কি ৫,০০০ কি ১০,০০০ টাকার বিল লইতে পারিবেন।

হুজুর কৌন্সেলে ভারতবর্ষের শ্রীযুত রাইট অনরবিল গবর্নর জেনরল বাহাদুরের আজ্ঞামতে প্রকাশ করা গেল।

সি হিউ লশিংটন।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

## ORDERS BY THE SUDDER DEWANNY ADAWLUT.

### APPOINTMENTS.

*The 26th January*, 1859.

Baboo Preonath Surmah, Moonsiff of Manbhoom, to be Moonsiff of Rughoonathpore, Zillah Hazareebagh, vice Baboo Brojonath Bose, deceased.

*The 1st February*, 1859.

Baboo Premchand Pal, to be Moonsiff of Manbhoom, Zillah Hazareebagh.

*The 3rd February*, 1859.

Baboo Ruttun Lall Ghose, to officiate as Moonsiff of Sulkea, Zillah Hooghly, during the absence on leave of the incumbent.

### LEAVES OF ABSENCE.

*The 3rd February*, 1859.

Baboo Gungagobind Surbudhicari, Moonsiff of Khundghose, Zillah East Burdwan, for fourteen days, on Medical Certificate.

*The 5th February*, 1859.

Moulvie Tuffuzul Ruhman, Moonsiff of Pothna, Zillah East Burdwan, for four days, on urgent private affairs, from the 14th instant.

*The 7th February*, 1859.

Baboo Gungakunth Mokopadea, Moonsiff of Atteea, Zillah Mymensing, for three days, from the 10th instant.

A. W. RUSSELL, *Register*.

---

## বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর্ সাহেবের হুকুম।

৮৫০ নম্বর

নিয়োগ।

১৮৫৯ সাল ১৯ জানুআরি।

শ্রীযুত জি টি কেম্প সাহেব (Mr. G. T. Kemp,) ১৮৪৩ সালের ১৫ আইনানুসারে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ১৮৩৩ সালের ৯ আইনানুসারে ডেপুটী কালেক্টর হইবেন ও কক্সবাজার এলাকাখণ্ডের ভারপ্রাপ্ত হইবেন এবং ১৭৯৩ সালের ১৩ আইন ও ১৮০৭ সালের ২ আইন ও ১৮৫৪ সালের ১০ আইনের ১ ধারানুসারে চাটিগাঁ জিলায় মাজিষ্ট্রেট সাহেবের চিহ্নিত আসিষ্টাণ্টের ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবেন।

কক্সবাজারের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু গোলোকচন্দ্র রায় চাটিগাঁয়ের সদর মোকামে প্রেরিত হইয়া ১৮২১ সালের ৩ আইনের ২ ধারার ৩ প্রকরণে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আসিষ্টাণ্টের যে বিশেষ ক্ষমতা নির্দ্দিষ্ট আছে তদনুসারে কার্য্য করিতে থাকিবেন।

১৮৫৯ সাল ২৫ জানুআরি।

শ্রীযুত বাবু রামশঙ্কর সেন চাটিগাঁয়ে সাধারণ লোকেরদের বিদ্যাধ্যাপনের কমিটির মেম্বর হইবেন।

১৮৫৯ সাল ২৬ জানুআরি।

শ্রীযুত এডওয়ার্ড ষ্টুআর্ট সাহেব (Mr. Edward Stewart,) ত্রিহুতে ১৮৪৩ সালের ১৫ আইনানুসারে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ১৮৩৩ সালের ৯ আইনানুসারে ডেপুটী কালেক্টর হইয়া ১৭৯৩ সালের ১৩ আইন ও ১৮০৭ সালের ২ আইনানুসারে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের চিহ্নিত আসিষ্টাণ্টের ক্ষমতানুসারে ঐ জিলায় কার্য্য করিবেন।

[*Government Gazette*, 15*th February*, 1859.]

## সদর দেওয়ানী আদালতের হুকুম।

নিয়োগ।

১৮৫৯ সাল ২৪ জানুআরি।

বাবু ব্রজনাথ বসুর মৃত্যুহওয়াতে, জিলা হাজারীবাগে মানভূমের মুনসেফ শ্রীযুত বাবু প্রিয়নাথ শর্ম্মা রঘুনাথপুরের মুনসেফ হইবেন।

১৮৫৯ সাল ১ ফেব্রুআরি।

শ্রীযুত বাবু প্রেমচাঁদ পাল জিলা হাজারীবাগের মানভূমের মুনসেফ হইবেন।

১৮৫৯ সাল ৩ ফেব্রুআরি।

জিলা হুগলীর শালকিয়ার মুনসেফ ছুটী পাইয়া যত কাল কর্ম্মে ফিরিয়া না যান তত কাল শ্রীযুত বাবু রত্নলাল ঘোষ ঐ স্থানের মুনসেফের কর্ম্ম করিবেন।

ছুটী।

১৮৫৯ সাল ৩ ফেব্রুআরি।

জিলা পূর্ব্ব বর্দ্ধমানের খণ্ডঘোষের মুনসেফ শ্রীযুত বাবু গঙ্গাগোবিন্দ সর্ব্বাধিকারী চিকিৎসকের সর্টিফিকট ক্রমে চৌদ্দ দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

১৮৫৯ সাল ৫ ফেব্রুআরি।

জিলা পূর্ব্ব বর্দ্ধমানের পোথনার মুনসেফ শ্রীযুত মৌলবী তফজ্জল রহমান আপনার অত্যাবশ্যক কর্ম্মের নিমিত্তে বর্ত্তমান মাসের ১৪ তারিখঅবধি চারি দিনের ছুটী পাইপাছেন।

১৮৫৯ সাল ৭ ফেব্রুআরি।

জিলা ময়মনসিংহের আতিয়ার মুনসেফ শ্রীযুত বাবু গঙ্গাকান্ত মুখোপাধ্যায় বর্ত্তমান মাসের ১০ তারিখঅবধি তিন দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

এ ডবলিউ রসেল। রেজিষ্টর।

---

শ্রীযুত পাদরি জে পুরি সাহেব (Reverend J. Pourie,) কলিকাতায় বিবাহের এক জন রেজিষ্ট্রার হইবেন।

শ্রীযুত বাবু নবীনচন্দ্র পাল পুরুলিয়াতে সাধারণ লোকেরদের বিদ্যাধ্যাপনের কমিটির মেম্বর হইবেন।

১৮৫৯ সাল ২৯ জানুআরি।

শাসিরামের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত ই বি বেকর সাহেব (Mr. E. B. Baker,) কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্তে চব্বিশপরগণায় প্রেরিত হইয়া ঐ স্থানে মাজিষ্ট্রেটের সম্পূর্ণ ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবেন।

রঙ্গপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত মৌলবী গোলাম হুসেন ত্রিপুরাতে নিযুক্ত হইয়াছেন। সেই স্থানে তিনি মাজিষ্ট্রেটের সম্পূর্ণ ক্ষমতামতে কার্য্য করিবেন।

১৮৫৯ সাল ৪ ফেব্রুআরি।

শ্রীযুত সি বি গারেট সাহেব (Mr. C. B. Garrett,) মেদিনীপুরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর সাহেবের আসিষ্টাণ্ট হইবেন।

ছুটী।

১৮৫৯ সাল ২৫ জানুআরি।

কৃষ্ণনগরের দাতব্য ঔষধালয় ও চিকিৎসালয়ে নিযুক্ত সব-আসিষ্টাণ্ট চিকিৎসক শ্রীযুত তারাচাঁদ বাঁড়ুয্যা অচিহ্নিত কার্য্যকারকেরদের ছুটীর সংশোধিত বিধির ৭ ধারানুসারে দুই সপ্তাহের ছুটী পাইয়াছেন।

১৮৫৯ সাল ২৭ জানুআরি।

চাটিগাঁয়ের অতিরিক্ত প্রধান সদর আমীন শ্রীযুত বাবু দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ গত অক্টোবরের মাসের ৪ তারিখে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত অচিহ্নিত কার্য্যকারকেরদের ছুটীর বিধির ৫ ধারার ২ প্রকরণানুসারে চিকিৎসকের সর্টিফিকটক্রমে দুই মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

১৮৫৯ সাল ২৯ জানুআরি।

ভাগলপুরের জাইণ্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত এফ বি ড্রুমণ্ড সাহেব (Mr. F. B. Drummond,) চিকিৎসকের সর্টিফিকটক্রমে ইউরোপে গমন করিতে প্রস্তুত হওনার্থে ১৮৫৭ সালের অক্টোবর মাসের ২৪ তারিখের ফিনান্সিয়ল ডিপার্টমেণ্টের নির্দ্ধারণক্রমে চারি সপ্তাহের ছুটী পাইয়াছেন।

বিজ্ঞাপন।

১৮৫৯ সাল ২৭ জানুআরি।

কলিকাতার ছোট আদালতের জজ শ্রীযুত জে কিং সাহেব (Mr. J. King,) বর্ত্তমান মাসের ১৭ তারিখে আপন কর্ম্মের ভার পুনর্গ্রহণ করেন।

এ আর ইয়ৎ।

বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

---

৮৯১ নম্বর।

নিয়োগ।

১৮৫৯ সাল ২ ফেব্রুআরি।

শ্রীযুত এস বি পারট্রিজ সাহেব (Mr. S. B. Partridge,) মেডিকাল কালেজে ব্যবচ্ছেদ বিদ্যার ব্যাখ্যা ও অস্ত্র ব্যবহারের অধ্যাপক হইবেন ও সেই পদোপলক্ষে কালেজের হাসপাটালের দ্বিতীয় চিকিৎসক ও শয্যাগত লোকেরদের অস্ত্র চিকিৎসার অধ্যাপক হইবেন।

শ্রীযুত জে সি ব্রৌন সাহেব (Mr. J. C. Brown,) আক্যাবে হাসিলের কালেক্টর ও কমিস্যনর সাহেবের আসিস্টাণ্ট হইবেন।

১৮৫৯ সাল ৭ ফেব্রুআরি।

শ্রীযুত এচ এচ সেবনওকস সাহেব (Mr. H. H. Sevenoakes,) ১৮৫৯ সালের ১ আইনানুসারে কলিকাতারবন্দরে সিপিৎমাস্টর হইবেন। ও ঐ আইনের ১৮ ধারানুসারে পাট্টা দেওনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

এ আর ইয়ৎ।

বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

---

৯৯৯ নম্বর।

নিয়োগ।

১৮৫৯ সাল ২৯ জানুআরি।

কটকের ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু দুর্য্যোধন দাস কেন্দ্রপাড়া এলাকাখণ্ডের ভারপ্রাপ্ত হইয়া ১৮৫৪ সালের ১০ আইনের ১ ধারায় যে ক্ষমতা নির্দ্দিষ্ট আছে তদনুসারে কার্য্য করিবেন।

কটকের ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু সদানন্দ যাচক জাজিপুর এলাকাখণ্ডের ভারপ্রাপ্ত হইয়া ১৮৫৪ সালের ১০ আইনের ১ ধারায় যে ক্ষমতা নির্দ্দিষ্ট আছে তদনুসারে কার্য্য করিবেন।

১৮৫৯ সাল ২ ফেব্রুআরি।

শ্রীযুত ডবলিউ ওএবেল সাহেব (Mr. W. Wavell,) পুরীতে সাধারণ লোকেরদের বিদ্যাধ্যাপনের কমিটির মেম্বর হইবেন।

১৮৫৯ সাল ৮ ফেব্রুআরি।

শ্রীযুত এচ ডি এচ ফার্গসন সাহেব (Mr. H. D. H. Fergusson,) আপন সিরিশ্তার কর্ম্মের ভার শ্রীযুত সি এস বেলাই সাহেবের (Mr. C. S. Belli,) প্রতি অর্পণ করিয়া পাটনার এলাকার রাজস্বের ও দায়েরসায়েরীর কমিস্যনরের কর্ম্ম করিবেন। শ্রীযুত মন্ট্রেসর সাহেব (Mr. Montresor,) যাবৎ না পঁহুছেন তাবৎ শ্রীযুত বেলাই সাহেব চব্বিশপরগনার মাজিস্ট্রেটের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

শ্রীযুত সি এফ মণ্ট্রেসর সাহেব (Mr. C. F. Montresor,) চব্বিশপরগনার মাজিস্ট্রেটের ও আলিপুরের জেলখানার সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন। মণ্ট্রেসর সাহেব কলিকাতা নগরে মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

শ্রীযুত এচ টি প্রিন্সেপ সাহেব (Mr. H. T. Prinsep,) কিঞ্চিৎকালের নিমিত্তে মেদিনীপুরের কালেক্টরের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

বিজ্ঞাপন।

১৮৫৯ সাল ২৯ জানুআরি।

শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবরনর সাহেব কটকে নীচের লিখিত এলাকাখণ্ড স্থাপনকরা মঞ্জুর করিয়াছেন। ঐ এলাকাখণ্ডের নাম কেন্দ্রপাড়া ও জাজিপুর হইবেক, তাহাতে নীচের লিখিত থানা ভুক্ত হইবেক, তাহার সদর মোকাম কেন্দ্রপাড়া ও জাজিপুর হইবেক, অর্থাৎ কেন্দ্রপাড়া এলাকাখণ্ডে কেন্দ্রপাড়া ও পতিমুণ্ডি ও তিরন।

জাজিপুর এলাকাখণ্ডে। জাজিপুর ও মলতো।

১৮৫৯ সাল ৩ ফেব্রুআরি।

ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু শ্যামাচরণ চাটুর্য্যার ছিলটহইতে ত্রিপুরাতে প্রেরিত হইবার যে হুকুম বর্ত্তমান মাসের ১ তারিখের বাঙ্গলা গেজেটে প্রকাশ হইয়াছিল তাহা রহিত হইয়াছে।

এ আর ইয়ৎ।

বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৫৯। ১৫ ফেব্রুআরি।]

---

শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে শ্রীযুত জে সি মরে সাহেবকর্ত্তৃক মুদ্রিত হইল।

# গবর্ণমেণ্ট গেজেট

গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে প্রকাশিত।

## CALCUTTA, TUESDAY, FEBRUARY 22, 1859.

কলিকাতা মঙ্গলবার ১৮৫৯ সাল ২২ ফেব্রুআরি।


## ACT.

### LEGISLATIVE COUNCIL OF INDIA.

THE 29TH JANUARY 1859.

THE following Act, passed by the Legislative Council of India, received the assent of the Right Honorable the Governor General on the 25th January 1859, and is hereby promulgated for general information :—

ACT No. I. OF 1859.

*An Act for the amendment of the law relating to Merchant Seamen.*

[Preamble.]

WHEREAS the law for the registry of Seamen and the grant of Register Tickets has been found to be ineffective for the purposes intended; and whereas, by Section CCLXXXVIII. of an Act of the Imperial Parliament called "the Merchant Shipping Act 1854," it is enacted that, "if the Governor General of India in Council, or the respective Legislative Authorities in any British possession abroad, by any Acts, Ordinances, or other appropriate legal means, apply or adapt any of the provisions in the third part of this Act contained to any British ships registered at, trading with, or being at any place within their respective jurisdictions, and to the owners, masters, mates, and crews thereof, such provisions, when so applied and adapted as aforesaid, and as long as they remain in force, shall, in respect of the ships and persons to which the same are applied, be enforced, and penalties and punishments for the breach thereof shall be recovered and inflicted throughout Her Majesty's dominions, in the same manner as if such provisions had been hereby so adapted and applied, and such penalties and punishments had been hereby expressly imposed." And whereas it is expedient to discontinue the practice of registry and the

## আইন।

### ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কৌন্সেল।

ইঙ্গরেজী ১৮৫৯ সাল ২৯ জানুআরি।

ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কৌন্সেলের জারীকরা এই আইনেতে শ্রীযুত রাইট অনরবিল গবরনর জেনরল বাহাদুর ইঙ্গরেজী ১৮৫৯ সালের ২৫ জানুআরি তারিখে সম্মতি প্রকাশ করিলেন, এইক্ষণে সেই আইন সকল লোককে জানাইবার জন্যে প্রকাশ করা যাইতেছে।

ইঙ্গরেজী ১৮৫৯ সাল ১ আইন।

সওদাগরী জাহাজী লোকেরদের আইন সংশোধনের আইন।

[হেতুবাদ।]

জাহাজী লোকদিগকে রেজিষ্টরী করিবার ও রেজিষ্টরের টিকিট দিবার আইন যে অভিপ্রায়ে করা গিয়াছিল তাহা ঐ আইনেতে সফল হইল না। আরো "সওদাগরী জাহাজের ১৮৫৪ সালের আইন" নামে রাজকীয় পারলিমেণ্টের আইনের ২৮৮ ধারাতে এই বিধি হইয়াছে, "হজুর কৌন্সেলে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কিম্বা ব্রিটনীয়েরদের অধিকৃত কোন দেশের ব্যবস্থাপক সাহেবেরা যদি কোন আইন কি বিধান কি আইনসিদ্ধ অন্য উপযুক্ত উপায় করিয়া, আপনং এলাকার শামিল কোন স্থানে যে জাহাজ রেজিষ্টরী করা গেল কিম্বা বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া গমনাগমন করে কি থাকে এমত জাহাজের উপর, ও সেইং জাহাজের স্বামিরদের ও কাপ্তানের ও মালিমের ও মল্লারদের উপর এই আইনের তৃতীয় খণ্ডের কোন বিধান খাটান্ কি বর্ত্তান্, তবে ঐ বিধান যখন সেইরূপে খাটান ও বর্ত্তান যায় তখন, ও যত কাল প্রবল থাকে তত কাল, যেং জাহাজের ও লোকেরদের উপর খাটান যায় তাহারদের উপর এই আইনেতে সেই বিধান শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর রাজ্যের সমুদয় দেশে খাটান ও বর্ত্তান যাইবার মতে বলবৎ হইবেক, ও ঐং দেশে তাহা লঙ্ঘন করিবার জরীমানা আদায় হইবেক ও দণ্ড করা যাইবেক অর্থাৎ ঐ জরীমানার ও দণ্ডের আজ্ঞা এই আইনেতে স্পষ্টরূপে হইবার মতে আদায় হইবেক ও করা যাইবেক।" আরো রেজিষ্টরী করিবার ও রেজিষ্টরের টিকিট দিবার নিয়ম রহিত করা বিহিত হই-

grant of Register Tickets; and to apply to ships registered at, trading with, or being at any Port or place in India, certain provisions of the third part of the said Act with such adaptations and modifications as are required, and for the purposes aforesaid to repeal the laws now in force in India relating to Merchant Seamen: It is enacted as follows:—

[Acts repealed.]

I. Act XXVII. of 1850 entitled "An Act for the registry of Merchant Seamen," and Act XXVIII. of 1850 entitled "An Act for the encouragement of Merchant Seamen," are hereby repealed, except as to acts done and agreements made before the passing of this Act.

---

SHIPPING OFFICES.

[Shipping Offices.]

II. A Shipping Office shall be established at each of the Ports of Calcutta, Madras, and Bombay, and at such other Ports as the Governor General of India in Council shall hereafter deem necessary. For every such Office there shall be a Superintendent, to be called a "Shipping Master," with such necessary Deputies, Clerks, and Servants, at such salaries, and subject to such regulations, as the local Government shall from time to time, with the sanction of the Governor General of India in Council, direct and appoint. Every act done by or before any Deputy duly appointed shall have the same effect as if done by or before a Shipping Master.

[Appointment, removal, and control of Shipping Masters and Deputies.]

III. The local Government shall have power to appoint and remove such Shipping Masters and Deputies; who shall respectively be subject to the control of that Government or of any intermediate authority which it may appoint.

[Business of Shipping Masters.]

IV. It shall be the general business of Shipping Masters appointed under this Act, to superintend and facilitate the engagement and discharge of seamen in manner hereinafter mentioned, to provide means for securing the presence on board at the proper times of men who are so engaged, and to perform such other duties relating to Merchant Seamen and merchant ships as are hereby or under the said Merchant Shipping Act 1854, or as may hereafter under the powers herein contained, be committed to them. It shall also be the duty of Shipping Masters to give to all persons desirous of apprenticing boys to the sea-ser-



য়াছে, ও সেই আইনের তৃতীয় খণ্ড প্রয়োজনমতে খাটাইয়া ও মতান্তর করিয়া ভারতবর্ষের কোন বন্দরে কি স্থানে যে২ জাহাজ রেজিষ্টরী করা যায় কি বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া গমনাগমন করে কি থাকে তাহার উপর খাটান বিহিত, ও সেই অভিপ্রায়ে সওদাগরী জাহাজী লোকেরদের বিষয়ে যে২ আইন ভারতবর্ষে এখন প্রবল আছে তাহা রদ করা বিহিত হইয়াছে। এই২ কারণে এই২ বিধান হইল।

[রদকরা আইনের কথা।]

১ ধারা। "বাণিজ্য জাহাজের খালাসীরদের রেজিষ্টরী করণের বিষয়ি আইন" নামে ১৮৫০ সালের ২৭ আইন ও "বাণিজ্য জাহাজের খালাসীরদের প্রবৃত্তি জ্মাওনের আইন" নামে ১৮৫০ সালের ২৮ আইন ইহাতে রদ হইল। কিন্তু এই আইন জারী করিবার আগে যে সকল কার্য্য ও যে সকল একরার হইয়াছে তাহা বহাল থাকিবেক ইতি।

---

## শিপিং আফিসের বিধি।

[শিপিং আফিসের কথা।]

২ ধারা। কলিকাতার ও মান্দ্রাজের ও বোম্বাইয়ের বন্দরে, ও হজুর কৌন্সেলে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর অন্য যে বন্দরে ইহার পরে শিপিং আফিস স্থাপনকরা আবশ্যক জ্ঞান করেন, সেই২ বন্দরে এক২ শিপিং আফিস (অর্থাৎ জাহাজের লোক যুটাইয়া দেওনপ্রভৃতি কার্য্যের দপ্তরখানা) স্থাপন করা যাইবেক, তাহার এক২ আফিসে "শিপিং মাষ্টর" নামে এক২ জন সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট থাকিবেন, ও স্থানবিশেষের গবর্ণমেণ্ট হজুর কৌন্সেলে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে সময়ে২ ঐ শিপিং মাষ্টর সাহেবেরদের আবশ্যক যত জন ডেপুটী ও কেরাণী ও চাকর নিযুক্ত করেন ও তাঁহারদের যে বেতন নির্দ্ধার্য্য করেন ও তাঁহারদিগের যে বিধি করেন তত জনকে তত বেতনে নিযুক্ত করা যাইবেক ও সেই২ বিধিমতে তাঁহারদের কার্য্য করিতে হইবেক নিয়মিতরূপে যে ডেপুটী সাহেব নিযুক্ত হন তাঁহার দ্বারা কি তাঁহার সম্মুখে যে কোন কার্য্য করা যায়, তাহা ঐ শিপিং মাষ্টর সাহেবের দ্বারা কি তাঁহার সম্মুখে করা যাওয়ার মতে প্রবল হইবেক ইতি।

[শিপিং মাষ্টর সাহেবদিগকে ও ডেপুটী সাহেবদিগকে নিযুক্ত করিবার ও তগীর করিবার কথা ও তাঁহারদের তত্ত্বাবধারণের কথা।]

৩ ধারা। স্থানবিশেষের গবর্ণমেণ্ট ঐ শিপিং মাষ্টর সাহেবদিগকে ও ডেপুটী সাহেবদিগকে নিযুক্ত ও অবসর করিতে পারিবেন ও তাঁহারা ঐ গবর্ণমেণ্টের কর্তৃত্বের অধীনে কিম্বা ঐ গবর্ণমেণ্ট যে কোন সাহেবকে কর্তৃত্ব দিয়া নিযুক্ত করেন তাঁহার অধীনে থাকিবেন ইতি।

[শিপিং মাষ্টর সাহেবেরদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।]

৪ ধারা। এই আইনমতে যে শিপিং মাষ্টর সাহেবেরা নিযুক্ত হন তাঁহারদের সাধারণ কর্ম্ম এই২। তাঁহারা ইহার পরের লিখিত প্রকারে মল্লারদিগকে নিযুক্ত করিয়া দিবার ও কর্ম্মহইতে বিদায় দিবার কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ করিবেন, ও সেই কার্য্য সহজ করিবেন, ও সেই প্রকারে যে লোকেরা নিযুক্ত হয় তাহারদের উপযুক্ত সময়ে জাহাজে হাজির হইবার উপায় করিবেন, ও সওদাগরী জাহাজী লোকেরদের ও সওদাগরী জাহাজের বিষয়ে এই আইনমতে, কিম্বা সওদাগরী জাহাজের উক্ত ১৮৫৪ সালের আইনমতে, কিম্বা ইহার পরে এই আইনের লিখিত শক্তিক্রমে, অন্য যে২ কর্ম্ম তাহারদের প্রতি অর্পিত হয় সেই সকল কর্ম্ম করিবেন। আরো (আপ্রেণ্টিসদিগকে রক্ষ করিবার) ১৮৫০

vice, and duly authorized so to do by Act XIX of 1850 (concerning the binding of apprentices) and also to masters and owners of ships requiring apprentices, such assistance as may be in their power for facilitating the making of such apprenticeships

[Fees to be paid upon engagements and discharges.]

V. Such fees, not exceeding the sums specified in the Table marked (A) in the Schedule to this Act, as are from time to time fixed by the local Government, shall be payable upon all engagements and discharges effected before Shipping Masters as hereinafter mentioned. Scales of the fees payable for the time being shall be conspicuously placed in the Shipping Offices; and all Shipping Masters, their Deputies, Clerks, and Servants, may refuse to proceed with any engagement unless the fees payable thereon are first paid.

[Fees by whom to be paid, &c.]

VI. Every owner or master of a ship engaging or discharging any seamen in a Shipping Office or before a Shipping Master, shall pay to the Shipping Master the whole of the fees hereby made payable in respect of such engagement or discharge, and may, for the purpose of in part reimbursing himself, deduct in respect of each such engagement or discharge from the wages of all persons (except apprentices) so engaged or discharged, and retain, any sums not exceeding the sums specified in that behalf in the Table marked (B) in the Schedule hereto. Provided that, if in any cases the sums which the owner is so entitled to deduct, exceed the amount of the fee payable by him, such excess shall be paid by him to the Shipping Master in addition to such fee.

[Penalty on Shipping Master taking other remuneration.]

VII. Any Shipping Master, Deputy Shipping Master, or any Clerk or Servant in any Shipping Office, who demands or receives any remuneration whatever, either directly or indirectly, for hiring or supplying any seaman for any merchant ship, excepting the lawful fees payable under this Act, shall for every such offence incur a penalty not exceeding two hundred Rupees, and shall also be dismissed from his office.

[Business of Shipping Office may be transacted at Custom House or elsewhere.]

VIII. The local Government may direct that, at any place at which no separate Shipping Office is established, the whole or any part of the business of the Shipping Office shall be conducted at the Custom House, or at the Office of the Master Attendant or Harbour Master, or at such other Office as the Government shall direct, and thereupon the same shall be there conducted accordingly; and in respect of such business such Cus-

সালের ১৯ আইনমতে, নিয়মিতরূপে ক্ষমতাপন্ন যে সকল লোক কোন বালকদিগকে জাহাজের কর্ম্মে আপ্রেণ্টিস করিতে চাহে তাহাদের, ও জাহাজের যে কাপ্তানেরা ও স্বামিরা আপ্রেণ্টিসকে চাহেন তাঁহারদের সেই প্রকারের আপ্রেণ্টিস করিবার কার্য্য সহজ করিবার জন্যে সাধ্যমতে সাহায্য করিবেন ইতি।

[কর্ম্ম দিলে ও বিদায় করিলে যে রসুম দিতে হইবেক তাহার কথা।

৫ ধারা। ইহার পরের লিখিতমতে শিপিং মাষ্টর সাহেবের সম্মুখে কোন লোককে কর্ম্ম দিবার করার হইলে কি বিদায় করা গেলে, স্থানবিশেষের গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ যে রসুম নির্দ্ধার্য্য করেন তাহা আদায় হইবেক কিন্তু এই আইনের তফসীলে A চিহ্নের টেবিলে যত রসুম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার অধিক না হয়। যে সময়ে যত রসুম আদায় হইবেক তাহার এক ফর্দ্দ শিপিং আফিসের কোন প্রকাশস্থানে লটকান থাকিবেক। ও সেই রসুম প্রথমে না দেওয়া গেলে, শিপিং মাষ্টর সাহেবেরা ও তাঁহারদের ডেপুটী সাহেবেরা ও কেরাণীরা ও চাকরেরা কোন জাহাজে লোককে নিযুক্ত করিবার কোন কার্য্য করিতে ক্ষান্ত থাকিতে পারিবেন ইতি।

[ঐ রসুম যাহার দিতে হইবেকপ্রভৃতির কথা।]

৬ ধারা। সেইরূপে লোককে নিযুক্ত করিয়া দিবার কি বিদায় করিবার নিমিত্তে যে রসুম এই আইনমতে দিতে হয় তাহার সমুদয় জাহাজের যে স্বামী কি কাপ্তান কোন লোককে শিপিং আফিসে কিম্বা শিপিং মাষ্টর সাহেবের সম্মুখে কর্ম্ম দিবার করার করেন কি বিদায় করেন তিনিই দিবেন। ও সেই টাকার এক অংশ ফিরিয়া পাইবার জন্যে (আপ্রেণ্টিসছাড়া) যে সকল লোককে সেই প্রকারে কর্ম্ম দেন কি বিদায় করেন তাহারদিগকে ঐরূপে কর্ম্ম দিবার কি বিদায় করিবার নিমিত্তে তাহারদের বেতনহইতে কিছু২ করিয়া কাটিয়া রাখিবেন, কিন্তু এই আইনের তফসীলে B চিহ্নের টেবিলে যত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার অধিক লইবেন না পরন্তু সেই প্রকারে স্বামী যত বাদ দিতে পারেন তাহা যদি কোন স্থলে তাহার দেনা রসুমের অধিক হয়, তবে তিনি ঐ রসুমের উপর সেই অধিক টাকা ঐ শিপিং মাষ্টর সাহেবকে দিবেন ইতি।

[শিপিং মাষ্টর অন্য ইনাম লইলে তাঁহার দণ্ডের কথা।]

৭ ধারা। যদি কোন শিপিং মাষ্টর সাহেব কি ডেপুটী শিপিং মাষ্টর সাহেব কিম্বা কোন শিপিং আফিসের কোন কেরাণী কি চাকর কোন সওদাগরী জাহাজের জন্যে কোন লোককে চাকর রাখিবার কি যুটাইয়া দিবার নিমিত্তে এই আইনমতের দেনা ন্যায্য রসুমছাড়া অধিক কিছু মেহনতানা সাক্ষাৎরূপে কি চক্রান্তে চাহেন কি লন, তবে তাঁহার সেইরূপ প্রত্যেক অপরাধের জন্যে দুই শত টাকাপর্য্যন্ত জরীমানা হইবেক ও তিনি কর্ম্মহইতে তগীর হইবেন ইতি।

[শিপিং আফিসের কর্ম্ম কষ্টম হৌসে কি অন্য স্থানে নির্ব্বাহ হইতে পারিবার কথা।]

৮ ধারা। যদি কোন স্থানে শিপিং আফিসের আলাহিদা কোন ঘর না থাকে, তবে স্থানবিশেষের গবর্ণমেণ্ট ঐ শিপিং আফিসের সমুদয় কর্ম্ম কি তাহার কোন অংশ কষ্টম হৌসে, কিম্বা মাষ্টর আটেণ্টেণ্ট সাহেবের কি হারবর মাষ্টর সাহেবের দফ্তরখানায়, কিম্বা গবর্ণমেণ্ট অন্য যে স্থানের আজ্ঞা করেন সেই স্থানে নির্ব্বাহ হইবার আজ্ঞা করিবেন, ও তদনুসারে সেই কর্ম্ম সেই স্থানে নির্ব্বাহ হইবেক। ও সেই কর্ম্মসম্পর্কে ঐ কষ্টম হৌস কিম্বা ঐ পূর্ব্বোক্ত দফ্তরখানা এই

tom-House or Office as aforesaid shall for all purposes be deemed to be a Shipping Office, and the Officer of Customs or other Officer there, to whom such business is committed, shall for all purposes be deemed to be a Shipping Master within the meaning of this Act.

---

EXAMINATIONS AND CERTIFICATES OF MASTERS AND MATES.

[Examinations.]

IX. Examinations shall be instituted for persons who intend to become masters or mates of Foreign-going ships or of Home-trade ships of a burden exceeding three hundred tons, or who wish to procure certificates of competency hereinafter mentioned.

[Local Government to appoint examiners. Rules for conduct of examination. Fees.]

X. The local Government or any Board or Officer duly authorized by the local Government in that behalf shall from time to time nominate two or more competent persons for the purpose of examining the qualifications of the applicants for examination. The local Government may, with the sanction of the Governor General of India in Council, make rules for the conduct of such examinations and as to the qualifications to be required; and such rules shall be strictly adhered to by all examiners. Fees at the following rates shall be paid by all applicants for examination:—

| | | |
|---|---|---|
| For a certificate as Master | ... 10 | Rupees. |
| Ditto Ditto as Mate ... | ... 5 | ,, |

[Certificates of competency.]

XI. The local Government or such Board or Officer as aforesaid shall deliver to every applicant who is reported by the examiners to have passed the examination satisfactorily, and to have given satisfactory evidence of his sobriety, experience, ability, and general good conduct on boardship, a certificate (hereinafter called a "certificate of competency") to the effect that he is competent to act as master or mate of a Foreign-going ship or of a Home-trade ship of a burden exceeding three hundred tons, as the case may be.

[Certificates of service.]

XII. Certificates of service differing in form from certificates of competency shall be granted as follows, (that is to say)—

1.—Every person who before the passing of this Act has served as master in the British merchant service or as master of any Foreign-going ship registered under Act X. of 1841, or who has attained or shall attain the rank of Lieutenant, Master, passed Mate, or second Mate, or any higher rank, in the service of Her Majesty or of the East India

আইনের অর্থমতে সর্ব্বতোভাবে শিপিং আফিস বলিয়া জ্ঞান হইবেক। ও কষ্টমের কার্য্যকারক সাহেব, কিম্বা তৎস্থানের অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি ঐ কর্ম্ম অর্পণ করা যায় তিনি সর্ব্বতোভাবে শিপিং মাষ্টর জ্ঞান হইবেন ইতি।

---

## কাপ্তানের ও মালিমের ইমতিহান লইবার ও সর্টিফিকট দিবার বিধি।

[ইমতিহান লইবার কথা।]

৯ ধারা। বিদেশগমনীয় জাহাজের কি দেশীয় বাণিজ্য দ্রব্যের তিন শত টনের অধিক বোঝাইয়ের জাহাজের কাপ্তান কি মালিম যাঁহারা হইতে চাহেন, কিম্বা যাঁহারা ইহার পরের লিখিত যোগ্যতার সর্টিফিকট পাইতে চাহেন, তাঁহারদের ইমতিহান লইবার নিয়ম করা যাইবেক ইতি।

[স্থানবিশেষের গবর্ণমেণ্টহইতে পরীক্ষকদিগকে নিযুক্ত করিবার ও ইমতিহান লইবার বিধির ও রসুমের কথা।]

১০ ধারা। যাঁহারা ইমতিহান দিতে প্রার্থনা করেন তাঁহারদের উপযুক্ত হইবার পরীক্ষা লইবারজন্যে স্থানবিশেষের গবর্ণমেণ্ট, কিম্বা সেই কর্ম্মের নিমিত্তে স্থানবিশেষের গবর্ণমেণ্টহইতে নিয়মিতরূপে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন বোর্ড, কি কোন কার্য্যকারক সাহেব, সময়েং দুই কি ততোধিক জন উপযুক্ত সাহেবকে মনোনীত করিবেন। স্থানবিশেষের গবর্ণমেণ্ট হজুর কৌন্সেলে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে এ প্রকারের ইমতিহান লইবার বিধি, ও উপযুক্ত হইবার জন্যে যেপর্য্যন্ত জ্ঞানাদির প্রয়োজন হয় তাহার বিধি করিতে পারিবেন। ও পরীক্ষক সাহেবেরা সেই সকল বিধি অতিদৃঢ়রূপে মানিয়া কার্য্য করিবেন। যাঁহারা ইমতিহান দিতে প্রার্থনা করেন তাঁহারদের এই হিসাবে রসুম দিতে হইবেক অর্থাৎ

| | |
|---|---|
| কাপ্তানের সর্টিফিকট পাইবার জন্যে | ১০৲ টাকা। |
| মালিমের ঐ ঐ | ৫৲ টাকা। |

[যোগ্যতার সর্টিফিকটের কথা।]

১১ ধারা। পরীক্ষক সাহেবেরদের রিপোর্টমতে যাঁহারা খাতিরজমারূপে ইমতিহান দিয়াছেন ও জাহাজে থাকিবার কালে মদ্যপানে পরিমিতাচারের ও অনুশীলনের ও কর্ম্মক্ষমতার ও সাধারণমতে সদাচারের উপযুক্ত প্রমাণ দিয়াছেন, তাঁহারদিগকে স্থানবিশেষের গবর্ণমেণ্ট কিম্বা পূর্ব্বোক্তমতের বোর্ড কি কার্য্যকারক সাহেব সর্টিফিকট দিবেন। সেই সর্টিফিকট এই আইনে "যোগ্যতার সর্টিফিকট" বলা গিয়াছে। সর্টিফিকটের মর্ম্ম এই, তিনি বিদেশগমনীয় কিম্বা বিষয়বিশেষে দেশীয় বাণিজ্যদ্রব্যের তিন শত টনের অধিক বোঝাইয়ের জাহাজের কাপ্তানের কি মালিমের কার্য্য করিবার যোগ্য আছেন ইতি।

[কর্ম্মের সর্টিফিকটের কথা।]

১২ ধারা। যোগ্যতার সর্টিফিকটহইতে কর্ম্মের সর্টিফিকটের পাঠের বিশেষ আছে তাহা এইরূপে পাওয়া যাইতে পারিবেক। অর্থাৎ

১।—এই আইন জারী হইবার পূর্ব্বে যে কেহ ব্রিটনীয় সওদাগরী জাহাজের কাপ্তানের কর্ম্ম করিয়াছেন, কিম্বা ১৮৪১ সালের ১০ আইনমতে রেজিষ্টরীকরা বিদেশগমনীয় কোন জাহাজের কাপ্তানের কর্ম্ম করিয়াছেন, কিম্বা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কি কোম্পানি বাহাদুরের জাহাজে কর্ম্ম করিয়া লেপ্টেনেণ্টের কি কাপ্তানের কি পরীক্ষোত্তীর্ণ মালিমের কি দ্বিতীয় মালিমের পদ

Company, shall be entitled to a certificate of service as master for Foreign-going ships.

2.—Every person who before the passing of this Act has served as mate in the British merchant service or as mate of any such ship as aforesaid shall be entitled to a certificate of service as mate for Foreign-going ships.

3. Every person who before the passing of this Act has served as master or mate of a Home-trade ship of a burden exceeding three hundred tons, shall be entitled to a certificate of service as master or mate (according to such previous service) for such Home-trade ships.

And each of such certificates of service shall contain particulars of the name and of the length and nature of the previous service of the person to whom it is delivered; and the local Government or such other authority as aforesaid shall deliver such certificates of service to the various persons so respectively entitled thereto upon their proving themselves to have attained such rank or to have served as aforesaid, and upon their giving a full and satisfactory account of the particulars aforesaid.

[No Foreign-going ship and no Home-trade ship above 300 tons to go to sea without certificate of master, &c.]

XIII. No Foreign-going ship or Home-trade ship of a burden exceeding three hundred tons shall go to sea from any port in India unless the master and one Officer besides the master have obtained and possess valid and appropriate certificates either of competency or service under this Act or under the Merchant Shipping Act 1854; and whoever, having been engaged to serve as master or mate, goes to sea as aforesaid as such master or mate without being at the time entitled to and possessed of such a certificate as herein-before required, and whoever employs any person as such master or mate without ascertaining that he is at the time entitled to and possessed of such certificate, shall for each such offence be liable to a penalty of five hundred Rupees.

[Certificates for Foreign-going ships available for Home-trade ships.]

XIV. Every certificate of competency for a Foreign-going ship shall be deemed to be of a higher grade than the corresponding certificate for a Home-trade ship, and shall entitle the lawful holder thereof to go to sea in the corresponding grade in such last mentioned ship; but no certificate for a Home-trade ship shall entitle the holder to go to sea as master or mate of a Foreign-going ship.

[Record of grants; cancellations &c. of certificates.]

XV. All certificates, whether of competency or service, shall be made in duplicate; and one part shall be delivered to the person entitled to the certificate, and the other shall be kept and recorded as the local Government shall direct. A note

পাইয়াছেন কি পান, তিনি বিদেশগমনীয় জাহাজের কাপ্তানের কর্ম্মের সর্টিফিকট পাইতে পারিবেন।

২।—এই আইন জারী হইবার আগে যে কেহ ব্রিটনীয় সওদাগরী জাহাজের কি পূর্ব্বোক্তমতের কোন জাহাজের মালিমের কর্ম্ম করিয়াছেন, তিনি বিদেশগমনীয় জাহাজের মালিমের কর্ম্মের সর্টিফিকট পাইতে পারিবেন।

৩।—এই আইন জারী হইবার পূর্ব্বে যেকেহ দেশীয় বাণিজ্যের তিন শত টনের অধিক বোঝাইয়ের জাহাজের কাপ্তানের কি মালিমের কর্ম্ম করিয়াছেন, তিনি (আপনার সেই পূর্ব্বের কর্ম্মানুসারে) দেশীয় বাণিজ্যের জাহাজের কাপ্তানের কি মালিমের কর্ম্মের সর্টিফিকট পাইতে পারিবেন।

ও কর্ম্মের সেইরূপ সর্টিফিকট যাঁহাকে দেওয়া যায় তাঁহার নাম, ও তিনি যত কাল ও যে প্রকারে কর্ম্ম করিয়াছিলেন তাহার বিশেষ কথা, ঐ সর্টিফিকটে লিখিয়া দেওয়া যাইবেক। ও যে২ সাহেবেরা পূর্ব্বোক্তমতের পদপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন ও পূর্ব্বোক্তমতে কর্ম্ম করিয়াছিলেন ইহার প্রমাণ করিয়া, ও পূর্ব্বোক্তমতের বিশেষ কথার সম্পূর্ণ ও হৃদ্বোধজনক বৃত্তান্ত কহিয়া, সেই প্রকারের সর্টিফিকট পাইবার যোগ্য হন তাঁহারদিগকে স্থানবিশেষের গবর্ণমেণ্ট কিম্বা পূর্ব্বোক্তমতের অন্য কার্য্যকারক সাহেব ঐরূপ কর্ম্মের সর্টিফিকট দিবেন।

[বিদেশগমনীয় জাহাজের ও দেশীয় বাণিজ্যের ৩০০ টনের অধিক বোঝাইয়ের জাহাজের কাপ্তানপ্রভৃতির সর্টিফিকট না থাকিলে সেই জাহাজের সমুদ্রে যাইতে না পারিবার কথা।]

১৩ ধারা। বিদেশগমনীয় কোন জাহাজের কিম্বা দেশীয় বাণিজ্যের তিন শত টনের অধিক বোঝাইয়ের জাহাজের কাপ্তান ও তদ্ভিন্ন এক জন মালিম যদি এই আইনমতে কিম্বা ১৮৫৪ সালের সওদাগরী জাহাজের আইনমতে যোগ্যতার কি কর্ম্মের সর্টিফিকট না পাইয়াছেন, ও তাহা যদি তাঁহারদের কাছে না থাকে, তবে সেই জাহাজ ভারতবর্ষের কোন বন্দর ছাড়িয়া সমুদ্রে যাইবেক না। ও যে কেহ কাপ্তানের কি মালিমের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া, তৎকালে পূর্ব্বোক্তমতের সর্টিফিকট পাইবার যোগ্য না হইয়া ও সেইরূপ সর্টিফিকট না পাইয়াও কাপ্তান কি মালিম স্বরূপে উক্তমতে সমুদ্রে যান, সেই লোক—ও সেই কর্ম্ম করিবার সময়ে তদ্রূপ সর্টিফিকট পাইবার যোগ্য আছেন ও তাহা পাইয়াছেন ইহা নিশ্চয়মতে না জানিয়া যে কেহ তাঁহাকে কাপ্তানের কি মালিমের কর্ম্ম দেন তিনিও তদ্রূপ প্রত্যেক অপরাধের জন্যে পাঁচ শত টাকা জরীমানার যোগ্য হইবেন ইতি।

[বিদেশগমনীয় জাহাজের সর্টিফিকট দেশীয় বাণিজ্যের জাহাজে চলন হইতে পারিবার কথা।]

১৪ ধারা। বিদেশগমনীয় জাহাজের নিমিত্তে যোগ্যতার সর্টিফিকট দেশীয় বাণিজ্যের জাহাজের নিমিত্তে সমান প্রকারের সর্টিফিকটহইতে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান হইবেক, ও তাহা ন্যায্যমতে যে লোকের থাকে তিনি সেই সর্টিফিকটের লিখিত সমান শ্রেণীর কর্ম্মকারকস্বরূপে দেশীয় বাণিজ্যের জাহাজে সমুদ্রে যাইতে পারিবেন। কিন্তু দেশীয় বাণিজ্যের জাহাজের নিমিত্তে কোন সর্টিফিকট পাইলে তিনি বিদেশগমনীয় জাহাজের কাপ্তান কি মালিমস্বরূপে সমুদ্রে যাইতে পারিবেন না ইতি।

[সর্টিফিকট দেওয়া কি বাতিলপ্রভৃতি করা রিকার্ড করিবার কথা।]

১৫ ধারা। যোগ্যতার কি কর্ম্মের যে সকল সর্টিফিকট দেওয়া যায় তাহা দোকর করিয়া লেখা যাইবেক, তাহার এক খানি ঐ সর্টিফিকট পাইবার যোগ্য লোককে দেওয়া যাইবেক। অন্য কোথা স্থানবিশেষের গবর্ণমেণ্ট যেমন হুকুম করেন তেমনি রাখিয়া রিকার্ড

of the orders made for cancelling, suspending, altering, or otherwise affecting any certificate in pursuance of the powers herein contained, shall be entered in the record of certificates.

[Loss of certificate.]

XVI. Whenever any master or mate proves to the satisfaction of the local Government or such other authority as aforesaid that he has, without fault on his part, lost or been deprived of any certificate already granted to him, a copy of the certificate to which by the record so kept as aforesaid he appears to be entitled, shall be delivered to him, and shall have all the effect of the original.

[Foregoing provisions not to apply to ships registered under Act X. of 1841, navigated by Asiatic seamen and trading between Indian and Arabian Ports.]

XVII. The foregoing Sections, relating to examinations and certificates of masters and mates, shall not apply to ships registered under Act X. of 1841, and trading between Ports in India and the Coast of Arabia, when such ships are navigated and manned exclusively by Arabs, lascars, or other Asiatic masters and seamen.

---

ENGAGEMENT OF SEAMEN.

[Licenses to procure seamen.]

XVIII. The local Government, or any Board or Officer duly authorized by the local Government in that behalf, may grant to such persons as may be deemed fit, licenses to engage or supply seamen for merchant ships, to continue for such periods, to be upon such terms, and to be revocable upon such conditions as the Government thinks proper.

[Penalties.]

XIX. The following offences shall be punishable as hereinafter mentioned; (that is to say)—

[For supplying seamen without license.]

(1.) If any person not licensed as aforesaid, other than the owner or master or mate of the ship, or some person who is *bonâ fide* the servant and in the constant employ of the owner, or a Shipping Master duly appointed as aforesaid, engages or supplies any seaman to be entered on board any ship, he shall for each seaman so engaged or supplied incur a penalty not exceeding one hundred Rupees.

[For employing unlicensed persons.]

(2.) If any person employs any unlicensed

করা যাইবেক। এই আইনের লিখিত ক্ষমতানুসারে কোন সর্টিফিকট বাতিল করিবার কি স্থগিত রাখিবার কি বদল করিবার কিম্বা তাহার কোনমতে অতিবৃদ্ধি করিবার যে সকল হুকুম হয় তাহার কথা সর্টিফিকটের রিকার্ডে লিখিয়া দিতে হইবেক ইতি।

[সর্টিফিকট হারাণ গেলে তাহার কথা।]

১৬ ধারা। কোন কাপ্তানকে কি মালিমকে যে সর্টিফিকট দেওয়া গিয়াছিল তাহা হারাণ গিয়াছে কিম্বা তাঁহার নিকটহইতে হরণ করা গিয়াছে কিন্তু তাঁহার নিজ দোষেতে নয়, এই কথার প্রমাণ যদি তিনি স্থানবিশেষের গবর্ণমেণ্টের কিম্বা পূর্ব্বোক্তমতের অন্য কার্য্যকারক সাহেবের খাতিরজমামতে করিতে পারেন, তবে পূর্ব্বোক্তমতের রাখা রিকার্ডমতে তাঁহাকে যে সর্টিফিকট পাইবার যোগ্য দেখা যায় তাহার এক কেতা নকল তাঁহাকে দেওয়া যাইবেক, ও তাহার আসলের সমান ফল দর্শিবেক ইতি।

[১৮৪১ সালের ১০ আইনমতে রেজিষ্টরীকরা যে জাহাজ এশিয়া দেশীয় লোকেরা চালায় ও ভারতবর্ষের ও আরব দেশের মধ্যস্থানের নানা বন্দরে বাণিজ্য চালায় তাহার উপর ঐ বিধান না খাটিবার কথা।]

১৭ ধারা। ১৮৪১ সালের ১০ আইনমতে রেজিষ্টরীকরা যে জাহাজ ভারতবর্ষের নানা বন্দরের ও আরবীয় সমুদ্রকূল দেশের মধ্যে বাণিজ্য চালায়, তাহা যদি কেবল আরবীয় লোকেরা কি খালাসীরা কিম্বা এশিয়া দেশের অন্য নাকোদারা ও খালাসীরা চালায়, ও তাহাতে কেবল সেই প্রকারের লোকেরা থাকে তবে কাপ্তানের ও মালিমের ইমতিহান লইবার ও সর্টিফিকট দিবার ইহার পূর্ব্বের নানা ধারার কথা ঐ প্রকারের জাহাজের উপর খাটিবেক না ইতি।

---

মল্লারদিগকে নিযুক্ত করিবার করারের বিধি।

[মল্লারদিগকে যুটাইয়া দিবার পাট্টা।]

১৮ ধারা। স্থানবিশেষের গবর্ণমেণ্ট কিম্বা এই কর্ম্মের নিমিত্তে ঐ গবর্ণমেণ্টহইতে নিয়মিতরূপে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন বোর্ড কি কার্য্যকারক সাহেব যে লোকদিগকে উপযুক্ত জ্ঞান করেন তাহারদিগকে সওদাগরী জাহাজের মল্লারদিগকে নিযুক্ত করিয়া রাখিবার কি যুটাইয়া দিবার পাট্টা দিবেন। ও সেই গবর্ণমেণ্ট যত কাল ও যে নিয়ম উচিত বোধ করেন, এ পাট্টা তত কালপর্য্যন্ত সেই নিয়মমতে বহাল থাকিবেক, ও যে নিয়ম উচিত বোধ করেন সেই নিয়মমতে ঐ পাট্টা বাতিল হইতে পারিবেক ইতি।

[দণ্ডের কথা।]

১৯ ধারা। যে২ অপরাধের যে দণ্ড ইহার পরে লেখা যাইতেছে সেই২ অপরাধের সেই২ দণ্ড হইবেক। অর্থাৎ

[পাট্টা না পাইয়া মল্লারদিগকে যুটাইয়া দিবার দণ্ড।]

(১।) জাহাজের স্বামী কি কাপ্তান কি মালিমছাড়া, কিম্বা যে জন প্রকৃতভাবে ঐ স্বামির চাকর হইয়া নিয়ত তাঁহার কর্ম্মে থাকে সেই জনছাড়া, কিম্বা পূর্ব্বোক্তমতে নিয়মিতরূপে নিযুক্ত শিপিং মাষ্টরছাড়া, কোন লোক যদি সেই প্রকারের পাট্টা না পাইয়া কোন জাহাজে ভর্ত্তি হইবার জন্যে কোন লোককে নিযুক্ত করিয়া রাখে কি যুটাইয়া দেয়, তবে সেই প্রকারের নিযুক্ত করিয়া রাখা কি যুটাইয়া দেওয়া এক২ জনের উপর তাহার এক শত টাকাপর্য্যন্ত জরীমানা লাগিবেক।

[যাহারা পাট্টা না পাইয়াছে তাহারদিগকে সেই কর্ম্ম দিবার দণ্ড।]

(২।) পূর্ব্বোক্তমতের বর্জ্জিত লোকছাড়া, যাহার

person, other than persons so excepted as aforesaid, for the purpose of engaging or supplying any seaman to be entered on board any ship, he shall for each seaman so engaged or supplied incur a penalty not exceeding one hundred Rupees, and, if licensed, shall in addition forfeit has license.

[For receiving seamen illegally supplied.]

(3.) If any person knowingly receives or accepts to be entered on board any ship any seaman who has been engaged or supplied contrary to the provisions of this Act, he shall for every seaman so engaged or supplied incur a penalty not exceeding one hundred Rupees.

[Penalty for receiving remuneration from seamen for shipping them.]

XX. If any person demands or receives, either directly or indirectly, from any seaman, or from any person seeking employment as a seaman, or from any person on his behalf, any remuneration whatever, other than the fees hereby authorized, for providing him with employment, he shall for every such offence incur a penalty not exceeding fifty Rupees, and, if licensed as aforesaid, shall in addition forfeit his license.

[Agreements with seamen. Proviso as to forms for British or Colonial ships. Proviso where lascars are shipped.]

XXI. The master of every ship except ships of a burden not exceeding three hundred tons employed only in the Home-trade, shall enter into an agreement with every seamen whom he carries to sea from any Port in India as one of his crew, in the manner hereinafter mentioned; and every such agreement shall be in a form sanctioned by the Governor General of India in Council, and shall be dated at the time of the first signature thereof, and shall be signed by the master before any seaman signs the same, and shall contain the following particulars as terms thereof; (that is to say)—

1.—The nature, and as far as practicable, the duration of the intended voyage or engagement.

2.—The number and description of the crew, specifying how many are engaged as sailors.

3.—The time at which each seaman is to be on board or to begin work.

4.—The capacity in which each seaman is to serve.

5.—The amount of wages which each seaman is to receive.

6.—A scale of the provisions which are to be furnished to each seaman.

7.—Any regulations as to conduct on board, and as to fines, short allowance of provisions, or other lawful punishments for misconduct, which have been sanctioned by the Government as regulations proper to be adopted and which the parties agree to adopt.

[*Government Gazette*, 22*nd February*, 1859.]

পাট্টা নাই এমত অন্য কোন লোককে যদি কেহ কোন জাহাজে ভর্ত্তি হইবার জন্যে কোন মল্লাকে নিযুক্ত করিয়া রাখিবার কি যুটাইয়া দিবার কর্ম্ম দেয়, তবে সেই প্রকারের নিযুক্ত করিয়া রাখা কি যুটাইয়া দেওয়া এক২ জনের উপর তাহার এক শত টাকাপর্য্যন্ত জরীমানা লাগিবেক, ও সে আপনি যদি পাট্টাদার লোক হয় তবে তাহার পাট্টাও রদ্দ হইবেক।

[মল্লারদিগকে বেআইনীমতে যুটাইয়া দেওয়া গেলে তাহারদিগকে গ্রাহ্য করিবার দণ্ড।]

(৩।) এই আইনের বিধান না মানিয়া যাহাকে নিযুক্ত করিয়া রাখা গেল কি যুটাইয়া দেওয়া গেল এমত কোন লোককে যদি কেহ জানিয়াশুনিয়া কোন জাহাজে ভর্ত্তি হইবার জন্যে গ্রহণ কি গ্রাহ্য করে, তবে সেই প্রকারের নিযুক্ত করিয়া রাখা কি যুটাইয়া দেওয়া এক২ জনের উপর তাহার এক শত টাকাপর্য্যন্ত জরীমানা লাগিবেক।

[মল্লারদিগকে জাহাজে ভর্ত্তি করিবার জন্যে ইনাম লইবার দণ্ড।]

২০ ধারা। কোন মল্লার, কিম্বা মল্লার কর্ম্ম যে জন চাহে তাহার কর্ম্ম করাইয়া দিবার জন্যে যদি কেহ এই আইনের নির্দ্ধারিত রসুমছাড়া তাহার স্থানে, কি তাহার নিমিত্তে অন্য লোকের স্থানে, স্পষ্টরূপে কি চক্রান্তে কিছু ইনাম চাহে কি লয়, তবে তদ্রূপ এক২ অপরাধের জন্যে ঐ লোকের পঞ্চাশ টাকাপর্য্যন্ত জরীমানা লাগিবেক, ও সে যদি পাট্টাদার লোক হয় তবে তাহার পাট্টাও রদ্দ হইবেক ইতি।

[মল্লারদের সঙ্গে করারের কথা। ব্রিটনীয় জাহাজের কি ব্রিটনীয়েরদের বসতিস্থানের জাহাজের নিমিত্তে পাঠের বর্জ্জিত কথা। খালাসীরা ভর্ত্তি হইলে তাহারদের বর্জ্জিত কথা।]

২১ ধারা। কেবল দেশীয় বাণিজ্যের তিন শত টনের অনধিক বোঝাইয়ের জাহাজছাড়া, অন্য২ জাহাজের কাপ্তান যে কোন মল্লাকে আপন জাহাজের লোক বলিয়া ভারতবর্ষের কোন বন্দরহইতে সমুদ্রে লইয়া যান, তিনি তাহার সঙ্গে ইহার পরের লিখিতমতে একরার করিবেন। ও হজুর কৌন্সেলে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর ঐ একরারনামা লিখিবার যে পাঠ মঞ্জুর করেন সেই পাঠে তাহা লিখিতে হইবেক, ও তাহাতে যে তারিখে প্রথমে দস্তখৎ করা যায় সেই তারিখ দিতে হইবেক, ও তাহাতে কোন মল্লার দস্তখৎ করিবার আগে কাপ্তান দস্তখৎ করিবেন ও ঐ একরারের নানা দফা বলিয়া এই২ বিশেষ কথা তাহাতে লিখিতে হইবেক অর্থাৎ।

১।—যাত্রার ও করারের ভাব ও যত দিনের নিমিত্তে করার হয় কিম্বা লক্ষিত স্থানে পঁহুছিতে যত দিন লাগিবেক তাহা যেপর্য্যন্ত অনুভব হয় তাহার কথা।

২। জাহাজী লোকেরদের সংখ্যা ও কর্ম্মাদি ও তাহারদের কত জন মল্লা আছে তাহার বিশেষ কথা।

৩। মল্লার যে সময়ে জাহাজে যাইতে হইবেক ও যে সময়ে কর্ম্ম সুরু করিতে হইবেক তাহার কথা।

৪। মল্লার যে কর্ম্ম করিতে হইবেক তাহার কথা।

৫। মল্লা যত বেতন পাইবেক তাহার কথা।

৬। এক২ জনের যত রসদ দেওয়া যাইবেক তাহার ফর্দ্দ।

৭। জাহাজে যেরূপ আচার করিতে হইবেক তাহার ও জরীমানার ও রসদ কম করিবার কিম্বা অনুচিত কর্ম্মের ন্যায্য অন্য দণ্ডের যে বিধি চলন হইবার উপযুক্ত বলিয়া গবর্ণমেণ্টহইতে মঞ্জুর হয় ও উভয় পক্ষ মানিতে স্বীকার করে তদ্রূপ কোন বিধির কথা।

And every such agreement shall be so framed as to admit of stipulations, to be adopted at the will of the master and seaman in each case (not being inconsistent with the provisions of this Act), as to advance of wages and supply of warm clothing, and may contain any other stipulations which are not contrary to law. Provided that, if the master of any ship belonging to the United Kingdom or any British possession has an agreement with his crew made in due form according to the law of the place to which such ship belongs or in which her crew were engaged, and engages single seaman in any Port in India, such seaman may sign the agreement so made, and it shall not be necessary for them to sign an agreement under this Act. Provided also that, in the case of lascars or other native seamen, when it shall be agreed that the service of any such seaman shall end at any Port not in India the agreement shall contain stipulations for providing for such seamen fit employment on board some other vessel bound to the Port at which he was shipped, or such other Port as may be agreed on, or for providing for him a passage to some such Port as aforesaid free of charge, or on such other terms as may be agreed on; and every such stipulation shall be signed by the owner of the vessel or by the master on his behalf.

[For Foreign-going ships such agreements, except in special cases, to be made before and attested by a Shipping Master.]

XXII. In the case of all Foreign-going ships, in whatever part of Her Majesty's Dominions the same are registered, the following rules shall be observed with respect to agreements; (that is to say)—

[Agreement to be signed by seaman.]

1.— Every agreement made in any Port in India (except in such cases of agreements with substitutes as are hereafter specially provided for) shall be signed by each seaman in the presence of a Shipping Master.

[Shipping Master to cause agreement to be explained to seaman.]

2.—Such Shipping Master shall cause the agreement to be read over and explained to each seaman, in a language understood by him, or shall otherwise ascertain that each seaman understands the same before he signs it, and shall attest each signature.

[To be in duplicate.]

3.— When the crew is first engaged the agreement shall be signed in duplicate, and one part shall be retained by the Shipping Master, and the other part shall contain a special place or form for the descriptions and signatures of substitutes or persons engaged subsequently to the first departure of the ship, and shall be delivered to the Master.

[Provision for substitutes.]

4.—In the case of substitutes engaged in the place of seamen who have duly signed the agree-

আরও ঐ একরারনামা এমন লিখিতে হইবেক যে, তাহাতে বেতন আগাম দিবার ও গরম কাপড় দিবার বিষয়ে এই আইনের অসঙ্গত না হয় এমত কোন নিয়ম দেওয়া যাইতে পারিবেক, ও কাপ্তান ও মল্লা সেই নিয়ম আপনং ইচ্ছামতে স্বীকার করিতে পারিবেন। ও অন্য যে কোন নিয়ম আইনবিরুদ্ধ না হয় তাহাও তাহাতে লেখা যাইতে পারিবেক। পরন্তু গ্রেট ব্রিটন ও ঐরলাণ্ড দেশের কিম্বা ব্রিটনীয়েরদের অধিকৃত কোন দেশের কোন জাহাজ যে স্থানে আছে কিম্বা জাহাজীয় লোকেরা যে স্থানে ভর্ত্তি হইয়াছিল সেই স্থানের আইনানুসারে জাহাজী লোকেরদের সঙ্গে করা কোন করার ঐ জাহাজের কাপ্তান সাহেবের নিকটে থাকিতে যদি তিনি ভারতবর্ষের কোন বন্দরে মল্লাদিগকে একং জন করিয়া নিযুক্ত করেন তবে তৎকালে যে করার করা যায় তাহাতে ঐং মল্লা দস্তখৎ করিতে পারিবেক ও এই আইনমতের একরারনামাতে তাহারদের দস্তখৎ করিবার আবশ্যক হইবেক না। আরো লস্করদিগকে কিম্বা এদেশীয় অন্য খালাসীদিগকে নিযুক্ত করা গেলে যদি ভারতবর্ষের বাহিরের কোন বন্দরে ঐ খালাসীর কর্ম্ম শেষ হইবার একরার হয়, তবে যে বন্দরে জাহাজে ভর্ত্তি হইয়াছিল সেই বন্দরে কিম্বা অন্য যে বন্দরের করার হয় সেই বন্দরে গমনশীল অন্য কোন জাহাজে তাহার উপযুক্ত কোন কর্ম্ম করাইয়া দিবার কিম্বা তাহাকে বিনা খরচে জাহাজে পাঠাইবার করার কিম্বা অন্য যে করারে উভয় পক্ষ সম্মত হয় এমত কোন করার ঐ একরারনামাতে লেখা থাকিবেক ও সেই প্রকারের প্রত্যেক নিয়মপত্রে জাহাজের স্বামী কিম্বা তাঁহার তরফে কাপ্তান সাহেব দস্তখৎ করিবেন।

[বিদেশগমনীয় জাহাজের ঐ একরারনামা কেবল বিশেষ স্থলছাড়া শিপিং মাষ্টরের সম্মুখে করিবার ও তাহাতে দস্তখৎ করিবার কথা।]

২২ ধারা। বিদেশগমনীয় জাহাজ শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর রাজ্যের যে কোন স্থানে রেজিষ্টরী করা যাউক সেই সকল জাহাজে একরারনামার এইং বিধি মানিতে হইবেক। অর্থাৎ

[একরারনামায় মল্লার দস্তখৎ করিবার কথা।]

১।—ভারতবর্ষের কোন বন্দরে যে সকল একরারনামা করা যায় তাহাতে একং জন মল্লা শিপিং মাষ্টরের সাক্ষাতে দস্তখৎ করিবেক। কিন্তু বদলীরদের সঙ্গে যে একরার করা যায় তাহার অন্য বিধি ইহার পরে বিশেষ করিয়া করা যাইতেছে।

[ঐ একরারনামার মর্ম্ম মল্লাকে বুঝাইয়া দিবার কথা।]

২।—একং জন মল্লা যে ভাষা বুঝিতে পারে সেই ভাষাতে শিপিং মাষ্টর সাহেব তাহার নিকটে ঐ একরারনামা পাঠ করাইয়া বুঝাইয়া দিবেন, কিম্বা একং জন মল্লা তাহাতে দস্তখৎ করিবার আগে তাহা নিতান্ত বুঝিয়াছে ইহা নিশ্চয়মতে জানিবেন, ও একং জনের সহীতে তিনিও সাক্ষিমতে দস্তখৎ করিবেন।

[তাহা দোকর করিয়া হইবার কথা।]

৩।—জাহাজী লোকসকল প্রথমে যে সময়ে নিযুক্ত হয় সেই সময়ে ঐ একরারনামার দোকর কেতায় দস্তখৎ করা যাইবেক এক কেতা শিপিং মাষ্টর সাহেব রাখিবেন, ও বদলীরদের কিম্বা জাহাজ প্রথমবার চলিয়া গেলে পর যে লোকেরা ভর্ত্তি হয় তাহারদের নামাদি লিখিবার ও দস্তখৎ করিবার বিশেষ স্থান কি পাই ঐ একরারনামার দ্বিতীয় কেতায় থাকিবেক ও তাহা কাপ্তান সাহেবকে দেওয়া যাইবেক।

[বদলীরদের বিধি।]

৪।—মল্লারা ঐ একরারনামায় নিয়মিতরূপে দস্তখৎ করিলে পর ও জাহাজ খুলিয়া সমুদ্রপথে পঁহুছিলে

ment, and whose services are lost within twenty-four hours of the ship's putting to sea by death, desertion, or other unforeseen cause, the engagement shall, when practicable, be made before some Shipping Master duly appointed in the manner hereinbefore specified; and whenever such last mentioned engagement cannot be so made, the master shall, before the ship puts to sea if practicable, and if not as soon afterwards as possible, cause the agreement to be read over and explained to the seamen; and the seamen shall thereupon, sign the same in the presence of a witness, who shall attest their signatures.

[Foreign-going ships making short voyages may have running agreements.]

XXIII. In the case of Foreign-going ships making voyages averaging less than six months in duration, running agreements with the crew may be made to extend over two or more voyages, so that no such agreement shall extend beyond the next following 30th day of June or 31st day of December, or the first arrival of the ship at her Port of destination in India after such date, or the discharge of cargo consequent upon such arrival; and every person entering into such agreement, whether engaged upon the first commencement thereof or otherwise, shall enter into and sign the same in the manner hereby required for other Foreign-going ships; and every person engaged thereunder, if discharged in any Port in India, shall be discharged in the manner hereby required for the discharge of seamen belonging to other Foreign-going ships.

(To be continued.)

---

THE 12TH FEBRUARY 1859.

The following Act passed by the Legislative Council of India, received the assent of the Right Honorable the Governor General on the 7th February 1859, and is hereby promulgated for general information:—

ACT No. III. OF 1859.

*An Act for conferring Civil jurisdiction in certain cases upon Cantonment Joint Magistrates, and for constituting those Officers Registers of Deeds.*

[Preamble.]

WHEREAS it is expedient that Cantonment Joint Magistrates should be invested with Civil jurisdiction in certain cases within the local limits of their Criminal jurisdiction, and that they should also be appointed Registers of Deeds within the same limits; It is enacted as follows:—

[Executive Government may invest Cantonment Joint Magistrates with Civil jurisdiction in certain cases.]

I. It shall be competent to the Governor Ge-

পর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যদি তাহারদের কেহ মরে কি পলায় কিম্বা পূর্ব্বের অজ্ঞাত কোন কারণে যদি কর্ম্ম করিতে না পারে, তবে তাহারদের স্থানে যে বদলীরা নিযুক্ত হয় তাহারদের সঙ্গে যে করার হয় তাহা ইহার পূর্ব্বের নির্দ্দিষ্টমতে নিয়মিতরূপে নিযুক্ত কোন শিপিং মাষ্টর সাহেবের সম্মুখে করা যাইতে পারিলে সেইরূপে করা যাইবেক। কিন্তু যদি শেষোক্ত করার সেই প্রকারে করা যাইতে না পারে তবে কাপ্তান সাহেব, জাহাজের সমুদ্রে পঁহুছিবার আগে করিতে পারিলে তখন, নতুবা তাহার পর যত শীঘ্র হইতে পারে তত শীঘ্র করিয়া, ঐ লোকেরদের নিকটে ঐ একরারনামা পাঠ করাইয়া বুঝাইয়া দিবেন, তাহাতে সেই লোকেরা কোন সাক্ষির গোচরে তাহাতে দস্তখৎ করিবেক ও সেই সাক্ষীও তাহারদের সহীর প্রমাণে দস্তখৎ করিবেক।

[বিদেশগমনীয় যে জাহাজ অল্প দূরের স্থানে যায় সেই জাহাজের চলতি করার করিবার কথা।]

২৩ ধারা। যে স্থানে যাইতে আসিতে গড়ে ছয় মাসের কম লাগে এমত স্থানে যদি বিদেশগমনীয় জাহাজ গিয়া থাকে, তবে জাহাজের লোকেরদের সঙ্গে দুই কি ততোধিকবার গমনাগমন করিবার এক করার করা যাইতে পারিবেক, কিন্তু তৎপর জুন মাসের ৩০ তারিখ কি ডিসেম্বর মাসের ৩১ তারিখের অধিক কালের নিমিত্তে, কিম্বা সেই তারিখের পর জাহাজ ভারতবর্ষের যে বন্দরে যাইবেক সেই বন্দরে প্রথম পঁহুছিবার অধিক কালের নিমিত্তে, কিম্বা পঁহুছিলে পর বোঝাই দ্রব্য উবরাইয়া দিবার অধিক কালের নিমিত্তে ঐ করার না চলে। ও সেই প্রকারের করার যে কোন লোক করেন সে ঐ করার প্রথম হইবার সময়অবধি তাহাতে বদ্ধ হউক কি তাহার পরে বা হউক, সে লোক বিদেশগমনীয় অন্য জাহাজের নিমিত্তে এই আইনে যেরূপে আজ্ঞা হইয়াছে সেইরূপে ঐ করার করিয়া একরারনামায় দস্তখৎ করিবেক। ও সেই করারে নিযুক্ত কোন লোককে যদি ভারতবর্ষের কোন বন্দরে বিদায় করা যায়, তবে বিদেশগমনীয় অন্য২ জাহাজের লোকদিগকে বিদায় করিবার এই আইনের বিধিমতে তাহারদিগকে বিদায় করা যাইবেক হয়।

[ইহার অবশিষ্ট আগামিতে প্রকাশ হইবেক।]

---

ইঙ্গরেজী ১৮৫৯ সাল ১২ ফেব্রুআরি।

ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কৌন্সেলের জারীকরা এই আইনেতে শ্রীযুত রাইট অনরবিল গবরনর জেনরল বাহাদুর ইঙ্গরেজী ১৮৫৯ সাল ৭ ফেব্রুআরি তারিখে সম্মতি প্রকাশ করিলেন, এইক্ষণে সেই আইন সর্ব্ব সাধারণের জ্ঞাত হইবার জন্যে প্রকাশ করা যাইতেছে।

ইঙ্গরেজী ১৮৫৯ সাল ৩ আইন।

সৈন্যেরদের ছাউনি স্থানের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগকে কোন২ স্থলে দেওয়ানী কার্য্য করিবার ক্ষমতা দেওনের, ও তাঁহারদিগকে দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টর করণের আইন।

[হেতুবাদ।]

সৈন্যেরদের ছাউনি স্থানের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরদের ফৌজদারী কার্য্য করিবার ক্ষমতা যে সীমার মধ্যে থাকে সেই সীমার মধ্যে তাঁহারদিগকে কোন২ গতিকে দেওয়ানী কার্য্য করিবার ক্ষমতা দেওয়া বিহিত, ও সেই সীমার মধ্যে তাঁহারদিগকে দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টরের পদে নিযুক্ত করা বিহিত, এই কারণে এই২ হুকুম হইল।

[কোন২ গতিকে সৈন্যেরদের ছাউনি স্থানের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগকে দেওয়ানী কার্য্য করিতে, কর্ত্তৃত্বকারি গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা দিবার কথা।]

১ ধারা। হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত গবরনর জেনরল

neral in Council and to the Executive Government of any Presidency or place to invest the Joint Magistrate of any Military Cantonment Bazar or Station, within the limits of their respective Governments, with Civil jurisdiction. Every Joint Magistrate so invested shall have power to hear and determine actions of debt and other personal actions in which the value in question shall not exceed the sum of two hundred Rupees and which shall not involve any dispute of caste or any right of real property, against any person who at the time when the cause of action arose and at the time of the institution of the suit shall have been or shall be subject to the Articles of War for the Native Army or residing or carrying on trade or business within the limits of such Military Cantonment Bazar or Station, and not subject to any Articles of War made by Her Mejesty.

[Part of Act XI. of 1841 suspended in Cantonments where Joint Magistrates are so invested with Civil jurisdiction.]

II. Whenever the Joint Magistrate of any Military Cantonment Bazar or Station shall be invested with Civil jurisdiction under the provisions of the preceding Section, and so long as he shall remain so invested, so much of Act XI. of 1841 as authorizes the Commanding Officers of Stations or Cantonments to convene Military Courts of Requests for the trial of actions of debt and other personal actions as aforesaid, shall be suspended within the limits of such Cantonment Bazar or Station.

[Also the Rules in force in the Madras and Bombay Presidencies for the trial of small suits in Military Bazars.]

III. Whenever in either of the Presidencies of Madras or Bombay an Officer shall be invested with Civil jurisdiction as aforesaid, and so long as he shall remain so invested, the Rules for the trial of small suits in Military Bazars at Cantonments and Stations occupied by the Troops of those Presidencies respectively, shall cease to have effect within the jurisdiction of such Officer.

[Persons amenable to the Articles of War for the Native Army, to be sued before Cantonment Joint Magistrates invested with Civil jurisdiction, and not elsewhere.]

IV. Whenever the Joint Magistrate of any Military Cantonment Bazar or Station shall be invested with Civil jurisdiction under the provisions of this Act, no person amenable to the Articles of War for the Native Army who may be liable to be sued before such Joint Magistrate for any cause of action cognizable by him, shall be sued elsewhere.

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৪১। ২২ ফেব্রুআরি।]

বাহাদুর ও কোন রাজধানীর কি স্থানের কর্ত্তৃকারি গবর্ণমেণ্ট আপনং গবর্ণমেণ্টের সীমার অন্তঃপাতি সৈন্যেরদের কোন ছাউনি স্থানের কি বাজারের কি মোকামের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে দেওয়ানী কার্য্যের ক্ষমতা দিতে পারিবেন। যে কোন জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে সেই প্রকারের ক্ষমতা দেওয়া যায়, তিনি এইং প্রকারের মোকদ্দমা শুনিয়া নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন। অর্থাৎ, যাহার নামে নালিশ হয় সেই জন যদি মোকদ্দমার কারণ হইবার সময়ে ও মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার সময়ে, এদেশীয় পল্টনের নিমিত্তে যুদ্ধসম্পর্কীয় আইনের অধীন ছিল কি হয়, কিম্বা সৈন্যেরদের সেং ছাউনি স্থানের কি বাজারের কি মোকামের সীমার মধ্যে বাস করিতেছিল, কি বাণিজ্য কি ব্যবসায় করিতেছিল, ও শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর করা কোন যুদ্ধসম্পর্কীয় আইনের অধীন না ছিল, তবে সেই লোকের নামে, বিবাদি বিষয়ের মূল্য দুই শত টাকার অধিক না হইলে এমত কোন কর্জ্জের কি খেসারৎপ্রভৃতির দেওয়ানী যে নালিশে জাতির কোন বিবাদ কিম্বা স্থাবর সম্পত্তির কোন স্বত্বাধিকারের কথা মিশ্রিত না হয়, এমত নালিশ শুনিয়া বিচার করিতে পারিবেন ইতি।

[সৈন্যেরদের ছাউনির যে স্থানে জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা সেই প্রকারে দেওয়ানীর ক্ষমতা পান সেই স্থানে ১৮৪১ সালের ১১ আইনের এক ভাগ স্থগিত হইবার কথা।]

২ ধারা। সৈন্যেরদের কোন ছাউনি স্থানের কি মোকামের কি বাজারের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে ইহার পূর্ব্বের ধারামতে যখন দেওয়ানী কার্য্য করিবার ক্ষমতা দেওয়া যায় তখন, ও তাঁহার সেই ক্ষমতা যত কাল থাকে তত কালপর্য্যন্ত, সৈন্যেরদের মোকামের কি ছাউনি স্থানের প্রধান সেনাপতি সাহেবদিগকে কর্জ্জের নালিশের ও উক্ত প্রকারের খেসারৎপ্রভৃতির দেওয়ানী অন্য মোকদ্দমার বিচারের নিমিত্তে সৈন্যসম্পর্কীয় কোর্ট রিক্বেষ্ট করিবার ক্ষমতা ১৮৪১ সালের ১১ আইনের যে ভাগে দেওয়া গিয়াছে সেই ভাগ ঐ ছাউনি স্থানের কি বাজারের কি মোকামের সীমার মধ্যে স্থগিত থাকিবেক ইতি।

[ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই রাজধানীতে সৈন্যেরদের বাজারে ক্ষুদ্র মোকদ্দমার বিচারের যে বিধি আছে তাহার কথা।]

৩ ধারা। মান্দ্রাজ কি বোম্বাই রাজধানীতে যখন কোন সেনাপতি সাহেবকে দেওয়ানী কার্য্য করিবার সেই প্রকারের ক্ষমতা দেওয়া যায় তখন, ও তাঁহার সেই ক্ষমতা যত কাল থাকে তত কালপর্য্যন্ত, ঐং রাজধানীর সৈন্যেরদের ছাউনি স্থানের ও মোকামের বাজারে ক্ষুদ্র মোকদ্দমার বিচারের যে বিধি আছে তাহা ঐ সেনাপতি সাহেবের এলাকার মধ্যে চলন থাকিবেক না ইতি।

[এদেশীয় সৈন্যেরদের যুদ্ধসম্পর্কীয় আইনের তাবেদার কোন লোকের নামে, ছাউনি স্থানের দেওয়ানী কার্য্যের ক্ষমতাপ্রাপ্ত জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবছাড়া, অন্য কাহার নিকটে নালিশ না হইবার কথা।]

৪ ধারা। যখন এই আইনের বিধানমতে সৈন্যেরদের কোন ছাউনি স্থানের কি বাজারের কি মোকামের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে দেওয়ানী কার্য্য করিবার ক্ষমতা দেওয়া যায়, তখন ঐ জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিচার্য্য মোকদ্দমার কোন হেতু ধরিয়া এদেশীয় সৈন্যেরদের নিমিত্তে যুদ্ধসম্পর্কীয় আইনের অধীন যে কোন লোকের নামে তাঁহার নিকটে নালিশ হইতে পারে, তাহার নামে অন্য স্থানে নালিশ হইবেক না ইতি।

[Saving of Rules in force in the Madras Presidency for the trial by Punchayet of suits against Military persons.]

V. Provided that nothing in the preceding Sections shall be held to alter or affect the Rules in force in the Madras Presidency for the trial by Punchayet of suits against Military persons belonging to that Presidency.

[মান্দ্রাজ রাজধানীতে পল্টনের লোকেরদের নামে মোকদ্দমার বিচার পঞ্চায়তের দ্বারা হইবার বিধি বজায় থাকিবার কথা ]

৫ ধারা। পরন্তু মান্দ্রাজ রাজধানীর পল্টনসংক্রান্ত লোকের নামে মোকদ্দমার বিচার পঞ্চায়তের দ্বারা হইবার যে বিধি ঐ রাজধানীতে চলন আছে, তাহার পরিবর্ত্তন কি ব্যতিক্রম ইহার পূর্ব্বের কোন ধারারকোন কথাতে হইল এমত জ্ঞান করিতে হইবেক না ইতি।

[Trader not to recover any debt unless registered as a Military Bazar-man.]

VI. No person carrying on trade or business within the limits of any Military Cantonment, or who shall have carried on trade or business within any such limits, shall be allowed to recover in any Court held under this Act any debt contracted in the way of such trade or business or the loan of money within any such Cantonment, by any person subject to the jurisdiction of such Court, unless the person seeking to recover the debt shall, at the time of contracting the same, have been registered as a Military Bazar-man within such Cantonment.

[ব্যবসায়ি লোক পল্টনের বাজারের লোক বলিয়া রেজিষ্টরী না হইলে তাহার কোন কর্জ্জ আদায় করিতে না পারিবার কথা।]

৬ ধারা। সৈন্যসম্পর্কীয় কোন ছাউনি স্থানের সীমার মধ্যে যে কোন লোক বাণিজ্য কি ব্যবসায় করিয়াছে কি করে, তাহার ঐ ছাউনি স্থানের মধ্যে সেই বাণিজ্য কি ব্যবসায় সম্পর্কে এই আইনমতের স্থাপিত আদালতের এলাকার অধীন কোন লোকের স্থানে যে টাকা পাওনা হয়, কিম্বা কর্জ্জ দেওয়া যে টাকা পাওনা থাকে, তাহা ফিরিয়া পাইতে চাহিলে, যদি সেই কর্জ্জ হইবার সময়ে সেই লোক ঐ ছাউনি স্থানের মধ্যে পল্টনের বাজারের লোক বলিয়া রেজিষ্টর না হইয়াছিল, তবে সেই আদালতে ঐ টাকা আদায় করিতে পারিবেক না ইতি।

[Procedure in cases tried under this Act. No revision or Appeal. Execution of decrees.]

VII. In cases instituted under the provisions of this Act, the plaintiff shall prefer his claim in writing to the Court of the Joint Magistrate having jurisdiction over the same, and if the defendant be a Native Officer or Soldier or a Mustered Camp Follower, the summons to appear and answer to the claim shall be transmitted, for the purpose of being served on the defendant, to the Commanding Officer of the Corps or Detachment to which such defendant may belong; and the Commanding Officer shall return the summons to the Joint Magistrate, with the acknowledgment of the defendant endorsed thereon; or if the summons cannot be served, the reason of the non-service shall be stated. In other respects the rules of procedure and all other rules contained in Act XI. of 1841 *(for consolidating and amending the Regulations concerning Military Courts of Requests for Native Officers and Soldiers in the service of the East India Company)* shall be applicable to such cases, and to the execution of the decrees passed therein, so far as the same are applicable: provided that the decisions of the Joint Magistrate in cases cognizable by him under this Act, shall not be open to revision or appeal: and provided further that it shall not be necessary to publish in Station Orders the decrees passed in such cases before they are carried into execution, and the Joint Magistrate passing the decree shall determine whether the execution shall be general or special and shall proceed of his own authority with the execution.

[মোকদ্দমা অমূলক হইলে ও সম্ভাবিত কারণ বিনা উপস্থিত করা গেলে আসামীর ক্ষতিপূরণের কথা।]

৭ ধারা। এই আইনের বিধানমতে মোকদ্দমা করিবার নিয়ম এই। ঐ মোকদ্দমাতে যে জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এলাকা থাকে তাঁহার আদালতে ফরিয়াদী আপনার দাওয়া লিখিয়া দাখিল করিবেক। পরে আসামী যদি এদেশীয় হুদ্দাদার কি সিপাহী কি রোলে লেখা কাম্প ফলঅর অর্থাৎ ছাউনির সংক্রান্ত লোক হয়, তবে সে উপস্থিত হইয়া দাওয়ার জওয়াব করে এই মর্ম্মের সমন তাহার উপর জারী হইবার কারণে, সেই আসামী যে কোরের কি ডিটাচমেণ্টের লোক হয় তাহার প্রধান সেনাপতি সাহেবের নিকটে পাঠাইতে হইবেক। ও আসামী সমন পাইয়াছে এই কথায় সমনের পৃষ্ঠে সহী করিলে, ঐ সেনাপতি সাহেব ঐ সমন জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে ফিরিয়া পাঠাইবেন। কিম্বা যদি সমন জারী হইতে পারে নাই, তবে তাহার জারী না হইবার কারণ তাহাতে লেখাইবেন। অন্য সকল বিষয়ে, "ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীন এদেশীয় সেনাপতি ও সেনারদের নিমিত্তে সৈন্যসম্পর্কীয় কোর্ট রিক্বেষ্টের বিষয়ি আইন শুধরণপূর্ব্বক এক আইনে সংগ্রহ করণের নিমিত্তে আইন" নামে ১৮৪১ সালের ১১ আইনে মোকদ্দমার কার্য্য করিবার যে বিধি ও অন্য যে সকল বিধি আছে, তাহা এই মোকদ্দমার উপর, ও তাহাতে যে ডিক্রী হয় সেই ডিক্রীজারীর উপর যেপর্য্যন্ত খাটিতে পারে সেইপর্য্যন্ত খাটিবেক। পরন্তু এই আইনমতে জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের যে সকল মোকদ্দমা বিচার্য্য হয় তাহাতে তাঁহার নিষ্পত্তির পুনর্বিচার কি তাহার উপর আপীল হইতে পারিবেক না। আরো সেই প্রকারের মোকদ্দমাতে যে ডিক্রী হয় তাহা জারী হইবার আগে ষ্টেশন অর্ডরে প্রকাশ করিবার আবশ্যক হইবেক না, ও সেই ডিক্রী সাধারণমতে কি বিশেষমতে জারী হইবেক এই কথা যে জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেব ডিক্রী করিয়াছিলেন তিনি নির্দ্ধার্য্য করিবেন, ও আপন ক্ষমতামতে, ডিক্রীজারীর কার্য্য করিবেন ইতি।

[Compensation may be awarded to a defendant if suit be groundless and instituted without probable cause.]

VIII. If the claim of the plaintiff be dismiss-

৮ ধারা। যদি ফরিয়াদীর দাওয়া ডিসমিস হয়, ও

ed, and it shall appear to the Joint Magistrate that the suit was groundless, and that there was no probable cause for instituting the same, it shall be competent to such Joint Magistrate to award against the plaintiff in favor of the defendant, such sum as he may consider a reasonable compensation to the defendant for the loss of time and expense to which he may have been subjected by the institution of the suit against him and to proceed to recover the amount so awarded under the rules applicable to execution of decrees passed under this Act.

[Cantonment Joint Magistrates may be appointed. Registers of Deeds within the limits of their jurisdiction.]

IX. It shall further be lawful for the Governor General in Council or for the Executive Government of any Presidency or place, to appoint the Joint Magistrate of any Military Cantonment Bazar or Station, subject to their respective Governments, Register of Deeds within the limits of such Cantonment Bazar or Station; and when such appointment is made, and so long as it shall continue in force, the powers of the Register of Deeds of the Zillah or District in which such Cantonment Bazar or Station is situate, shall be suspended within the limits thereof.

[Rules applicable to Registers of Deeds to be applicable to Cantonment Joint Magistrates appointed Registers.]

X. Whenever the Joint Magistrate of any Military Cantonment Bazar or Station shall be appointed Register of Deeds under this Act, all Rules for the time being in force applicable to Registers of Deeds, shall be applicable to such Joint Magistrate and to the Deeds registered by him, or brought to him for registry.

[Oaths of office.]

XI. Every Joint Magistrate who shall be invested with Civil jurisdiction or who shall be appointed Register of Deeds under the provisions of this Act, shall, previously to entering upon the performance of his duties, make and subscribe before the Chief Civil Officer, or, where there may be no Civil Officer, before the Chief Military Officer of the District or Zillah in which such Cantonment Bazar or Station is situate, the oaths required by law to be made and subscribed by Civil Judges and Registers of Deeds respectively, or the declarations substituted for such oaths.

W. Morgan,
*Clerk of the Council.*

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৫৯। ২২ ফেব্রুআরি।]

মোকদ্দমা অমূলক ছিল ও তাহা উপস্থিত করিবার কোন সম্ভাবিত কারণ ছিল না ইহা যদি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেব বুঝিতে পান, তবে আসামীর নামে মোকদ্দমা করাতে তাহার যে সময়হরণ ও যত খরচ হইল তাহার পরিশোধে যত টাকা উপযুক্ত জ্ঞান করেন, তত টাকা আসামীকে ফরিয়াদীর দিতে হুকুম করিবেন, ও এই আইনমতে ডিক্রীজারী করিবার যে বিধি খাটে সেই বিধিমতে ঐ প্রকারের হুকুমকরা টাকা আদায় করিবেন ইতি।

[সৈন্যেরদের ছাউনি স্থানের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে আপন এলাকার সীমার মধ্যে দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টরের পদে নিযুক্ত করিবার কথা।]

৯ ধারা। আরো হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর কিম্বা কোন রাজধানীর কি স্থানের কর্ত্তৃত্বকারি গবর্ণমেণ্ট আপনং গবর্ণমেণ্টের অধীনে সৈন্যেরদের কোন ছাউনি স্থানের কি বাজারের কি মোকামের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে ঐ ছাউনি স্থানের কি বাজারের কি মোকামের সীমার মধ্যে দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টরের পদে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। ও যখন তাঁহাকে সেই প্রকারে নিযুক্ত করা যায় তখন, ও যত কাল তাঁহার নিযুক্ত থাকা প্রবল থাকিবেক তত কালপর্য্যন্ত, ঐ ছাউনি স্থান কি বাজার কি মোকাম যে জিলার শামিল থাকে সেই জিলার দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টর সাহেবের ক্ষমতা ঐ ছাউনি স্থানপ্রভৃতির সীমার মধ্যে স্থগিত থাকিবেক ইতি।

[দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টরের উপর যে বিধি খাটে তাহা সৈন্যেরদের ছাউনি স্থানের সেমতের নিযুক্ত জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের উপর খাটিবার কথা।]

১০ ধারা। যদি সৈন্যেরদের কোন ছাউনি স্থানের কি বাজারের কি মোকামের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই আইনমতে দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টরের কর্ম্মে নিযুক্ত হন, তবে তৎকালীন যে সকল বিধি দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টরের উপর খাটে সেই সকল বিধি ঐ প্রকারের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের উপর খাটিবেক, ও তাঁহার দ্বারা যে সকল দলীল রেজিষ্টর করা যায় কিম্বা রেজিষ্টর হইবার নিমিত্তে তাঁহার নিকটে আনা যায় তাহার উপরও খাটিবেক ইতি।

[পদসম্পর্কীয় শপথের কথা।]

১১ ধারা। যে কোন জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে এই আইনের বিধিমতে দেওয়ানী কার্য্য করিবার ক্ষমতা দেওয়া যায়, কিম্বা যাঁহাকে দলীল দস্তাবেজের রেজিষ্টরের পদে নিযুক্ত করা যায়, তিনি এই২ পদের কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইবার আগে, ঐ ছাউনি স্থান কি বাজার কি মোকাম যে জিলার শামিল থাকে সেই জিলার দেওয়ানীর প্রধান কার্য্যকারক সাহেবের সম্মুখে, কিম্বা দেওয়ানীর কার্য্যকারক না থাকিলে সৈন্যসম্পর্কীয় প্রধান কার্য্যকারক সাহেবের সম্মুখে শপথ করিবেন, অর্থাৎ দেওয়ানীর জজ সাহেবেরদের ও দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টর সাহেবেরদের আইনমতে যে শপথ করিতে হয় তাহা, কিম্বা ঐ শপথের পরিবর্ত্তে যে প্রতিজ্ঞা করিতে হয় তাহা করিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন ইতি।

ডবলিউ মর্গান।
কৌন্সেলের ক্লার্ক।

THE 12TH FEBRUARY 1859.

THE following Act, passed by the Legislative Council of India, received the assent of the Right Honorable the Governor General on the 10th February 1859, and is hereby promulgated for general information:—

ACT No. IV. OF 1859.

*A Bill to make further provision for the removal of Prisoners.*

[Preamble.]

WHEREAS, by the laws in force, the Executive Government of any Presidency or place is authorized to order the removal of any person under sentence of imprisonment, from the prison or place in which he is confined, to any other public prison or place of confinement within the same Presidency or Government; and whereas it is expedient to make temporary provision for the removal of prisoners in certain cases beyond the limits of the Presidency or Government in which the place where such prisoners are confined is situate: It is enacted as follows:—

[Executive Government empowered to remove certain Prisoners beyond the limits of the Presidency or Government within which they are confined.]

I. Whenever it shall be judged necessary or expedient that any person, who has been convicted of any offence and sentenced to imprisonment for life or for any term exceeding three years, should be removed to some place of confinement beyond the limits of the Presidency or Government within which he is confined, it shall be lawful for the Governor General in Council, or for the Executive Government of the Presidency or place with the sanction of the Governor General in Council, to order the removal of such person from the prison or place in which he is confined to any other prison or place of confinement within any part of the territories which are or may become vested in Her Majesty by the Statute 21 and 22 Vic. c. 106, entitled "An Act for the better Government of India."

[Duration of Act.]

II. This Act shall continue in force for one year.

[Past removals so made, legalized.]

III. Any prisoner who, previously to the passing of this Act, shall have been removed in manner aforesaid from any prison or place of confinement to any other prison or place of confinement in the said territories, shall be held to have been lawfully removed.

W. MORGAN,
*Clerk of the Council.*

[*Government Gazette*, 22*nd February*, 1859.]

ইঙ্গরেজী ১৮৫৯ সাল ১২ ফেব্রুআরি।

ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কৌন্সেলের জারীকরা এই আইনেতে শ্রীযুত রাইট অনরবিল গবরনর জেনরল বাহাদুর ইঙ্গরেজী ১৮৫৯ সালের ১০ ফেব্রুআরি তারিখে সম্মতি প্রকাশ করিলেন এইক্ষণে সেই আইন সর্ব্ব সাধারণের জ্ঞাত হইবার জন্যে প্রকাশ করা যাইতেছে।

ইঙ্গরেজী ১৮৫৯ সাল ৪ আইন।

কয়েদীদিগকে এক স্থানহইতে লইয়া অন্য স্থানে রাখিবার অধিক বিধি করিবার আইন।

[হেতুবাদ।]

এইক্ষণে যে২ আইন চলন আছে তাহার শক্তিতে কোন রাজধানীর কি স্থানের কর্ত্তৃত্বকারি গবর্ণমেণ্টের এই ক্ষমতা আছে। কোন লোক কয়েদ হইবার দণ্ডাজ্ঞামতে যে কারাগারে কি স্থানে কয়েদ থাকে তাহাকে সেই স্থানহইতে লইয়া, সেই রাজধানীর কি গবর্ণমেণ্টের অধীন সরকারের অন্য কোন কারাগারে কি কয়েদ হইবার স্থানে রাখিবার আজ্ঞা করিতে পারেন। কিন্তু কয়েদীদের কয়েদ হইবার স্থান যে রাজধানীর কি গবর্ণমেণ্টের অধীনে থাকে তাহার সীমানার বাহিরে ঐ কয়েদীদিগকে কোন২ গতিকে পাঠাইবার বিধি কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্তে করা বিহিত, এই কারণে এই২ হুকুম হইল।

[কোন২ কয়েদীরা যে রাজধানীর কি গবর্ণমেণ্টের অধীন স্থানে কয়েদ আছে তাহারদিগকে সেই স্থানহইতে ঐ রাজধানীপ্রভৃতির সীমানার বাহিরে পাঠাইবার ক্ষমতা কর্ত্তৃত্বকারি গবর্ণমেণ্টকে দিবার কথা।]

১ ধারা। কোন লোকের কোন অপরাধ সাব্যস্ত হইয়া যাবজ্জীবন কিম্বা তিন বৎসরের অধিক কোন মিয়াদে কয়েদ হইবার হুকুম হইলে, তাহাকে যে রাজধানীর কি যে গবর্ণমেণ্টের অধীন স্থানে কয়েদ করা গেল সেই রাজধানীপ্রভৃতির সীমানার বাহিরে কয়েদ হইবার কোন স্থানে লইয়া রাখা যদি আবশ্যক কি বিহিত বোধ হয়, তবে সে লোক যে কারাগারে কি স্থানে কয়েদ থাকে তাহাহইতে তাহাকে লইয়া, "ভারতবর্ষের আরো উত্তমরূপে কর্ত্তৃত্ব করিবার আইন" নামে শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বিক্টরিয়ার ২১ ও ২২ বৎসরের ১০৬ অধ্যায়অনুসারে যে সকল দেশ শ্রীশ্রীমতী প্রাপ্ত হইয়াছেন কি হন, সেই সকল দেশের অন্তঃপাতি অন্য কোন কারাগারে কি স্থানে কয়েদ করিতে, হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর আজ্ঞা করিতে পারিবেন, কিম্বা হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের অনুমতিক্রমে ঐ রাজধানীর কি স্থানের কর্ত্তৃত্বকারি গবর্ণমেণ্ট সেই আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

[আইন যত দিন চলিবেক তাহার কথা।]

২ ধারা। এই আইন এক বৎসরপর্য্যন্ত প্রবল থাকিবেক ইতি।

[ইহার আগে লোকেরদিগকে সেই প্রকারে যে স্থানান্তর করা গিয়াছে তাহা আইনসিদ্ধ করিবার কথা।]

৩ ধারা। এই আইন জারী হইবার আগে যদি কোন কয়েদীকে সেই প্রকারে কোন কারাগার কি কয়েদ হইবার অন্য স্থানহইতে সেই দেশের শামিল অন্য কোন কারাগারে কি কয়েদের স্থানে রাখা গিয়া থাকে, তবে তাহাকে আইনমতে সেই প্রকারে স্থানান্তর করা গিয়াছে, এমত জ্ঞান হইবেক ইতি।

ডবলিউ মর্গান।
কৌন্সেলের ক্লার্ক।

JOHN ROBINSON, *Bengalee Translator.*

ORDER BY THE SUDDER DEWANNY ADAWLUT.

LEAVE OF ABSENCE.

*The 11th February*, 1859.

Moonshee Mahomed Wally, Sudder Moonsiff of Comillah, Zillah Tipperah, for one month.

A. W. RUSSELL, *Register*.

সদর দেওয়ানী আদালতের হুকুম।

ছুটী।

১৮৫৯ সাল ১১ ফেব্রুআরি।

জিলা ত্রিপুরার কমিল্লার সদর মুনসেফ শ্রীযুত মুনশী মহম্মদ ওলি এক মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

এ ডবলিউ রসেল। রেজিষ্টর।

বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর্ সাহেবের হুকুম।

১০৪৬ নম্বর।

নিয়োগ।

১৮৫৯ সাল ৯ ফেব্রুআরি।

সব-আসিষ্টাণ্ট চিকিৎসক শ্রীযুত মনোহর মুখুয্যা গয়াতে যাত্রিদের ঔষধালয়ের কর্ম্মের ভারপ্রাপ্ত হইবেন।

ছুটী।

১৮৫৯ সাল ৭ ফেব্রুআরি।

মেডিকাল কালেজের হাসপাটালে ঘরে২ চিকিৎসা কর্ম্মনির্ব্বাহক সব-আসিষ্টাণ্ট চিকিৎসক শ্রীযুত দীননাথ বিশ্বাস অচিকিত কার্য্যকারকেরদের ছুটীর ৫ ধারার ২ প্রকরণানুসারে চিকিৎসকের সর্টিফিকটক্রমে দুই মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

বিজ্ঞাপন।

১৮৫৯ সাল ১৫ ফেব্রুআরি।

বলুয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত টি জে মলটবি সাহেবকে (Mr. T. J. Maltby,) ডিসেম্বর মাসের ২৯ তারিখে যে ছুটী দেওয়া যায় ও গত মাসের ১৮ তারিখের বাঙ্গলা গেজেটে প্রকাশ হয় তাহা রহিত হইয়াছে।

এ আর ইয়ং।

বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

GOVERNMENT ADVERTISEMENT. গবর্ণমেণ্টের ইশ্তিহার।

এস্তেহারনামা কাছারী চৌকীয়াত নমক মোতালকে শহর কলিকাতা।

যেহেতু অত্রাধীন চৌকী সুতানুটীর মোরাদ খাঁ চাপরাসির গত ৬ জানুআরি তারিখের গ্রেপ্তারি বেদলিলের ১৪ চন্দ সের পাঙ্গা নমকের মোকদ্দমা যাহা শ্রীযুত জুষ্টিস আপদী পীয সাহেবের হুজুরে ১১ ফেব্রুআরি নিষ্পত্তি হওয়ার দিন নির্দ্ধারণে ১৮ জানুআরি গবর্ণমেণ্ট গেজেটে ঘোষণা প্রকাশ করা হইয়াছিল ঐ মোকদ্দমা উক্ত তারিখে নিষ্পত্তি না হওয়ায় প্রশংসিত শ্রীযুতের অনুমতিমতে পুনরায় সর্ব্ব সাধারণের জ্ঞাত কারণ এই ঘোষণা পত্র প্রকাশ করা যাইতেছে যে আগত ২৮ ফেব্রুআরি তারিখে উক্ত বিষয় পুলিষ কাছারীতে নিষ্পত্তি হইবেক ইতি সন ১৮৫৯। তারিখ ১২ ফেব্রুআরি।

এ ডবলিউ পিকক। কলিজাতার নেমক চৌকির একটিং সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৫৯। ২২ ফেব্রুআরি।]

শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে শ্রীযুত জে সি মরে সাহেবকর্ত্তৃক মুদ্রিত হইল

LIBRARY, CALCUTTA PUBLIC

# গবর্ণমেণ্ট গেজেট

গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে প্রকাশিত।

CALCUTTA, TUESDAY, MARCH 1, 1859.

কলিকাতা মঙ্গলবার ১৮৫৯ সাল ১ মার্চ।

## ACT.

### LEGISLATIVE COUNCIL OF INDIA.

THE 29TH JANUARY 1859.

THE following Act, passed by the Legislative Council of India, received the assent of the Right Honorable the Governor General on the 25th January 1859, and is hereby promulgated for general information :—

ACT No. I. OF 1859.

*An Act for the amendment of the law relating to Merchant Seamen.*

[Continued from page 121.]

[Engagement and discharge of seamen in the meantime.]

XXIV. The master of every Foreign-going ship for which such a running agreement as aforesaid is made shall, upon every return to any Port in India before the final termination of the agreement, discharge or engage before the Shipping Master at such Port any seaman whom he is required by law so to discharge or engage; and shall upon every such return endorse on the agreement a statement (as the case may be) either that no such discharges or engagements have been made or are intended to be made before the ship again leaves Port, or that all such discharges or engagements have been duly made as hereinbefore required; and shall deliver the agreement so endorsed to the Shipping Master: and any master who wilfully makes a false statement in such endorsement shall incur a penalty not exceeding two hundred Rupees; and the Shipping Master shall also sign an endorsement on the agreement to the effect that the provisions of this Act relating to such agreement have been

## আইন।

### ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কৌন্সেল।

ইঙ্গরেজী ১৮৫৯ সাল ২৯ জানুআরি।

ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কৌন্সেলের মাননীয়েরা এই আইনেতে শ্রীযুত রাইট অনরবিল গবর্নর জেনরল বাহাদুর ইঙ্গরেজী ১৮৫৯ সালের ২৫ জানুআরি তারিখে সম্মতি প্রকাশ করিলেন, এইক্ষণে সেই আইন সকল লোককে জানাইবার জন্যে প্রকাশ করা যাইতেছে।

ইঙ্গরেজী ১৮৫৯ সাল ১ আইন।

সওদাগরী জাহাজী লোকেরদের আইন সংশোধনের আইন।

[১২১ পৃষ্ঠাহইতে চলিতেছে।]

[মাল্লারদিগকে তৎপূর্ব্বে নিযুক্ত করিবার ও বিদায় করিবার কথা।]

২৪ ধারা। বিদেশগমনীয় যে জাহাজের সম্পর্কে পূর্ব্বোক্তমতের চলতি করার করা যায়, এমত কোন জাহাজের কাপ্তান ঐ করার শেষ হইবার আগে যতবার ভারতবর্ষের কোন বন্দরে ফিরিয়া আইসেন, ততবার যে কোন মল্লাকে আইনমতে বিদায় করিতে হয় কি নূতন নিযুক্ত করিতে হয় তাহাকে ঐ বন্দরের শিপিং মাষ্টর সাহেবের সম্মুখে বিদায় করিবেন কি নিযুক্ত করিবেন। ও সেই প্রকারে যতবার ফিরিয়া আইসেন ততবার, কোন লোককে বিদায় করা গেল না ও নূতন নিযুক্ত করা গেল না—অথবা ঐ বন্দরহইতে জাহাজের পুনরায় চলিয়া যাইবার আগে বিদায় করিবার কি নিযুক্ত করিবার মনস্থ নাই,—অথবা সেই প্রকারে যত লোককে বিদায় করিতে কি নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল তাহারদিগকে ইহার পূর্ব্বের হুকুমমতে নিয়মিতরূপে বিদায় কি নিযুক্ত করা গেল, ইহার মধ্যে কোন কথা বিষয়বিশেষে একরারনামার পিঠে লিখিয়া শিপিং মাষ্টর সাহেবকে দিবেন। যদি কোন কাপ্তান একরারনামার পিঠের সেইরূপ লিখনে জানিয়াশুনিয়া কিছু অসত্য কথা লেখেন, তবে তাঁহার দুই শত টাকাপর্য্যন্ত জরীমানা লাগিবেক। আরো ঐ একরারনামার বিষয়ে আইনের যে বিধান আছে সেই বিধানমতে কর্ম্ম হইয়াছে, এই মর্ম্মের কথা ঐ একরারনামার পিঠে লিখিয়া, শিপিং মাষ্টর সাহেব তাহাতে স্বাক্ষর করি-

complied with, and shall re-deliver the agreement so endorsed to the master.

[Fees to be paid on such running agreements.]

XXV. For the purpose of determining the fees to be paid upon the engagement and discharge of seamen belonging to Foreign-going ships which have running agreements as aforesaid, the crew shall be considered to be engaged when the agreement is first signed and to be discharged when the agreement finally terminates; and all intermediate engagements and discharges shall be considered to be engagements and discharges of single seamen.

[In Home-trade ships agreement to be entered into before a Shipping Master or other witness.]

XXVI. In the case of Home-trade ships of a burden exceeding three hundred tons, crews or single seamen may, if the master thinks fit, be engaged before a Shipping Master in the manner hereinbefore directed with respect to Foreign-going ships; and in every case in which the engagement is not so made, the master shall, before the ship puts to sea if practicable, and if not, as soon afterwards as possible, cause the agreement to be read over and explained to each seaman, and the seaman shall thereupon sign the same in the presence of a witness, who shall attest his signature

[Special agreements for Home-trade ships belonging to same owner.]

XXVII. In cases where several Home-trade ships belong to the same owner, the agreement with the seamen may, notwithstanding any thing herein contained, be made by the owner instead of by the the master, and the seamen may be engaged to serve in any two or more of such ships provided that the names of the ships and the nature of the service are specified in the agreement; but, with the foregoing exception, all provisions herein contained which relate to ordinary agreements for Home-trade ships shall be applicable to agreements made in pursuance of this Section.

[Penalty for shipping seamen without agreement duly executed.]

XXVIII. If in any case a master carries any seaman to sea without entering into an agreement with him in the form and manner and at the place and time hereby in such case required, the master shall for each such offence incur a penalty not exceeding fifty Rupees.

[Changes in crew to be reported.]

XXIX. The master of every Foreign-going ship, of which the crew has been engaged before a Shipping Master, shall, before finally leaving

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৫৯। ১ মার্চ।]

বেন ও সেই রূপ পিঠের লেখা একরারনামা তিনি কাপ্তানকে ফিরিয়া দিবেন ইতি।

[সেই প্রকারে চলতি করারের যে রসুম দিতে হইবেক তাহার কথা।]

২৫ ধারা। বিদেশগমনীয় যে জাহাজের উক্তমতের চলতি করার থাকে, সেই জাহাজের লোকদিগকে নূতন নিযুক্ত করিবার ও বিদায় করিবার কালে যে রসুম দিতে হইবেক তাহা নিরূপণ করিবার জন্যে এই বিধি। জাহাজী সকল লোক মোটে নিযুক্ত হইলে, যখন সেই একরারনামায় প্রথমে স্বাক্ষর করা যায় তখন-অবধি তাহারদিগকে নিযুক্ত করা গেল, ও যখন একরারের মিয়াদ ফুরায় তখন তাহারদিগকে বিদায় করা গেল এমত জানিতে হইবেক। ইতিমধ্যে অন্য যে কোন লোককে নিযুক্ত করা যায় কি বিদায় করা যায় তাহা এ লোকদিগকে ভিন্ন২ নিযুক্ত করা কি বিদায় করা জান হইবেক ইতি।

[দেশীয় বাণিজ্যের জাহাজে ঐ একরার শিপিং মাষ্টর সাহেবের কি অন্য সাক্ষির সম্মুখে করিবার কথা।]

২৬ ধারা। দেশীয় বাণিজ্যের তিন শত টনের অধিক বোঝাইয়ের জাহাজের কাপ্তান উচিত বোধ করিলে, বিদেশগমনীয় জাহাজের যে বিধি ইহার পূর্ব্বে হইয়াছে সেই বিধিমতে, শিপিং মাষ্টর সাহেবের সম্মুখে জাহাজী সমুদয় মল্লাকে মোটে কিম্বা ভিন্ন২ করিয়া নিযুক্ত করিতে পারিবেন। ও তাহারদিগকে সেই প্রকারে নিযুক্ত না করা গেলে, জাহাজের কাপ্তান সমুদ্রে যাইবার আগে করিতে পারিলে তখন, কিম্বা না করিতে পারিলে তাহার পর যত শীঘ্র হয় তত শীঘ্র ঐ একরারনামা এক২ জন মল্লার নিকটে পাঠ করাইয়া বুঝাইয়া দিবেন ও সেই মল্লা কোন এক জন সাক্ষির সাক্ষাতে ঐ একরারনামায় দস্তখৎ করিবেক ও তাহার দস্তখতের প্রমাণে সেই সাক্ষীও দস্তখৎ করিবেক ইতি।

[দেশীয় বাণিজ্যের অনেক জাহাজ একি স্বামির হইলে তাহার বিশেষ করার।]

২৭ ধারা। যদি দেশীয় বাণিজ্যের অনেক জাহাজ একি স্বামির হয় তবে এই আইনের মধ্যে যে কোন বিধি থাকুক, মল্লারদের সঙ্গে জাহাজের কাপ্তান করার না করিয়া ঐ সকল জাহাজের স্বামী তাহা করিতে পারিবেন, ও তাহার মধ্যে কোন দুই কি অধিক জাহাজে কর্ম্ম করিবার করার সেই মল্লারদের সঙ্গে করিতে পারিবেন, কিন্তু ইহাতে প্রয়োজন যে ঐ২ জাহাজের নাম ও ঐ মল্লারদের যে প্রকারের কর্ম্ম করিতে হইবেক তাহার কথা একরারনামায় স্পষ্টরূপে লেখা থাকে। পরন্তু উক্ত কথাছাড়া দেশীয় বাণিজ্যের জাহাজের রীতিমতের করারের বিষয়ে যে সকল বিধান এই আইনে লেখা আছে সেই বিধান এই ধারামতের সকল করারের উপর খাটিবেক ইতি।

[একরারনামা নিয়মিতরূপে না করিয়া মল্লারদিগকে জাহাজে ভর্ত্তি করিবার দণ্ড।]

২৮ ধারা। কোন মল্লাকে সমুদ্রে লইয়া যাইবার যে পাটের ও যে প্রকারের করার যে সময়ে ও যে স্থানে করিবার হুকুম হইয়াছে সেই প্রকারের করার সেই সময়ে ও স্থানে না করিয়া যদি কোন কাপ্তান কোন মল্লাকে সমুদ্রে লইয়া যান, তবে তদ্রূপ এক২ অপরাধের জন্যে ঐ কাপ্তানের পঞ্চাশ টাকাপর্য্যন্ত জরীমানা লাগিবেক ইতি।

[জাহাজী লোকেরদের কিছু২ অদলবদল হইলে তাহার রিপোর্ট করিবার কথা।]

২৯ ধারা। বিদেশগমনীয় যে জাহাজের লোক কোন শিপিং মাষ্টর সাহেবের সম্মুখে করার করিয়া নিযুক্ত করা গেল সেই জাহাজের কাপ্তান তার-

India, sign and send to the nearest Shipping Master a full and accurate statement, in a form sanctioned by the Governor General of India in Council, of every change which takes place in his crew before finally leaving India, and in default shall for each offence incur a penalty not exceeding fifty Rupees; and such statement shall be admissible in evidence subject to all just exceptions.

[To prevent infraction of Act, Shipping Master may board vessels and muster seamen.]

XXX. For the purpose of preventing any seamen from being shipped at any Port in India contrary to the provisions of this Act, the Shipping Master by himself or his Deputy may enter at any time on board any ship upon which he shall have reason to believe that seamen have been shipped, and may muster and examine the several seamen employed therein; and any person who shall obstruct the said Shipping Master or Deputy in such duty shall be liable to a penalty not exceeding one hundred Rupees.

[Production of agreements and certificates.]

XXXI. The following rules shall be observed with respect to the production of agreements and certificates of competency or service for Foreign-going ships (that is to say)—

1. The master of every Foreign-going ship shall, on signing the agreement with his crew, produce to the Shipping Master before whom the same is signed the certificates of competency or service which the said master and his mate are hereby required to possess; and upon such production being duly made, and the agreement being duly executed as hereby required, the Shipping Master shall sign and give to the master a certificate to that effect.

2. In the case of running agreements for Foreign-going ships, the Shipping Master shall, before the second and every subsequent voyage made after the first commencement of the agreement, sign and give to the master, on his complying with the provisions herein contained with respect to such agreements, and producing to the Shipping Master the certificate of competency or service of any mate then first engaged by him, a certificate to that effect.

3. The master of every Foreign-going ship shall, before proceeding to sea, produce the certificate so to be given to him by the Shipping Master as aforesaid to the Collector of Customs, or if there be no Collector of Customs to the Officer whose duty it is to grant a Port-clearance. No Officer of Customs or other Officer shall clear any such ship outwards without such production; and if any such ship attempts to go to sea without a clearance, any

তবর্ষ ছাড়িয়া যাইবার আগে, তাঁহার জাহাজী লোকসকলের যে কিছু অদলবদল হইয়াছে তাহার পূরা ও যথার্থ কৈফিয়ৎ, হুজুর কৌন্সেলে ভারতবর্ষের শ্রীযুক্ত গবরনর জেনরল বাহাদুর যে পাঠে অনুমতি করেন সেই পাঠে লিখিয়া দস্তখৎ করিয়া, অতিনিকট যে শিপিং মাষ্টর থাকেন তাঁহার কাছে পাঠাইবেন। ও যদি তাহা না করেন তবে সেইরূপ প্রত্যেক অপরাধের জন্যে তাঁহার পঞ্চাশ টাকাপর্য্যন্ত জরীমানা লাগিবেক। ও ন্যায্যমতের বর্জ্জনীয় সকল কথা মানিয়া ঐ কৈফিয়ৎ প্রমাণস্বরূপে গ্রাহ্য হইতে পারিবেক ইতি।

[আইন লঙ্ঘন না হয় এই কারণে শিপিং মাষ্টর সাহেবের জাহাজে উঠিয়া সকল মল্লাকে একত্র ডাকিতে পারিবার কথা।]

৩০ ধারা। ভারতবর্ষের কোন বন্দরে এই আইনের বিধান না মানিয়া কোন মল্লা জাহাজে ভর্ত্তি না হয়, এই কারণে কোন জাহাজে মল্লারা ভর্ত্তি হইয়াছে এমত বুঝিবার কারণ যদি শিপিং মাষ্টর সাহেব জানেন তবে তিনি আপনি কিম্বা তাঁহার ডেপুটী সাহেব ঐ জাহাজে কোন সময়ে উঠিয়া, তাহাতে যে সকল মল্লার কর্ম্ম থাকে তাহারদিগকে একত্রে ডাকিয়া তদন্ত লইতে পারিবেন। ও যদি কেহ সেই কর্ম্মেতে শিপিং মাষ্টর সাহেবের কিম্বা তাঁহার ডেপুটী সাহেবের বাধা দেয় তবে তাহার এক শত টাকাপর্য্যন্ত জরীমানা হইতে পারিবেক ইতি।

[একরারনামা ও সর্টিফিকট দেখাইবার বিধি।]

৩১ ধারা। বিদেশগমনীয় জাহাজের নিমিত্তে একরারনামা ও যোগ্যতার কি কর্ম্মের সর্টিফিকট দেখাইবার বিষয়ে এই২ বিধি মানিতে হইবেক।

১। বিদেশগমনীয় প্রত্যেক জাহাজের কাপ্তান আপন জাহাজী লোকেরদের সঙ্গে যে একরারনামা করেন তাহাতে যে সময়ে দস্তখৎ করিবেন, সেই সময়ে, কাপ্তানের কি মালিমের যোগ্যতার কি কর্ম্মের যে সর্টিফিকট এই আইনমতে থাকা আবশ্যক সেই সর্টিফিকট, যে শিপিং মাষ্টর সাহেবের সাক্ষাতে একরারনামায় দস্তখৎ করেন তাঁহাকেই দেখাইবেন। ও তাহা নিয়মিতরূপে দেখান গেলে, ও এই আইনের হুকুমমতে ঐ একরারনামায় নিয়মিতরূপে দস্তখৎ হইলে, শিপিং মাষ্টর সাহেব ঐ কথার এক সর্টিফিকটে দস্তখৎ করিয়া কাপ্তানকে দিবেন।

২। বিদেশগমনীয় জাহাজের চলতি করার হইলে, একরারনামার প্রথম আমলে আসিবার পরে যে দ্বিতীয়বার ও তাহার পর যতবার জাহাজ বিদেশে যায় ততবার, যদি কাপ্তান ঐ একরারনামার বিষয়ে এই আইনে যে বিধান আছে সেই বিধানমতে কর্ম্ম করেন ও তখন যে কোন মালিমকে নূতন নিযুক্ত করেন তাঁহার যোগ্যতার কি কর্ম্মের সর্টিফিকট শিপিং মাষ্টর সাহেবকে দেখান, তবে তিনি ঐ কর্ম্ম করিয়াছেন এই মর্ম্মের সর্টিফিকটে শিপিং মাষ্টর দস্তখৎ করিয়া ঐ কাপ্তানকে দিবেন।

৩। বিদেশগমনীয় প্রত্যেক জাহাজের কাপ্তান ঐ প্রকারের যে সর্টিফিকট শিপিংমাষ্টরের স্থানে পান্ তাহা সমুদ্রে চলিয়া যাইবার আগে হাসিলের কালেক্টর সাহেবকে দেখাইবেন, কিম্বা যদি হাসিলের কালেক্টর সাহেব না থাকেন তবে জাহাজের বন্দরহইতে চলিয়া যাইবার অনুমতিপত্র দিবার কর্ম্ম যে সাহেবের হাতে থাকে তাঁহাকে দেখাইবেন। সেইরূপ সর্টিফিকট না দেখান গেলে হাসিলের কোন কার্য্যকারক কিম্বা অন্য কোন কার্য্যকারক সাহেব ঐ জাহাজের চলিয়া যাইবার অনুমতিপত্র দিবেন না। ও যদি সেইরূপ কোন জাহাজ অনুমতিপত্র না পাইয়া সমুদ্রে চলিয়া যাইবার উদ্যোগ

such Officer may detain her until such certificate as aforesaid is produced.

4. The master of every Foreign-going ship shall, within forty-eight hours after the ship's arrival at her final Port of destination in India or, upon the discharge of the crew, whichever first happens, deliver such agreement to a Shipping Master at the place; and such Shipping Master shall thereupon give to the master a certificate of such delivery; and no Officer of Customs or other Officer shall clear any Foreign-going ship inwards without the production of such certificate.

And if the master of any Foreign-going ship fails to deliver the agreement to a Shipping Master at the time and in the manner hereby directed, he shall for every default incur a penalty not exceeding fifty Rupees.

[Rules as to production of agreements and certificate for Home-trade ships.]

XXXII. The following rules shall be observed with respect to the production of agreements and certificates of competency or service for Home-trade ships of a burden exceeding three hundred tons, (that is to say)—

1. No such agreement shall extend beyond the next following thirtieth day of June or thirty-first day of December, or the first arrival of the ship at her final Port of destination in India after such date, or the discharge of cargo consequent upon such arrival.

2. The master or owner of every such ship shall within twenty-one days after the thirtieth day of June and the thirty-first day of December in every year, or if the ship is not at any Port in India within twenty-one days after either the 30th day of June or the 31st day of December in any year within forty-eight hours after her next arrival at any Port in India, transmit or deliver to some Shipping Master in India every agreement made within the six calendar months next preceding such days respectively, and shall also produce to the Shipping Master the certificates of competency or service which the said master and his mate are hereby required to possess.

3. The Shipping Master shall thereupon give to the master or owner a certificate of such delivery and production; and no Officer of Customs or other Officer authorized to grant a Port-clearance shall grant a clearance for any such ship without the production of such certificate; and if any such ship attempts to go to sea without such clearance, any such Officer may detain her until the said certificate is produced.

* * *

And if the agreement for any Home-trade ship is not delivered or transmitted by the master or owner to a Shipping Master at the time and in the

করে, তবে যাবৎ সেই প্রকারের সর্টিফিকট না দেখান যায় তাবৎ সেই কার্য্যকারক সাহেব ঐ জাহাজ আটক করিয়া রাখিতে পারিবেন।

৪। বিদেশগমনীয় কোন জাহাজ ভারতবর্ষের লক্ষিত শেষ বন্দরে পঁহুছিলে পর আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে, অথবা জাহাজী সকল লোককে বিদায় করিবার সময়ে, ইহার মধ্যে প্রথম যাহা হয় তৎসময়ে, ঐ জাহাজের কাপ্তান ঐ একরারনামা সেই স্থানের শিপিং মাষ্টর সাহেবকে দিবেন। তাহাতে ঐ শিপিংমাষ্টর সাহেব ঐ একরারনামা দেওয়ার সর্টিফিকট ঐ কাপ্তানকে দিবেন। ও সেই সর্টিফিকট না দেখান গেলে হামিলের কোন কার্য্যকারক সাহেব কি অন্য কোন কার্য্যকারক সাহেব বিদেশগমনীয় কোন জাহাজকে বোম্বাই সইবারি অনুমতি দিবেন না।

ও বিদেশগমনীয় কোন জাহাজের কাপ্তান যদি এই ধারার লিখিত সময়ে ও প্রকারে ঐ একরারনামা শিপিংমাষ্টর সাহেবকে না দেন, তবে তাঁহার তদ্রূপ প্রত্যেক দোষের জন্যে পঞ্চাশ টাকাপর্য্যন্ত জরীমানা লাগিবেক ইতি।

[দেশীয় বাণিজ্যের জাহাজের একরারনামা ও সর্টিফিকট দেখাইবার বিধি।]

৩২ ধারা। দেশীয় বাণিজ্যের তিন শত টনের অধিক বোঝাইয়ের জাহাজের একরারনামা ও যোগ্যতার কি কর্ম্মের সর্টিফিকট দেখাইবার বিষয়ে এই২ বিধি মানিতে হইবেক।

১। সেই প্রকারের কোন একরারনামা তৎপর জুন মাসের ৩০ তারিখের কি ডিসেম্বর মাসের ৩১তারিখের অধিক কালের নিমিত্তে, কিম্বা সেই তারিখের পর জাহাজ ভারতবর্ষের লক্ষিত শেষ বন্দরে প্রথম যখন পঁহুছে তাহার অধিক কালের নিমিত্তে, কিম্বা তদ্রূপে পঁহুছিবার পরে বোম্বাই দ্রব্য উবরাইয়া দিবার অধিক কালের নিমিত্তে, হইবেক না।

২। প্রতিবৎসরে জুন মাসের ৩০ তারিখের পর ও ডিসেম্বর মাসের ৩১ তারিখের পর একুশ দিনের মধ্যে, অথবা কোন বৎসরে যদি জুন মাসের ঐ ৩০ তারিখের পর কি ডিসেম্বর মাসের ঐ ৩১ তারিখের পর একুশ দিনের মধ্যে ঐ জাহাজ ভারতবর্ষের কোন বন্দরে না থাকে তবে তৎপরে ভারতবর্ষের কোন বন্দরে ঐ জাহাজের পঁহুছিবার পর আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে, সেই জাহাজের কাপ্তান কি স্বামী ঐ২ তারিখের পূর্ব্বের ইঙ্গরেজী হিসাবমতের ছয় মাসের মধ্যে যে সকল একরারনামা করিয়াছেন তাহা ভারতবর্ষের কোন শিপিং মাষ্টর সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন কি তাঁহাকে দিবেন, ও ঐ কাপ্তানের কি তাঁহার মালিমের যোগ্যতার কি কর্ম্মের যে সর্টিফিকট এই আইনমতে থাকা আবশ্যক তাহাও ঐ শিপিংমাষ্টর সাহেবকে দেখাইবেন।

৩। তাহাতে ঐ শিপিং মাষ্টর সাহেব ঐ একরারপ্রভৃতি দিবার ও দেখাইবার সর্টিফিকট ঐ কাপ্তানকে কি স্বামিকে দিবেন। ও সেই সর্টিফিকট না দেখাইলে হামিলের কোন কার্য্যকারক সাহেব কিম্বা বন্দরহইতে চলিয়া যাইবার অনুমতিপত্র দিবার ক্ষমতা অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের থাকে তিনি সেই জাহাজের চলিয়া যাইবার অনুমতিপত্র দিবেন না। ও যদি তদ্রূপ অনুমতিপত্র না পাইয়া সেই প্রকারের কোন জাহাজ সমুদ্রে চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করে, তবে যাবৎ ঐ সর্টিফিকট না দেখান যায়, তাবৎ সেই প্রকারের কোন কার্য্যকারক সাহেব ঐ জাহাজ আটক করিয়া রাখিতে পারিবেন।

ও যদি দেশীয় বাণিজ্যের কোন জাহাজের ঐ একরারনামা এই ধারার লিখিত সময়ে ও প্রকারে ঐ কাপ্তানের কি স্বামির দ্বারা শিপিংমাষ্টর সাহেবকে না

manner hereby directed, such master or owner shall for every default incur a penalty not exceeding fifty Rupees.

[Alterations to be void unless attested to have been made with the consent of all parties.]

XXXIII. Every erasure, interlineation, or alteration in any such agreement with seamen as is required by this Act (except additions so made as hereinbefore directed for shipping substitutes or persons engaged subsequently to the first departure of the ship) shall be wholly inoperative, unless proved to have been made with the consent of all the persons interested in such erasure, interlineation, or alteration by the written attestation (if made in Her Majesty's Dominions) of some Shipping Master, Justice, Officer of Customs, or other public functionary, or (if made out of Her Majesty's Dominions) of a British Consular Officer, or where there is no such Officer, of two respectable British Merchants.

[Copy of agreement to be made accessible to crew.]

XXXIV. The master shall, at the commencement of every voyage or engagement, cause a legible copy of the agreement, and if necessary a translation thereof in a language understood by the majority of the crew (omitting the signatures), to be placed or posted up in such part of the ship as to be accessible to the crew, and in default shall for each offence incur a penalty not exceeding fifty Rupees.

[Seamen discharged before voyage to have compensation.]

XXXV. Any seaman who has signed an agreement, and is afterwards discharged before the commencement of the voyage or before one month's wages are earned, without fault on his part justifying such discharge and without his consent, shall be entitled to receive from the master or owner, in addition to any wages he may have earned, due compensation for the damage thereby caused to him, not exceeding one month's wages, and may, on adducing such evidence as the Court or Magistrate hearing the case deems satisfactory, of his having been so improperly discharged as aforesaid, recover such compensation as if it were wages duly earned.

---

REGULATION OF ADVANCES.

[Regulation of advances and advance-notes.]

XXXVI. No advance of wages shall be made

দেওয়া যায় কি তাঁহার নিকটে পাঠান না যায়, তবে ঐ কাপ্তানের কি স্বামির তদ্রূপ প্রত্যেক দোষের জন্যে পঞ্চাশ টাকাপর্য্যন্ত জরীমানা লাগিবেক ইতি।

[কোন কথার পরিবর্ত্তন ঐ কথার সম্পর্কীয় সমস্ত ব্যক্তির সম্মতিক্রমে হইল ইহার প্রমাণ সাক্ষিরদের দস্তখতে না হইলে বৃথা হইবার কথা।]

৩৩ ধারা। জাহাজে বদলীদিগকে ভুর্তি করিবার, কিম্বা জাহাজ প্রথমে প্রস্থান করিলে পর কোন লোকদিগকে ভর্ত্তি করিবার যে অতিরিক্ত কথা লিখিবার হুকুম ইহার পূর্ব্বে করা গিয়াছে ত হাছাড়া, এই আইনেতে মল্লারদের সঙ্গে যে একরারনামা করিবার আজ্ঞা হইয়াছে তাহার কোন কথা যদি উঠাইয়া দেওয়া যায়, কিম্বা দুই পাঁইতের মধ্যে অন্য কথা লেখা যায়, কি কোন কথার পরিবর্ত্তন হয়, তবে সেই উঠাইয়া দেওয়া কি দুই পাঁইতের মধ্যে লেখা কি পরিবর্ত্তন করা কথাতে যে সকল লোকের ক্ষতিবৃদ্ধি হয় তাহারদের সম্মতিক্রমে তাহা হইল এই কথার প্রমাণে, (শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর রাজ্যের মধ্যে হইলে) কোন শিপিং মাষ্টর সাহেবের কি জুষ্টিস সাহেবের কি হাসিলের কার্য্যকারক সাহেবের কিম্বা সরকারী অন্য কোন প্রধান কার্য্যকারক সাহেবের স্বাক্ষর না থাকিলে, অথবা (শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর রাজ্যের বাহিরের কোন দেশে হইলে) কোন ব্রিটনীয় কনসল সাহেবের, কিম্বা সেই প্রকারের কার্য্যকারক না থাকিলে ব্রিটনীয় সম্ভ্রান্ত দুই জন সওদাগরের স্বাক্ষর না থাকিলে, ঐ কথা সম্পূর্ণরূপে নিষ্ফল হইবেক ইতি।

[ঐ একরারনামার নকল জাহাজী লোকেরদের দেখিতে পাইবার কথা।]

৩৪ ধারা। জাহাজের প্রত্যেকবার চলিয়া যাইবার আরম্ভে কিম্বা জাহাজী লোকদিগকে প্রথম নিযুক্ত করিবার সময়ে জাহাজের কাপ্তান ঐ একরারনামার সুপাঠ্য এক কেতা নকল লেখাইয়া, (কিন্তু তাহাতে লোকেরদের যে দস্তখৎ থাকে তাহা না দিয়া) ও প্রয়োজন হইলে জাহাজী লোকেরদের অধিকাংশ লোক যে ভাষা বুঝিতে পারে এমত ভাষায় ঐ একরারনামার তরজমা করাইয়া জাহাজের যে স্থানে জাহাজী সকল মল্লা যাইতে পারে এমত স্থানে রাখিবেন কি লটকাইয়া দিবেন, ও যতবার তাহা না করেন ততবার তাঁহার পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত জরীমানা হইতে পারিবেক ইতি।

[জাহাজের ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বে কোন মল্লারদিগকে বিদায় করা গেলে তাহারদের ক্ষতিপূরণের কথা।]

৩৫ ধারা। যদি কোন মল্লা একরারনামায় দস্তখৎ করিয়াছে, ও তাহার পর জাহাজের চলিয়া যাইবার আগে কিম্বা এক মাসের বেতন পাওনা হইবার আগে যদি তাহাকে বিদায় করা যায়, ও তাহাকে বিদায় করা যাহাতে ন্যায্য হয় এমত কোন কসুর যদি না করিয়া থাকে, ও তাহার নিজ সম্মতিতে যদি বিদায় না হয়, তবে তাহার যত বেতন পাওনা থাকে তত টাকা, ও তদ্ভিন্ন ঐরূপে বিদায় হওয়াতে তাহার যে ক্ষতি হইল তাহার পরিশোধে এক মাসের বেতনের অধিক না হয় এমত উপযুক্ত টাকা, সে জন ঐ জাহাজের কাপ্তান কি স্বামির স্থানে পাইতে পারিবেক, ও যে আদালত কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ মোকদ্দমার বিচার করেন তিনি ঐ লোকের পূর্ব্বোক্তমতে অনুচিতরূপে বিদায় হইবার যে প্রমাণ উপযুক্ত জ্ঞান করেন তাহা উপস্থিত করিলে সে নিয়মিতরূপে পাওনা বেতনের মতে ঐ পরিশোধের টাকা আদায় করিতে পারিবেক ইতি।

---

আগাম টাকা দেওনের বিধি।

[আগাম টাকা ও আগাম টাকার চিঠী দিবার বিধি।]

৩৬ ধারা। বেতনের আগাম টাকা, কি আগাম

or advance-note given to any person but the seaman himself; and no advance of wages shall be made or advance-note given for any greater sum than the amount of one month's wages, nor unless the agreement contains a stipulation for the same and an accurate statement of the amount thereof; and no advance-note shall be given to any seaman who signs the agreement before a Shipping Master, unless in the presence of such Shipping Master.

[Advances irregularly or improperly made not to be a discharge of wages.]

XXXVII. If any advance of wages is made or any advance-note given to any seaman in any such manner as to constitute a breach of any of the above provisions, the wages of such seaman shall be recoverable by him as if no such advance had been made or advance-note given; and in the case of any advance-note so given, no person shall be sued thereon under the provisions hereinafter contained unless he was in person or by his agent a party to the irregular or improper manner of giving the same.

---

ALLOTMENT OF WAGES.

[Stipulations for allotment to be inserted in the agreement. Allotment-notes.]

XXXVIII. All stipulations for the allotment of any part of the wages of a seaman during his absence, which are made at the commencement of the voyage, shall be inserted in the agreement, and shall state the amounts and times of the payments to be made. All allotment-notes shall be in forms sanctioned by the local Government, and shall be made for the benefit only of a relative of the seaman or some member of his family to be named in the note, and shall be payable to the Shipping Master on account of such relative of the seaman or member of his family. Such allotment shall not in any case exceed one-third of the wages of the seaman.

[Owner &c. to pay to Shipping Master the sums allotted. Suit on allotment-notes. Evidence.]

XXXIX. The Owner or any Agent who has authorized the drawing of an allotment note shall pay to the Shipping Master on demand the sums allotted by the note, when and as the same are made payable, unless the seaman is shown in manner hereinafter mentioned to have forfeited or ceased to be entitled to the wages out of which the allotment is to be paid; and in the event of such sums not being paid to the Shipping Master on demand, the Shipping Master may sue for and recover them with costs. The seaman shall be presumed to be duly earning his wages, unless the contrary is shown to the satisfaction of the Court or Magistrate, either by the official statement of the change in the crew caused by his absence made

টাকার চিঠী কেবল মল্লাভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিকে দিতে হইবেক না, ও এক মাসের বেতনের অধিক আগাম টাকা কি তাহার চিঠী দিতে হইবেক না, ও একরারনামার মধ্যে টাকা আগাম দিবার করার ও যত দিতে হইবেক তাহার স্পষ্ট লিখন না থাকিলে দেওয়া যাইবেক না। ও শিপিং মাষ্টরের সম্মুখে যে কোন মল্লা একরারনামায় দস্তখৎ করে, তাহাকে আগাম টাকা দিবার চিঠী ঐ শিপিং মাষ্টরের সাক্ষাতে না হইলে দিতে হইবেক না ইতি।

[টাকা অনিয়মিতরূপে কি অনুচিতমতে আগাম দেওয়া গেলে বেতনস্বরূপ জ্ঞান না হইবার কথা।]

৩৭ ধারা। বেতনের আগাম টাকা কিম্বা আগাম টাকার চিঠী কোন মল্লাকে যেরূপে দেওয়া যায় তাহা বুঝিয়া যদি পূর্ব্বোক্ত কোন বিধির লঙ্ঘন হয়, তবে সেই প্রকারের আগাম টাকা কিম্বা আগাম টাকার চিঠী না দেওয়া যাইবার মতে ঐ মল্লা আপনার বেতন আদায় করিতে পারিবেক। ও আগাম টাকার চিঠী সেই প্রকারে দেওয়া গেলে তাহার নিমিত্তে কোন লোকের নামে হুহার পরের লিখিত বিধানমতে নালিশ হইতে পারিবেক না, কিন্তু যদি এমত লোক আপনি কি মোখ্তারের দ্বারা ঐ চিঠী অনিয়মিতরূপে কি অনুচিতমতে দেওয়ার কার্য্যেতে এক পক্ষ ছিল তবে হইতে পারিবেক ইতি।

---

বেতনের বরাৎ দিবার বিধি।

[বরাৎ দিবার করার একরারনামায় লিখিবার কথা ও বরাৎ চিঠীর কথা।]

৩৮ ধারা। মল্লার বিদেশে থাকন সময়ে তাহার বেতনের কোন অংশের বরাৎ দিবার যে সকল করার জাহাজের প্রথম চলিয়া যাওনের সময়ে করা যায়, তাহা একরারনামায় লিখিতে হইবেক, ও যে সময়ে যত টাকা করিয়া দিতে হইবেক তাহাও নির্ণয় করিয়া লিখিতে হইবেক। সেই প্রকারের সকল বরাৎ চিঠী স্থানবিশেষের গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে পাঠে লিখিতে হইবেক। ও তাহা ঐ মল্লার কেবল কোন কুটুম্বের কিম্বা তাহার পরিবারের কোন লোকের উপকারের নিমিত্তে হইবেক, ও সেই কুটুম্বাদির নাম ঐ চিঠীতে লেখা থাকিবেক ও ঐ মল্লার সেই কুটুম্বকে কি তাহার পরিবারের সেই লোককে দিবার জন্যে সেই টাকা শিপিং মাষ্টর সাহেবকে দেওয়া যাইবেক। কিন্তু সেই বরাতী টাকা ঐ মল্লার বেতনের তিন ভাগের এক ভাগের অধিক কখন না হয় ইতি।

[ঐ বরাতী টাকা শিপিং মাষ্টর সাহেবকে দিবার কথা ও বরাৎ চিঠীর উপর মোকদ্দমার ও প্রমাণের কথা।]

৩৯ ধারা। বরাতের চিঠীর টাকা দিবার অনুমতি জাহাজের যে স্বামী কি তাঁহার কোন মোখ্তার দিয়াছেন তাঁহার নিকটে শিপিং মাষ্টর সাহেব চাহিলে ঐ বরাতী চিঠীর টাকা যখন যে প্রকারে দিতে হয় তখন সেই প্রকারে তাঁহাকে দেওয়া যাইবেক। কিন্তু মল্লার যে বেতন হইতে ঐ বরাতের টাকা দিতে হয় তাহার সেই বেতন বন্দ হইয়াছে কিম্বা সেই বেতন তাহার আর পাওনা নাই এই কথা যদি পরের লিখনমতে দেখান যায় তবে দেওয়া যাইবেক না। সেই টাকা দাওয়া হইবার কালে শিপিং মাষ্টর সাহেবকে না দেওয়া গেলে, ঐ শিপিং মাষ্টর সাহেব তাহার নিমিত্তে নালিশ করিয়া খরচাসমেত তাহা আদায় করিতে পারিবেন। মল্লা উচিতমতে কর্ম্ম করিয়া বেতন পাইবার যোগ্য আছে এমন অনুভব করিতে হইবেক। কেবল যদি আদালতের কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের খাতিরজমামতে বিপরীত

and signed by the master, as by this Act is required, or by a duly certified copy of some entry in the official log-book to the effect that he has died or left the ship, or by a credible letter from the master of the ship to the same effect, or by such other evidence, of whatever description, as the Court or Magistrate trying the case considers sufficient to show satisfactorily that the seaman has ceased to be entitled to the wages out of which the allotment is to be paid.

[Receipts and payments by Shipping Master on account of allotment-notes.]

XL. The Shipping Master, on receiving any such sum as aforesaid, shall pay it over to the person named in the allotment-note. All such receipts and payments shall be entered in a book, and all entries in the said book shall be authenticated by the signature of the Shipping Master or his Deputy; and the said book shall be, at all times, open to the inspection of the parties concerned.

---

DISCHARGE AND PAYMENT OF WAGES.

[Discharge from Foreign-going ships to be made before Shipping Master.]

XLI. All seamen discharged from any Foreign-going ship at any Port in India in whatever part of Her Majesty's Dominions the ship is registered, shall be discharged and receive their wages in the presence of a Shipping Master duly appointed under this Act, except in cases where some competent Court otherwise directs; and any master or owner of any such ship who discharges any seaman belonging thereto, or except as aforesaid pays his wages in any other manner, shall incur a penalty not exceeding one hundred Rupees; and in the case of Home-trade ships of a burden exceeding three hundred tons, seamen may, if the owner or master so desires, be discharged and receive their wages in like manner.

[Master to deliver account of wages.]

XLII. Every master shall, not less than twenty-four hours before paying off or discharging any seaman, deliver to him, or, if he is to be discharged before a Shipping Master, to such Shipping Master, a full and true account, in a form sanctioned by the local Government, of his wages and of all deductions to be made therefrom on any account whatever, and in default shall for each offence incur a penalty not exceeding fifty Rupees; and no deduction from the wages of any seaman (except in respect of any matter happening after such delivery) shall be allowed unless it is included in the account so delivered; and the master shall during the voyage enter the various matters in respect of which such deductions are made,

[*Government Gazette*, 1st *March*, 1859.]

কথার প্রমাণ হয়, অর্থাৎ এই আইনমতে জাহাজের লোকেরদের অদলবদল হইবার যে কৈফিয়ৎ কাপ্তানের লিখিয়া দস্তখৎ করিবার আজ্ঞা হইল, ঐ মল্লা হাজির না হওয়াতে সেই অদলবদল হইবার এক কৈফিয়ৎ দাখিল হইলে—কিম্বা ঐ মল্লা মরিয়াছে কি জাহাজ ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, জাহাজের টপনামার লেখা এমত কোন কথার নকল উচিতমতে দস্তখৎ হইয়া দাখিল—হইলে কিম্বা জাহাজের কাপ্তানের কোন বিশ্বাস যোগ্য পত্রেতে সেই প্রকারের কথা লেখা থাকিলে—ইত্যাদি প্রকারের অন্য কোন প্রমাণেতে যদি ঐ মোকদ্দমা বিচারকরণিয়া আদালত কি মাজিষ্ট্রেট সাহেব খাতিরজমামতে বুঝিতে পান যে মল্লার যে বেতনহইতে বরাতের টাকা দিতে হয় তাহা তাহার আর পাওনা নাই তবে সেই অনুভব ত্যাগ করিতে হইবেক নতুবা নয় ইতি।

[বরাৎ চিঠীর বলে শিপিং মাষ্টর সাহেবের প্রাপ্ত টাকার রসীদ ও টাকা দিবার কথা।]

৪০ ধারা। শিপিং মাষ্টর সাহেব পূর্ব্বোক্তমতের টাকা পাইলে, বরাৎ চিঠীতে যাহার নাম লেখা আছে তাহাকে দিবেন। সেই প্রকারের যে সকল টাকা পান ও দেন তাহার হিসাব খাতায় তুলিতে হইবেক, ও সেই খাতার লেখা সকল কথাতে ঐ শিপিং মাষ্টর সাহেবের কি তাঁহার ডেপুটী সাহেবের দস্তখৎ করিতে হইবেক। ও সেই টাকার লেনা দেনাতে যাহারদের কিছু সম্পর্ক থাকে তাহারা যখন চাহে তখন সেই খাতা দেখিতে পাইবেক ইতি।

---

## বিদায় করিবার ও বেতন দিবার বিধি।

[বিদেশগমনীয় জাহাজের লোককে বিদায় করা গেলে শিপিং মাষ্টর সাহেবের সম্মুখে করিবার কথা।]

৪১ ধারা। শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর রাজ্যের যে কোন স্থানে বিদেশগমনীয় জাহাজের রেজিষ্টরী হউক, যদি ভারতবর্ষের কোন বন্দরে কোন মল্লাকে বিদায় করা যায় তবে এই আইনমতের নিয়মিতরূপে নিযুক্ত কোন শিপিং মাষ্টর সাহেবের গোচরে তাহাকে বিদায় করিতে হইবেক ও তাহার বেতন দিতে হইবেক। কিন্তু যদি স্থলবিশেষে উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন কোন আদালত অন্য রূপ হুকুম করেন তবে সেই হুকুম বহাল থাকিবেক। ও যদি তদ্রূপ কোন জাহাজের কোন কাপ্তান কি স্বামী অন্য কোন প্রকারে ঐ জাহাজের কোন মল্লাকে বিদায় করেন কিম্বা পূর্ব্বোক্তমতে না হইয়া অন্য প্রকারে তাহার বেতন দেন, তবে তাঁহার এক শত টাকাপর্য্যন্ত জরীমানা লাগিবেক। দেশীয় বাণিজ্যের তিন শত টনের অধিক বোঝাইয়ের জাহাজের স্বামী কি কাপ্তান ইচ্ছা করিলে, তাঁহারদের মল্লারাও সেই বিধিমতে বিদায় করা যাইতে ও বেতন পাইতে পারিবেক ইতি।

[বেতনের হিসাব কাপ্তানের দিবার কথা।]

৪২ ধারা। কাপ্তান কোন মল্লাকে বেতন দিয়া বিদায় করিবার আগে চল্লিশ ঘণ্টা থাকিতে ঐ মল্লার বেতনের ও তাহাহইতে যে কিছু যে কারণে বাদ দিতে হইবেক তাহার পূরা ও ঠিক হিসাব, স্থানবিশেষের গবর্ণমেণ্ট যেমন অনুমতি করেন সেই প্রকারে লিখিয়া, তাহাকে দিবেন, কিম্বা শিপিং মাষ্টর সাহেবের সম্মুখে তাহাকে বিদায় করিতে হইলে ঐ হিসাব শিপিং মাষ্টর সাহেবকে দিবেন। ও সেই প্রকারে যতবার না করেন, ততবার তাঁহার পঞ্চাশ টাকাপর্য্যন্ত জরীমানা লাগিবেক। ও সেই হিসাবে ধরা না গেলে কোন মল্লার বেতনহইতে কিছু বাদ দিবার অনুমতি হইবেক না। কেবল সেই হিসাব দিলে পর যদি তাহার বেতন কাটিবার কোন কারণ হয় তবে হইবেক। জাহাজের যত্রকালে কাপ্তান একখান বহী রাখিয়া মল্লারদের বেতন যেং কারণে কাটিতে হইবেক ও যত করিয়া কাটিতে

with the amount of the respective deductions as they occur, in a book to be kept for that purpose, and shall, if required, produce such book at the time of the payment of wages and also upon the hearing before any competent authority of any complaint or question relating to such payments.

[On discharge, masters to give seamen certificates of discharge, and return certificates of competency or service to mates.]

XLIII. Upon the discharge of any seaman or upon payment of his wages, the master shall sign and give him a certificate of his discharge, in a form sanctioned by the local Government, specifying the period of his service and the time and place of his discharge; and if any master fails to sign and give to any such seaman such certificate of discharge, he shall for each such offence incur a penalty not exceeding one hundred Rupees; and the master shall also, upon the discharge of every certificated mate whose certificate of competency or service has been delivered to and retained by him, return such certificate, and shall in default incur a penalty not exceeding two hundred Rupees.

[Shipping Master may decide questions which parties refer to him. How award may be enforced.]

XLIV. Every Shipping Master shall hear and decide any question whatever between a master or owner and any of his crew which both parties agree in writing to submit to him; and every award so made by him shall be binding on both parties, and shall in any legal proceeding which may be taken in the matter before any Court or Magistrate, be deemed to be conclusive as to the rights of the parties; and any document purporting to be such submission or award shall be *primâ facie* evidence thereof. An award made by a Shipping Master under this Section may be enforced by a Magistrate in the same manner as an order for the payment of wages made by such Magistrate under the provision of Section LV.

[Master and others to produce ship's papers to Shipping Masters, and give evidence.]

XLV. In any proceeding relating to the wages, claims, or discharge of any seaman carried on before any Shipping Master under the provisions of this Act, such Shipping Master may call upon the owner or his agent, or upon the master or any mate or other member of the crew, to produce any log-books, papers, or other documents in their respective possession or power relating to any matter in question in such proceeding, and may call before him and examine any of such persons being then at or near the place on any such matter; and every owner, agent, master, mate, or other member of the crew who, when called upon by the Shipping Master, does not produce any such paper or document as aforesaid if in his

হইবেক তাহার কথা ঐ বহীতে লিখিয়া রাখিবেন, ও ঐ বেতন দিবার সময়ে, ও সেই বেতনের কোন নালিশের কি বিবাদের বিচার উপযুক্ত কোন কার্য্যকারক সাহেবের সম্মুখে হইবার সময়ে, তাঁহাকে আজ্ঞা হইলে তাঁহার ঐ বহী আনিয়া দেখাইতে হইবেক ইতি।

[জাহাজের লোককে বিদায় করিলে মল্লারদিগকে বিদায় করিবার সর্টিফিকট ও মালিমদিগকে যোগ্যতার কি কর্ম্মের সর্টিফিকট দিবার কথা।]

৪৩ ধারা। কোন মল্লাকে বিদায় করিবার কিম্বা তাহার বেতন দিবার সময়ে কাপ্তান স্থানবিশেষের গবর্ণমেণ্টের অনুমতিমতে লেখা বিদায়ের সর্টিফিকট দস্তখৎ করিয়া তাহাকে দিবেন। মল্লা যত কাল কর্ম্ম করিয়াছে ও যে সময়ে ও স্থানে বিদায় হয় তাহা ঐ সর্টিফিকটে নির্দ্দিষ্ট থাকিবেক। ও যদি কোন কাপ্তান ঐ প্রকারের বিদায়ের সর্টিফিকট দস্তখৎ করিয়া মল্লাকে না দেন তবে তদ্রূপ একই দোষের জন্যে তাঁহার এক শত টাকাপর্য্যন্ত জরীমানা লাগিবেক। আরো সর্টিফিকটপ্রাপ্ত যে মালিমের যোগ্যতার কি কর্ম্মের সর্টিফিকট কাপ্তানের হাতে দেওয়া গিয়াছিল ও তাঁহার কাছে থাকিল তাহা ঐ মালিমকে বিদায় করিবার সময়ে তাঁহাকে ফিরিয়া দিবেন। না দিলে তাঁহার দুই শত টাকাপর্য্যন্ত জরীমানা লাগিবেক ইতি।

[বিবাদ উপস্থিত হইলে শিপিং মাষ্টর সাহেবের সেই বিবাদ নিষ্পত্তি করিবার ও তাঁহার হুকুম প্রবল করিবার কথা।]

৪৪ ধারা। কাপ্তানের কি স্বামির ও জাহাজী লোকেরদের মধ্যে কোন বিবাদ হইলে যদি উভয় পক্ষ সেই বিবাদ শিপিং মাষ্টর সাহেবের নিষ্পত্তির জন্যে অর্পণ করিবার করার লিখিয়া দেন তবে শিপিং মাষ্টর সাহেব ঐ বিবাদের বিচার করিয়া নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন। ও তাহাতে তিনি যে কোন ফয়সলা করেন তাহা উভয় পক্ষের মানিতে হইবেক। ও যদি সেই কথা লইয়া কোন মোকদ্দমা কোন আদালতের কি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে উপস্থিত করা যায়, তবে উভয় পক্ষের স্বত্ববিষয়ে ঐ ফয়সলা সিদ্ধান্ত জ্ঞান হইবেক। ও তদ্রূপে অর্পণ করিবার কিম্বা সেই ফয়সলার লিপি বলিয়া কোন দলীল আপাতত ঐ অর্পণ করিবার কি ঐ ফয়সলার প্রমাণ হইবেক। এই ধারামতে শিপিং মাষ্টর সাহেব যে ফয়সলা করেন তাহা ৫৫ ধারার বিধানমতে কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বেতন দিবার হুকুম প্রবল করিবার ন্যায় সেই মাজিষ্ট্রেট সাহেব প্রবল করিবেন ইতি।

[জাহাজের কাগজপত্র শিপিং মাষ্টর সাহেবের নিকটে কাপ্তানের ও অন্য লোকেরদের আনিয়া দেখাইবার ও প্রমাণ দিবার কথা।]

৪৫ ধারা। কোন মল্লার বেতনের কি দাওয়ার কি বিদায় হইবার কথা লইয়া যখন কোন মোকদ্দমা এই আইনের বিধানমতে শিপিং মাষ্টর সাহেবের সম্মুখে চালান যায়, তখন ঐ শিপিং মাষ্টর সাহেব জাহাজের স্বামিকে কি তাহার মোখ্তারকে কিম্বা কাপ্তানকে কি কোন মালিমকে কিম্বা জাহাজের অন্য কোন লোককে কোন টপনামা কি কাগজপত্র কিম্বা ঐ মোকদ্দমার বিবাদের কোন কথাসংক্রান্ত অন্য যে দলীল তাহারদের নিকটে কি ক্ষমতার অধীনে থাকে তাহা আনিয়া দেখাইতে হুকুম করিতে পারিবেন, ও সেই প্রকারের যে কোন লোক তৎকালে সেই স্থানে কি তাঁহার নিকটে থাকে তাঁহাকে আপনার সম্মুখে তলব করিয়া ঐ কথার বিষয়ে তাঁহার জোবানবন্দী লইতে পারিবেন। ও শিপিং মাষ্টর সাহেব জাহাজের স্বামিকে কি তাহার মোখ্তারকে কি কাপ্তানকে কি মালিমকে কিম্বা জাহাজের অন্য লোক-

possession or power, or does not appear and give evidence, shall, unless he shows some reasonable excuse for such default, for each such offence incur a penalty not exceeding fifty Rupees.

[Settlement of wages.]

XLVI. The following rules shall be observed with respect to the settlement of wages, (that is to say)—

[Release to be signed before and attested by the Shipping Master.]

1.—Upon the completion before a Shipping Master of any discharge and settlement, the master or owner and each seaman shall raspectively, in the presence of the Shipping Master, sign, in a form sanctioned by the local Government, a mutual release of all claims in respect of the past voyage or engagement, and the Shipping Master shall also sign and attest the release and shall retain the same.

[To be a discharge.]

2.—Such release so signed and attested shall operate as a mutual discharge and settlement of all demands between the parties thereto in respect of the past voyage or engagement.

[And to be evidence.]

3.—A copy of such release, certified under the hand of such Shipping Master to be a true copy, shall be given by him to any party thereto requiring the same, and such copy shall be receivable in evidence upon any future question touching such claims as aforesaid, and shall have all the effect of the original of which it purports to be a copy.

[No other receipt to be a discharge.]

4.—In cases in which discharge and settlement before a Shipping Master are hereby required, no payment, receipt, settlement, or discharge otherwise made shall operate or be admitted as evidence of the release or satisfaction of any claim.

[Voucher to be given to master and to be evidence.]

5.—Upon any payment being made by a master before a Shipping Master, the Shipping Master shall, if required, sign and give to such master a statement of the whole amount so paid, and such statement shall, as between the master and his employer, be received as evidence that he has made the payments therein mentioned.

(To be continued.)

[*Government Gazette*, 1st *March*, 1859.]

T

কে তলব করিলে যদি সেই লোক আপনার নিকটে কি আপন ক্ষমতার অধীনে থাকা পূর্ব্বোক্তমতের কোন কাগজপত্র কি দলীল আনিয়া না দেখায়, কিম্বা হাজির হইয়া প্রমাণ না দেয়, তবে সেই প্রকার ত্রুটির কোন উপযুক্ত কারণ দেখাইতে না পারিলে তাহার সেরূপ প্রত্যেক অপরাধের জন্যে পঞ্চাশ টাকাপর্য্যন্ত জরীমানা লাগিবেক ইতি।

[বেতন চুকাইয়া দিবার কথা।]

৪৬ ধারা। বেতন চুকাইয়া দিবার কার্য্যেতে এই বিধি মানিতে হইবেক ইতি।

[শিপিং মাষ্টর সাহেবের সম্মুখে ফারখতে দস্তখৎ হইবার ও তাহার প্রমাণে তাঁহার স্বাক্ষর করিবার কথা।]

১। শিপিং মাষ্টর সাহেবের সম্মুখে কোন লোকের বিদায় করিবার ও বেতন চুকাইয়া দিবার কার্য্য সমাপ্ত হইলে, জাহাজের কাপ্তান কি স্বামী ও একং জন মল্লা ঐ শিপিং মাষ্টর সাহেবের গোচরে জাহাজের পূর্ব্ব যাত্রার কি একরারনামার সম্পর্কে সকল দাওয়ার এক ফারখতী পত্রে স্থানবিশেষের গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে পাঠে দস্তখৎ করিবেন ও শিপিং মাষ্টর সাহেবও ঐ ফারখতী পত্রে দস্তখৎ করিবেন ও সাক্ষিস্বরূপে স্বাক্ষর করিবেন ও তাহা আপনার নিকটে রাখিবেন।

[তাহা ফারখৎ হইবার কথা।]

২। ঐ ফারখৎনামায় সেই প্রকারে দস্তখৎ ও স্বাক্ষর হইলে পর জাহাজের পূর্ব্বযাত্রার কি একরারনামার সম্পর্কে উভয় পক্ষের সকল দাওয়ার পরস্পর ফারখৎ ও নিষ্পত্তির ন্যায় হইবেক।

[ও প্রমাণ হইবার কথা।]

৩। ঐ ফারখৎনামার সম্পর্কীয় কোন লোক যদি তাহার এক কেতা নকল চাহে, তবে তাহার এক কেতা নকলে ঐ শিপিং মাষ্টর সাহেব যথার্থ নকল বলিয়া দস্তখৎ করিয়া সেই নকল তাহাকে দিবেন, ও পূর্ব্বোক্তমতের দাওয়া লইয়া পরে কোন বিবাদ হইলে এ নকল প্রমাণস্বরূপে গ্রাহ্য হইতে পারিবেক, ও যে লিপির নকল বলিয়া জ্ঞান হয় তাহার আসলের তুল্য বলবৎ হইবেক।

[অন্য কোন রসীদ ফারখৎ না হইবার কথা।]

৪। এই ধারামতে যেং স্থলে শিপিং মাষ্টর সাহেবের সম্মুখে বিদায় ও নিষ্পত্তি হইবার হুকুম হইল এমত স্থলে অন্য কোন প্রকারে যে কিছু টাকা কি রসীদ দেওয়া যায় কি নিষ্পত্তি কি ফারখৎ হয় তাহা বলবৎ হইবেক না ও ফারখতের কিম্বা কোন দাওয়া পরিশোধের প্রমাণে গ্রাহ্য হইবেক না।

[কাপ্তানকে বৌচর দিবার কথা ও তাহা প্রমাণ হইবার কথা।]

৫। শিপিং মাষ্টর সাহেবের সম্মুখে জাহাজের কাপ্তান কিছু টাকা দিলে পর, ঐ শিপিং মাষ্টর সাহেবের নিকটে প্রার্থনা হইলে তিনি সেইরূপ যত টাকা দেওয়া গিয়াছে তাহার সমুদয়ের কৈফিয়তে দস্তখৎ করিয়া ঐ কাপ্তানকে দিবেন, ও ঐ টাকা যে দেওয়া গিয়াছে ইহার প্রমাণস্বরূপে কাপ্তানের ও তাঁহার মুনিবের মধ্যে ঐ কৈফিয়ৎ গ্রাহ্য হইবেক।

[ইহার অবশিষ্ট আগামিতে প্রকাশ হইবেক।]

## CIRCULAR ORDERS OF THE SUDDER DEWANNY ADAWLUT.

No. 1.

*To the Civil Judges in the Lower Provinces.*

I am directed to intimate to you for future guidance, that it has been ruled by the Court that a person holding a Law Diploma of the Presidency College, is qualified to practise at the bar of the Sudder Court, of the Zillah Judge and Principal Sudder Ameen. It will of course be requisite that he be competent to plead in the language, Urdoo or Bengalee, of the district, where he desires to practise.

(Signed) A. W. RUSSELL,
*Register.*

Fort William, the 14th January, 1859.

No. 2.

*To the Civil Judges in the Lower Provinces and Deputy Commissioner of Hazareebagh.*

I am directed by the Court to request that you will in future submit all applications from Principal Sudder Ameens and Sudder Ameens for leave of absence during the Mohurrum and Dusserah Vacations, to the Government of Bengal, instead of sending them direct to this office.

(Signed) A. W. RUSSELL,
*Register.*

Fort William, the 8th January, 1859.

## CIRCULAR ORDER OF THE SUDDER NIZAMUT ADAWLUT.

No. 1.

*To the Magistrates and Joint Magistrates in the Lower Provinces.*

The Court direct that, whenever you may have occasion, in future, to deliver over charge of your Office, you will submit the prescribed report for the information of the Court through the Judge of the District, rather than directly to this office.

(Signed) A. W. RUSSELL,
*Register.*

Fort William, the 3rd January, 1859.

## সদর দেওয়ানী আদালতের সরক্যুলর অর্ডর।

১ নম্বর।

বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের শ্রীযুত সিবিল জজ সাহেব বরাবরেষু।

ইহার পরে তোমার উপদেশের নিমিত্তে আমাকে এই কথা জানাইতে আজ্ঞা হইয়াছে। সদর আদালত এই নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। প্রসীডেন্সী কালেজের লা ডিপ্লোমা (অর্থাৎ আইনসম্পর্কীয় যোগ্যতার পত্র) যে জন পান তিনি সদর আদালতে ও জিলার জজ সাহেবের ও প্রধান সদর আমীনের আদালতে ওকালতী করিবার যোগ্য হন। ইহাতে সুতরাং যে জিলাতে কর্ম্ম করিতে চাহেন সেই জিলা বুঝিয়া তাঁহার উর্দ্দু কি বাঙ্গলা ভাষাতে সওয়াল জওয়াব করিবার ক্ষমতা থাকা আবশ্যক।

এ ডবলিউ রসেল।
রেজিষ্টর।

ফোর্ট উলিয়ম।
১৮৫৯ সাল ১৪ জানুআরি।

২ নম্বর।

বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের শ্রীযুত সিবিল জজ সাহেব ও হাজারীবাগের শ্রীযুত ডেপুটী কমিসনর সাহেব বরাবরেষু।

সদর আদালতের সাহেবেরদের আজ্ঞামতে এই আদেশ করিতেছি। প্রধান সদর আমীনেরা ও সদর আমীনেরা মহরমের ও দশহরার বন্দের সময়ে ছুটী প্রার্থনা করিলে তাঁহারদের প্রার্থনা ইহার পরে একেবারে আদালতে না পাঠাইয়া বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টে পাঠাও।

এ ডবলিউ রসেল।
রেজিষ্টর।

ফোর্ট উলিয়ম।
১৮৫৯ সাল ৮ জানুআরি।

JOHN ROBINSON, *Bengalee Translator.*

## সদর নিজামৎ আদালতের সরক্যুলর অর্ডর।

১ নম্বর।

বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের শ্রীযুত মাজিষ্ট্রেট ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেব বরাবরেষু।

সদর আদালতের সাহেবেরা এই আজ্ঞা করিতেছেন। ইহার পরে যখন তোমার কর্ম্মের ভার অন্য কাহার হাতে সমর্পণ করিতে হয় তখন আদালতকে জানাইবার জন্যে যে রিপোর্ট পাঠাইতে হয় তাহা একেবারে এই দফ্তরখানায় না পাঠাইয়া জিলার জজ সাহেবের দ্বারা পাঠাও।

ফোর্ট উলিয়ম। এ ডবলিউ রসেল। রেজিষ্টর।
১৮৫৯ সাল ৩ জানুআরি।

JOHN ROBINSON, *Bengalee Translator*

No. 14 of 1859.

## NOTIFICATION.

FORT WILLIAM,

FINANCIAL DEPARTMENT,

THE 21st FEBRUARY 1859.

His Excellency the Governor General of India in Council is pleased to notify for general information the Financial measures which have been resolved upon, in order to provide means for carrying on the Public Service in the coming Year 1859-60.

On the 16th of January 1857, a Five-per-Cent Loan was opened, in supersession of the Four-and-a-half-per-Cent Loan opened on the 30th of August 1856, which had been found, in the then state of the Money Market, not to afford sufficient inducement to Capitalists. On the 30th of April 1857, the Financial position of the Government of India was excellent. The annual deficit which had been experienced for several years, and which in 1853-54 had amounted to Rupees 211 Lacs, chiefly in consequence of the great extension in late years of Public Works, was reduced for the year 1856-57 to the small sum of Rupees 18 Lacs, and this Financial restoration had been accomplished without the stoppage of those great works of material improvement of which India is so much in need. But as the Government had raised but a small amount in the way of Loan, after the closing of the Five-per-Cent Public Works' Loan in October 1855, the Cash Balances in India had fallen so low that the opening of an effectively drawing Loan had become indispensable.

In May 1857 the revolt of the Bengal Native Army broke out, and it became necessary by adequate measures both in India and at Home, to provide the means of making those extraordinary exertions by which, under the blessing of Providence, the Indian Empire has been saved, and tranquillity has been restored.

The Government at Home undertook all the charges which had to be met at Home, both the ordinary Home charges of each year, and the extraordinary Home charges which the despatch to India of a large English Force, and the provision of an immense supply of the Munitions of War, (a vast quantity of which had been lost or destroyed,) rendered necessary: and it assisted the Indian Exchequer, at the moment of greatest pressure, by the remittance of a Million Sterling in Bullion. These objects were met by the issue at Home of temporary debentures to the amount of Eight Millions Sterling. The Government of India had the task of providing for the main part of the extraordinary War charges, which of course had to be disbursed in India; and for the Barrack Accommodation of many thousand additional Euro-

১৮৫৯ সাল ১৪ নয়র।

## বিজ্ঞাপন।

ফোর্ট উলিয়ম।

ফিনান্সিয়ল ডিপার্টমেণ্ট।

১৮৫৯ সাল ২১ ফেব্রুআরি।

আগামি ১৮৫৯।৬০ সালে সরকারী কর্ম্ম চালাইবার খরচের উপায় করিবার অভিপ্রায়ে সরকারের অর্থসম্পর্কীয় যে নিয়ম নির্দ্ধার্য্য করা গিয়াছে তাহা সকল লোককে জ্ঞাত করিবার জন্যে হুজুর কৌন্সেলে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর প্রকাশ করিতেছেন।

১৮৫৬ সালের আগষ্ট মাসের ৩০ তারিখে শতকরা সাড়েচারি টাকার সুদের লোন খোলা গিয়াছিল। কিন্তু টাকার বাজারের তৎকালীন ভাবগতিক বুঝিয়া, অর্থব্যবসায়িরা এ সুদে কর্জ দিতে তাদৃশ যত্নবান হইলেন না। অতএব তাহার পরিবর্ত্তে ১৮৫৭ সালের জানুআরি মাসের ১৬ তারিখে শতকরা পাঁচ টাকা সুদের লোন খোলা গেল। ১৮৫৭ সালের আপ্রিল মাসের ৩০ তারিখে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের তহবীলের উত্তম অবস্থা হইয়াছিল। তাহার পূর্ব্বে অনেক বৎসরঅবধি আয়অপেক্ষা ব্যয় অধিক হইয়াছিল ও কএক বৎসরঅবধি সরকারের ইমারৎপ্রভৃতি অনেক কার্য্য অতিবাহুল্যরূপে হওয়াতে ১৮৫৩।৫৪ সালে আয়অপেক্ষা ২১১ লক্ষ টাকাপর্য্যন্ত অধিক ব্যয় হইয়াছিল। কিন্তু ১৮৫৬।৫৭ সালে তাহার অধিক শোধ হইয়া আয়অপেক্ষা ব্যয় কেবল ১৮ লক্ষ টাকাপর্য্যন্ত অধিক রহিল। ও ভারতবর্ষের অধিকতর সৌষ্ঠবের জন্যে যে বৃহৎ২ কার্য্যের অত্যন্ত আবশ্যক আছে তাহা রহিত না করিয়াও সরকারের তহবীলের পূর্ব্বোক্তমতে সদরা হইয়াছিল। পরন্তু গবর্ণমেণ্ট কর্জ্জ করণের দ্বারা অল্প টাকামাত্র উৎপন্ন করিয়াছিলেন। অতএব সরকারের ইমারৎপ্রভৃতি কার্য্যের নিমিত্তে শতকরা পাঁচ টাকার সুদের যে লোন হইয়াছিল তাহা ১৮৫৫ সালের অক্টোবর মাসে বন্দ হইলে পর, ভারতবর্ষে নগদ অতিঅল্প টাকা হাতে রহিয়াছিল। তৎপ্রযুক্ত যে প্রকারের লোন খুলিলে টাকা সফলমতে পাওয়া যাইতে পারে এমত লোন খোলা আবশ্যক হইয়াছিল।

১৮৫৭ সালের মে মাসে বাঙ্গলা দেশের সিপাহী পল্টনের বিদ্রোহাচার হইতে লাগিল। তৎপ্রযুক্ত ভারতবর্ষে ও ইঙ্গলণ্ড দেশে অতি অসাধারণ যত্ন হইবার উপযুক্ত নিয়ম করা আবশ্যক হইল। পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদে সেই যত্নক্রমে ভারতবর্ষ রাজ্যের রক্ষা হইয়াছে ও শান্তি পুনরায় স্থাপন হইয়াছে।

ইঙ্গলণ্ডে যে সকল টাকা তৎকালে খরচ করিতে হইয়াছিল তাহা ইঙ্গলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট পরিশোধ করিতে স্বীকার করিয়াছিলেন। অর্থাৎ ইঙ্গলণ্ড দেশের প্রতিবৎসরের নিয়মিত খরচ, ও গোরা অনেক দল সৈন্য ভারতবর্ষে পাঠাইবার খরচ, ও অতিঅধিক বারুদ কামানপ্রভৃতি হারাণ গিয়াছিল কি নষ্ট হইয়াছিল এইপ্রযুক্ত যুদ্ধের অনেক সরঞ্জাম পাঠাইবার যত খরচ আবশ্যক হইল ইঙ্গলণ্ড দেশের নিয়মিতাতিরিক্ত সেই সকল খরচও দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন, তদ্ভিন্ন অত্যন্ত কষ্টের সময়ে দশ লক্ষ টাকার রূপার চাকি পাঠাইয়া ভারতবর্ষের অর্থসঙ্গতির অত্যন্ত সাহায্য করিলেন। এই২ অভিপ্রায় সফল করিবার জন্যে ইঙ্গলণ্ডে আশী লক্ষ টাকা কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্তে কর্জ্জ লওয়া গিয়াছিল। যুদ্ধের অতিরিক্ত খরচের অধিক অংশ পরিশোধ করিবার ভার ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের প্রতি হইল। তাহা সমুদয় ভারতবর্ষেতে ব্যয় করিতে হইয়াছিল, ও অতিরিক্ত সহস্র২ ইউরোপীয় সৈন্যেরদের বারিক প্রস্তুত করিবার ও যে

peans, as also for the restoration of the Treasure which had been plundered; and this it had to do, when nearly all the Revenues of one of the Local Governments had been swept away.

The Five-per-Cent. Loan, which would have been adequate for ordinary wants and in ordinary times, was found to be inadequate at this time of extreme pressure. Accordingly it was necessary to induse Capitalists to come to the assistance of the State, by an enhancement of the terms; and the Governor General in Council resolved to borrow at Six-per-Cent.

He was aware that this could not be done without in some degree affecting injuriously those Holders of the Paper of former Loans, who had not purchased for purposes of permanent investment; but this is the condition of all such Holders of Government Stock in all Countries, whenever a great exigency forces upon the State the necessity of raising a large sum in a limited time. The Governor General in Council, however, was desirous to save such Holders from loss, as far as that could be done consistently with the paramount object in view. Therefore, instead of simply opening a Six-per-Cent Loan, which would have brought down the price of Four and Five-per-Cent Paper to a low point, he threw open the existing Five-per-Cent Loan to subscriptions half in Cash, and half in Four-per-Cent Paper. This arrangement for many months answered the purpose, the market price of the Paper of former Loans was but little affected by the operation; and the expectations of Government were fully met by large and regular subscriptions through the medium of the then existing Holders of Four-per-Cent Stock, or those who purchased of them for the express purpose of subscribing to the Loan. From the opening of this conversion Loan to the present time upwards of Eight Crores have been paid in Cash.

Latterly, however, whether from the partial exhaustion of such Holders of Four-per-Cent Paper as are able and willing to convert it, or to sell it at such a price as will induce the Capitalist to buy it for the purpose of conversion, or from some other cause, this conversion process has failed to afford the income which in the present temporary exigency is necessary for the Public Service. For many weeks past the subscriptions to the conversion Loan have fallen to less than half what they were; and they have shewn no prospect of improvement.

In this state of things, the Government of India, having the Public Service to provide for, had no choice but to adopt some change of measure by which it could hope to obtain the requisite funds before the Cash Balances should become exhausted. The Governor General in Council did not doubt that the rate of Six-per Cent, which

সকল খাজানা লুঠ হইয়াছিল তাহা প্রত্যর্পণ করিবার ভার গবর্ণমেণ্টের প্রতি হইয়াছিল। বিশেষতঃ এক স্থানের গবর্ণমেণ্টের প্রায় সমস্ত খাজানা অপহরণ হইলে পর ঐ সকল কার্য্য করিতে হইয়াছিল।

শতকরা পাঁচ টাকার সুদের লোনে সাধারণমতের কালে নিয়মিত খরচ পোষাইবার জন্যে কুলাইত, কিন্তু এই অত্যন্ত কষ্টের কালে কুলায় না। তাহাতে রাজ্যের সাহায্য করিতে অর্থব্যবসায়িরদের প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্যে কর্জের সুদ বৃদ্ধিকরা আবশ্যক হইয়াছিল। ও হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর শতকরা ছয় টাকার সুদে কর্জ লইতে স্থির করিয়াছিলেন।

কিন্তু তাহা করিলে যাঁহারা চিরকালের নিমিত্তে টাকা গচ্ছিত করিবার অভিপ্রায়ে ক্রয় করেন না, এমত যে মহাশয়েরদের নিকটে পূর্ব্বং লোনের কাগজ ছিল তাঁহারদের অবশ্য ক্ষতিই হইত, শ্রীযুক্ত তাহা অবগত ছিলেন। কিন্তু যে কোন দেশে যখন কোন গুরুতর কারণে অল্প কালের মধ্যে অধিক টাকা আদায় করা আবশ্যক হয়, তখন প্রমিসরি নোটপ্রভৃতি গবর্ণমেণ্টের ষ্টাক যাঁহারদের হাতে থাকে তাঁহারদের সেই দশা হয়। পরন্তু হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর লক্ষিত গুরুতর অভিপ্রায় সফল করিয়াও কোম্পানির কাগজপ্রাপ্ত লোকেরদের ক্ষতি সাধ্যমতে নিবারণ করিতে চেষ্টা করিলেন। কেবল শতকরা ছয় টাকার সুদের লোন খুলিলে শতকরা চারি টাকার ও পাঁচ টাকার সুদের কাগজের অত্যল্প মূল্য হইত। এই কারণে তাহা না করিয়া, শতকরা পাঁচ টাকার যে লোন তখন খোলা ছিল তাহার কাগজের মূল্য অর্দ্ধেক নগদ দিয়া ও অন্য অর্দ্ধেক শতকরা চারি টাকার সুদের কাগজ দিয়া কিনিবার অনুমতি দিলেন। এই উপায়ে অনেক মাসপর্য্যন্ত অভিপ্রায় সফল হইল। ও পূর্ব্বং লোনের কাগজের বাজারভাও প্রায় কম পড়িল না। ও তখন যাঁহারদের হাতে শতকরা চারি টাকার সুদের কাগজ ছিল তাঁহারদের দ্বারা ঐ লোনে অনেক টাকা ক্রমশঃ দেওয়া গিয়াছিল, অন্য লোকেরাও ঐ লোনে টাকা দিবার জন্যে শতকরা চারি টাকার সুদের কাগজ কিনিয়া ক্রমশঃ অনেক দিয়াছিলেন, ইহাতে গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় সম্পূর্ণরূপে সফল হইল। সেই পরিবর্ত্তনের লোন খুলিবার সময়াবধি অদ্যপর্য্যন্ত আট কোটি টাকা নগদ আদায় হইয়াছে।

অপর যাঁহারদের হাতে শতকরা চারি টাকার সুদের কাগজ ছিল এমত যে লোকেরা তাহার পরিবর্ত্তে পাঁচ টাকার সুদের কাগজ লইতে সক্ষম কি ইচ্ছুক ছিলেন তাঁহারদের সংখ্যা ন্যূন হওয়াতে হউক, কিম্বা ঐ প্রকারের কাগজ লইবার জন্যে যে অর্থব্যবসায়িরা ঐ চারি টাকার সুদের কাগজ কিনিতেন তাঁহারা যে দরে কিনিতে পারেন এমত মূল্যেতে তাহা বিক্রয় করিবার অনিচ্ছাতে হউক, কিম্বা অন্য কোন কারণে হউক, সরকারী কার্য্যের নিমিত্তে সম্প্রতি যত অধিক টাকা আদায় করা আবশ্যক হইয়াছে, ঐ কাগজ পরিবর্ত্তনের নিয়মে অল্প কালাবধি তত টাকা আদায় হয় না। ফলতঃ ঐ পরিবর্ত্তনের নিয়মের লোনে যত টাকা আদায় হইত তাহার অর্দ্ধেকেরও কম টাকা অনেক সপ্তাহঅবধি পাওয়া যাইতেছে, ও বৃদ্ধির কোন লক্ষণ দেখা যায় না।

এমন অবস্থায়, সরকারী কর্ম্মের নিমিত্তে খরচ পোষাইবার ভার ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের প্রতি থাকাতে, যত টাকা হাতে আছে তাহার অবশেষ না হইতেই আবশ্যক টাকা যাহাতে পাওয়া যাইবার আশা হয় এমত কোন নূতন নিয়ম করা গবর্ণমেণ্টের অগত্যা প্রয়োজন হইয়াছিল। শতকরা ছয় টাকার যে সুদ গবর্ণমেণ্ট দিতেছিলেন তাহা অর্থব্যবসায়িরদের টাকা

Government were paying, was ample Interest to induce the Capitalist to subscribe. But it was apparent that from some cause or other, the requisite funds, even at that rate, could no longer be procured exclusively through the medium of Holders of Four-per-Cent Stock. There was therefore nothing to be done but to look for subscriptions either through the medium of some other class, or from Capitalists generally.

In this state of things the Governor General in Council resolved, on the 26th of January last, to adopt a new arrangement in respect to the open Loan, from the commencement of the approaching Financial year. Accordingly he gave notice of the closing on the 30th of April next of the Four-per-Cent conversion arrangement. By this warning all remaining Holders of that Stock for whose benefit it may be to take advantage of that arrangement will still have full opportunity of so doing. Up to the end of the Current Commercial Year, Holders of Four-per-Cent Paper will still have it in their power, on subscribing to the open Loan, to obtain Six-per-Cent for the Cash subscribed.

In order to throw open the door, in some manner, to the general Capitalist, Treasury Bills, bearing a somewhat lower rate of Interest, were issued; and the Governor General in Council, looking to the very large extraordinary expenditure which must still remain to be incurred in the coming year, made application to the Right Hon'ble the Secretary of State for India for assistance in the way of Bullion Remittances from Home, to the extent of Three Millions Sterling.

It had been the wish of the Governor General in Council to await the answer of the Secretary of State which may be expected by the 1st of May; as also to allow time to show practically what may be expected as the result of the above-mentioned measures, before determining upon the course to be adopted on the 1st of May for the service of the coming year. But the late fluctuations in the Stock Market, though the manifest result of an unfounded and happily short-lived panic, and the representations of the Mercantile Community, who are of opinion that in the present state of the Market uncertainty as to the future Financial operations of Government would be a great evil, have induced His Excellency in Council to anticipate the determination of this question, and to announce at once the arrangement which it is his intention to make in India for the service of the year 1859-60.

Reductions in the present enormous War charges will be made as early and to as great an extent as may be safe. Measures will be taken for the permanent increase of the Indian Revenues

[*Government Gazette*, 1st *March*, 1859.]

দেওনের প্রবৃত্তি জন্মাইবার যথেষ্ট সুদ বটে ইহা হজুর কৌন্সেলে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর নিশ্চয়মতে জানিলেন। কিন্তু কোন না কোন কারণে কেবল শতকরা চারি টাকার সুদের কাগজপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের দ্বারা সেই হারেও প্রয়োজনমতের টাকা আর পাওয়া যাইতে পারিল না, অতএব অন্য কোন লোকেরদের স্থানে অথবা সাধারণমতে অর্থব্যবসায়িরদের স্থানে সেই টাকা পাইবার অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল

এমন অবস্থায়, হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর খোলা লোনের নূতন নিয়ম আগামি সরকারী সনের প্রথমাবধি করিতে, গত জানুআরি মাসের ২৬ তারিখে মনস্থ করিলেন। তদনুসারে তিনি শতকরা চারি টাকার সুদের কাগজের পরিবর্তে নূতন লোনের কাগজ দিবার নিয়ম আগামি আপ্রিল মাসের ৩০ তারিখঅবধি বন্দ হইবেক, এমত সম্বাদ দিয়াছেন। ঐ সম্বাদ অগ্রে দেওয়ার এই ফল যে, ঐ চারি টাকার সুদের কাগজ যাঁহারদের হাতে থাকে, তাঁহারা তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন লোনের কাগজ লওয়া আপনারদের লভ্যের বিষয় জ্ঞান করিলে তাহা করিবার অবকাশ পান্। যাঁহারদের শতকরা চারি টাকার সুদের কাগজ থাকে, তাঁহারা চলিত ডেজারতী সনের শেষপর্য্যন্ত খোলা লোনে টাকা দিয়া, আপনারদের নগদ টাকার উপর শতকরা ছয় টাকার হিসাবে সুদ পাইতে পারিবেন।

সাধারণ অর্থব্যবসায়িরা টাকা দিতে পারেন ইহার কোন প্রকারের উপায় করিবার জন্যে তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অল্প সুদের ট্রেজুরী বিল জারী হইয়াছিল। ও আগামি বৎসরে অতিরিক্ত খরচে অধিক টাকা ব্যয় করিতে হইবেক তাহা বিবেচনা করিয়া হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর, ভারতবর্ষের নিমিত্তে রাজ্যের শ্রীযুত অনরবিল সেক্রেটারী সাহেবের স্থানে সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন অর্থাৎ তিনি ত্রিশ লক্ষ টাকার চাক্তি ইঙ্গলণ্ড দেশহইতে পাইন্ ইহা প্রার্থনা করিয়াছেন।

রাজ্যের শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেবের উত্তর আগামি মে মাসের ১ তারিখপর্য্যন্ত পাওয়া যাইতে পারে। তাহাতে হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর আগামি বৎসরের সরকারী কার্য্যের নিমিত্তে যে মাসের ১ তারিখে যে নিয়ম করিতে হইবেক তাহা নির্দ্ধার্য্য করিবার পূর্ব্বে শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেবের উত্তরের অপেক্ষায় থাকা, ও ইতিমধ্যে পূর্ব্বের লিখিত উপায়ের যে ফলের অনুভব হইতে পারে তাহা কার্য্যক্রমে দর্শাইবার অবকাশ দেওয়া, বিহিত বোধ করিয়াছিলেন। পরন্তু সম্প্রতি কোম্পানির কাগজের ক্রয়বিক্রয়ের দর অনেক হ্রাসবৃদ্ধি হইল, ফলতঃ সেই হ্রাসবৃদ্ধি স্পষ্টতঃ অতি অমূলক ও সৌভাগ্যক্রমে অল্পকালীন ত্রাসেতেই হইয়াছিল। আরো সওদাগর মহাশয়েরা বোধ করিলেন যে বাজারের বর্ত্তমান অবস্থা বুঝিয়া গবর্ণমেণ্টের অর্থসম্পর্কীয় ভবিষ্যৎকালীন কার্য্যের বিষয়ে যদি কোন অনিশ্চিত ভাব থাকে তবে অত্যন্ত ক্ষতি হয়। এই২ কারণে হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর লক্ষিত সময়ের পূর্ব্বে সেই কথা নির্দ্ধার্য্য করিয়া ১৮৫৯ ৬০ সালের সরকারী কার্য্যের নিমিত্তে ভারতবর্ষে তাঁহার যে নিয়ম করিবার মনস্থ আছে তাহা প্রকাশ করিতেছেন।

যুদ্ধসম্পর্কীয় যে বহুল খরচ হইয়াছে তাহা দেশের সুরক্ষা মানিয়া যত শীঘ্র ও যেপর্য্যন্ত হ্রাস করা যাইতে পারে করা যাইবেক। রাজ্যের অতি সুনীতি রক্ষা করিয়া যেপর্য্যন্ত হয়, সেইপর্য্যন্ত ভারতবর্ষের রাজস্বের

as largely as may be consistent with sound policy. But the full benefit of these operations will not be felt in 1859-60.

The Governor General in Council hereby announces that the amount of money for which he will look to the Indian Market to be raised by Loan in order to provide for the service of 1859-60, is Five Crores of Rupees. When this amount shall have been realized, the Loan of 1859-60 will be closed, and no further Loan will be opened in India during that year.

In pursuance of the principle adopted on the 20th of July 1857, the Loan to be opened on the 1st May next will be a Five-and-a-Half-per-Cent Loan, to which subscriptions will be receivable in Cash or half in Cash and half in Five-per-Cent Paper.

If this Loan should not produce the required amount, the Governor General in Council will recommend to the Right Hon'ble the Secretary of State that the deficiency should be supplied from England. No Loan carrying a higher rate of interest will be opened in India in the course of the year 1859-60, unless under instructions from the Home Government.

The issue of Treasury Bills, on the terms notified on the 26th of January 1859, will be closed on the 30th of April; a new issue of Treasury Bills will be notified from the 1st of May, bearing Interest at the rate of 2½ Pie per Centum per diem.

The sum which may be received upon these Notes will not be counted as a part of the Five Crores which the Government desire to raise by Loan.

Published by order of His Excellency the Right Hon'ble the Governor General of India in Council,

C. HUGH LUSHINGTON,
*Secy. to the Govt. of India.*

চিরকাল বৃদ্ধি হইবার নিয়ম করা যাইবেক। কিন্তু এই সকল কার্য্যের সম্পূর্ণ সুফল ১৮৫৯। ৬০ সালের মধ্যে প্রকাশ হইবেক না।

হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর ইহাতে জ্ঞাত করাইতেছেন যে, ১৮৫৯ ৬০ সালের সরকারী কার্য্যের ব্যয় পোষাইবার জন্যে তিনি ভারতবর্ষের টাকার বাজারে লোনের দ্বারা পাঁচ কোটি টাকা আদায় করিতে চাহেন। সেই সকল টাকা আদায় হইলে পর, ১৮৫৯। ৬০ সালের লোন বন্দ হইবেক। ও ভারতবর্ষেতে সেই সালে অন্য কোন লোন খোলা যাইবেক না।

১৮৫৭ সালের ২০ জুলাই তারিখে যে নিয়ম করা গিয়াছিল তদনুসারে আগামি মে মাসের ১ তারিখ অবধি শতকরা সাড়ে পাঁচ টাকার সুদের লোন খোলা যাইবেক। তাহাতে যাঁহারা টাকা দিতে চাহেন তাঁহারা সমুদয় নগদ দিয়া, কিম্বা অর্দ্ধেক নগদ ও অর্দ্ধেক শতকরা পাঁচ টাকার সুদের কাঁগজ দিয়া ঐ লোনের কাগজ লইতে পারিবেন।

এই লোনেতে যদি প্রয়োজনের টাকা আদায় না হয়, তবে বাকী টাকা ইঙ্গলণ্ডহইতে দেওয়া যায় হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর রাজ্যের শ্রীযুত অনরবিল সেক্রেটারী সাহেবকে এমত পরামর্শ দিবেন। ইঙ্গলণ্ডের গবর্ণমেণ্টহইতে আজ্ঞা না পাইলে অধিক সুদের লোন ১৮৫৯। ৬০ সালের মধ্যে ভারতবর্ষে খোলা যাইবেক না।

১৮৫৯ সালের জানুআরি মাসের ২৬ তারিখের প্রকাশকরা নিয়মমতে যে ত্রেজুরী বিল জারী হইয়াছিল তাহা আপ্রিল মাসের ৩০ তারিখে বন্দ হইবেক। মে মাসের ১ তারিখঅবধি নূতন ত্রেজুরী বিল বাহির হইবার সম্বাদ দেওয়া যাইবেক। তাহার ফিশত টাকার উপর দিনপ্রতি ইঙ্গরেজী ২½ পাইয়ের সুদ চলিবেক।

গবর্ণমেণ্ট লোনের দ্বারা যে পাঁচ কোটি টাকা আদায় করিতে চাহেন তাহার মধ্যে ঐ বিলের উপর যে টাকা পাওয়া যায় তাহা ধরা যাইবেক না।

হজুর কৌন্সেলে ভারতবর্ষের শ্রীযুত রাইট অনরবিল গবরনর জেনরল বাহাদুরের আজ্ঞামতে প্রকাশ করা গেল।

সি হিউ লশিংটন।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

## ORDERS BY THE SUDDER DEWANNY ADAWLUT.

### LEAVES OF ABSENCE.

*The 21st February*, 1859.

Baboo Bhooputty Roy, Moonsiff of Amdhura, Zillah Beerbhoom, for seven days, from 10th instant, on urgent private affairs.

*The 22d February*, 1859.

Moulvy Mahomed Alum, Moonsiff of Oolipoor, Zillah Rungpore, for one month, on Medical Certificate, in extension of the leave granted to him under the Court's orders of the 19th ultimo.

The 24th February, 1859.

Baboo Mudungopal Shome, Moonsiff of Indoss, Zillah East Burdwan, for the 4th and 5th proximo.

A. W. RUSSELL, *Register.*

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৫৯। ১ মার্চ।]

## সদর দেওয়ানী আদালতের হুকুম।

### ছুটী।

১৮৫৯ সাল ২১ ফেব্রুআরি।

জিলা বীরভূমের আমদহরার মুনসেফ শ্রীযুত বাবু ভূপতি রায় আপনার অত্যাবশ্যক কর্ম্মের নিমিত্তে বর্ত্তমান মাসের ১০ তারিখঅবধি সাত দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

১৮৫৯ সাল ২২ ফেব্রুআরি।

জিলা রঙ্গপুরের অলিপুরের মুনসেফ শ্রীযুত মৌলবী মহম্মদ আলম সদর আদলতের গত মাসের ১৯ তারিখের হুকুমমতে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত চিকিৎসকের সর্টিফিকটক্রমে এক মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

১৮৫৯ সাল ২৪ ফেব্রুআরি।

জিলা পূর্ব্ব বর্দ্ধমানের ইন্দাসের মুনসেফ শ্রীযুত বাবু মদনগোপাল সোম আগামি মাসের ৪ ও ৫ তারিখের ছুটী পাইয়াছেন।

এ তরলিউ রসেল। রেজিষ্টর।

[Government Gazette, 1st March, 1859.]

GOVERNMENT ADVERTISEMENT.

OPIUM.

গবর্ণমেণ্টের ইশ্‌তিহার।

আফিম।

আফিমের ইশ্‌তেহার।

ইশ্‌তেহার দেওয়া যাইতেছে যে সন ১৮৫৯ সাল তারিখ ১০ মার্চ বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্নে দিবা এগার ঘণ্টার সময়ে মোকাম কলিকাতার এক্সচেঞ্জ ঘরে সন ১৮৫৭। ৫৮ সালের পয়দায়শী আফিমের তৃতীয় নীলাম হইবেক এবং ঐ নীলামে ২২৬০ সিন্দুক আফিম বিক্রয় হইবেক তাহার বিশেষ এই।

| | |
|---|---|
| বেহারের এজেন্সীর উৎপন্ন আফিম | ১৯১৫ |
| বানারসের এজেন্সীর উৎপন্ন আফিম | ৩৪৫ |
| জুমলা সিন্দুক | ২২৬০ |

২ দফা। এইক্ষণে যে নীলামের ইশ্‌তেহার হইল তাহার সাধারণ নিয়ম অর্থাৎ শরত সকল ধারানুসারে সন ১৮৫৮ সালের ১ ডিসেম্বর তারিখের লিখিত ইশ্‌তেহারে সমুদয় বিবরণ প্রকাশ হইয়াছে এবং কলিকাতা ও এক্সচেঞ্জ গেজেট কাগজে ছাপা হইয়াছে তাহা দৃষ্টি করিলে অথবা রিবিনিউ বোর্ডের দফ্তরখানায় দরখাস্ত করিলে সবিশেষ জানিতে পারিবেন।

৩ দফা। ডিপাজিট অর্থাৎ আমানত পেশগীর টাকা দাখিলের শেষ তারিখ এবং কিস্তিয়রেন্স অর্থাৎ কিস্মতের টাকা দিয়া আফিম খালাসের শেষ তারিখ সন ১৮৫৯ সালের ১৫ এবং ২৫ মার্চ এই দুই দিবস ক্রমশঃ স্থির করা গেল অতএব নীলামি খরিদারাণ যে সকল প্রমিস্‌রী নোট অর্থাৎ তমসুক লিখিয়া দিয়া থাকেন তাহার খালাস করণার্থে সব-ট্রেজরর সাহেবের দস্তখতী ট্রেজুরি রসিদ অথবা কোন রকম সরকারী মাতবরী দস্তাবেজাত যাহা আমানতের হিসাবে দাখিল হইয়া থাকে তাহা সন ১৮৫৯ সালের ১৫ মার্চ মঙ্গলবার বেলা দুই প্রহর ৪ ঘণ্টার পর আর লওয়া যাইবেক না এবং ঐ আফিমের লাট খালাসি সববে কিস্মতের পূরা টাকার দরুন কোন ট্রেজুরি রসিদ সন ১৮৫৯ সালের ২৫ মার্চ শুক্রবার বেলা দুই প্রহর ৪ ঘণ্টার পর আর লওয়া যাইবেক না।

৪ দফা। উপরের লিখিত নীলামের ইশ্‌তেহারের মেকদার আফিম সেওয়ায় ইমসন নীচের লিখিত মেকদার বেহার ও বানারসের আফিম কিঞ্চিৎ কমী বা বেশী হউক পশ্চাৎ লিখিত তারিখে অথবা তাহার কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ নীলামে ধরা যাইবেক আর যদি স্যাৎ কোন হেতুপ্রযুক্ত নীলামের তারিখ বদল করার আবশ্যক হয় তবে সাহেবান বোর্ডের এক্তিয়ার থাকিল যে আবশ্যকমতে তারিখ বদল করিবেন ইতি।

| | | | | | | | বেহারের সিন্দুক | বানারসের সিন্দুক | জুমলা সিন্দুক |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সন | ১৮৫৯ | সালের | ১৪ | আপ্রেল | বৃহস্পতিবার | অথবা কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ | ১৯১৫ | ৩৪৫ | ২২৬০ |
| | ঐ | | ৯ | মে | সোমবার | অথবা কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ | ১৯১৫ | ৩৪৫ | ২২৬০ |
| | ঐ | | ৯ | জুন | বৃহস্পতিবার | অথবা কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ | ১৯১৫ | ৩৪৫ | ২২৬০ |
| | ঐ | | ১১ | জুলাই | সোমবার | অথবা কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ | ১৯১৫ | ৩৪৫ | ২২৬০ |
| | ঐ | | ১০ | আগষ্ট | বুধবার | অথবা কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ | ১৯১৫ | ৩৪৫ | ২২৬০ |
| | ঐ | | ৯ | সেপ্টেম্বর | শুক্রবার | অথবা কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ | ১৯১৫ | ৩৪৫ | ২২৬০ |
| | ঐ | | ১০ | অক্টোবর | সোমবার | অথবা কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ | ১৯১৫ | ৩৪৫ | ২২৬০ |
| | ঐ | | ৯ | নবেম্বর | বুধবার | অথবা কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ | ১৯১৫ | ৩৪৫ | ২২৬০ |
| | ঐ | | ৫ | ডিসেম্বর | সোমবার | অথবা কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ | ১৯৩৪ | ৩৭৯ | ২৩১৩ |
| | | | | | | | ১৭২৫৪ | ৩১০৯ | ২০৩৯৩ |

বিমৌজীব হুকুম সাহেবান আলিশান বোর্ড রিবিনিউ। ফোর্ট উলিয়ম সন ১৮৫৯ সাল তারিখ ২৩ ফেব্রুআরি।

ই লশিংটন। ছোট সেক্রেটারী।

## IN THE COURT FOR THE RELIEF OF INSOLVENT DEBTORS AT CALCUTTA.

In the matter of JOHANNES CATCHICK MICHAEL, an Insolvent.

On Saturday, the 5th day of February Instant, upon an application of the Assignee in this matter it was ordered that the said Assignee do from and out of the sum of Company's Rupees 6,183-5-9 in his hands pay a Dividend at the rate of Company's Rupees 7 per cent. (which will amount to the sum of Company's Rupees 5,740-8,) upon the several claims admitted on the Schedule of the said Insolvent so soon as such claims shall be duly substantiated to the satisfaction of the said Assignee.

Notice whereof is hereby given.

Official Assignee's Office, Calcutta, 22nd February, 1859.

## যোত্রহীনের উপকারার্থ আদালত।

যোত্রহীন জোহানিস কাচিক মাইকেল সাহেবের বিষয়ে।

আসৈনি সাহেব বর্ত্তমান ফেব্রুআরি মাসের ৫ তারিখ শনিবারে প্রার্থনা করিলে হুকুম হইয়াছিল যে উক্ত যোত্রহীনের তফসীলে যে সকল দাওয়া মঞ্জুর হইয়াছে তাহা উক্ত আসৈনি সাহেবের খাতিরজমামতে সাবুদ হইবামাত্র তাঁহার হাতে কোম্পানির যে ৬,১৮৩ ।/৯ টাকা আছে তাহাহইতে তিনি ঐ প্রত্যেক দাওয়ার উপর শত টাকার প্রতি ৭৲ টাকার হিসাবে ডিবিডেণ্ড দেন। অর্থাৎ সর্ব্বসুদ্ধ ৫,৭৪০॥০ কোম্পানির টাকা দেন।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া গেল।

সরকারী আসৈনি সাহেবের দফ্তরখানা। কলিকাতা ১৮৫৯ সাল ২২ ফেব্রুআরি।

---

The like notice, in the matter of HENRY JOB RANDOLPH, an Insolvent, wherein it was ordered that out of the sum of Rs. 716-6, a Dividend at 17 per cent. (amounting to Rs. 587-8) be paid.

যোত্রহীন হেনরি জোব রাণ্ডল্ফ সাহেবের বিষয়ে সেই সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে। এই বিষয়ে হুকুম হইল যে কোং ৭১৬ ।৶ টাকাহইতে শতকরা ১৭৲ টাকার হিসাবে ডিবিডেণ্ড দেওয়া যায় অর্থাৎ সর্ব্বসুদ্ধ ৫৮৭৸০ টাকা দেওয়া যায়।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৫৯। ১ মার্চ।]

---

শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে শ্রীযুত জে সি মরে সাহেবকর্ত্তৃক মুদ্রিত হইল।

AUSPICIO REGIS ET SENATUS ANGLIÆ

# অতিরিক্ত

# গবর্ণমেণ্ট গেজেট

গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে প্রকাশিত।

## CALCUTTA, FRIDAY, MARCH 4, 1859.

কলিকাতা শুক্রবার ১৮৫৯ সাল ৪ মার্চ।

### CIRCULAR ORDER OF THE BOARD OF REVENUE.

No. 33.

*From the Secretary to the Board of Revenue, Lower Provinces, to the Commissioner of Revenue for the Division of*

*Dated Fort William, the 15th December 1858.*

I am directed to forward extract* of a letter to my address from the Accountant General to the Government of India, dated the 15th April last, and copies of forms of accounts annexed thereto, and to request that you will call upon all the Collectors and independent Deputy Collectors in your Division for an expression of their opinions upon Mr. Drummond's propositions, and that in submitting them to the Board you will favour them with your own.

2nd. Referring especially to the 9th paragraph of Mr. Drummond's letter, I am to request that your subordinates be called upon to state how far, since the introduction of the new system of accounts in 1854, the Towjee Nuvees has been considered subordinate to the Head Accountant. Whether, for instance the Perwannahs in the Towjee Department have been directed to the Head Accountant or to the Towjee Nuvees, and whether the kyfeuts connected with that Department have been signed by the latter or by the former; in fact, whether the Accountant General is right in supposing that the Towjee Nuvees must always be in a great measure practically removed from the direct supervision of the Accountant.

(Signed) E. T. TREVOR,
*Secretary.*

* Para. 3 *ad finem.*

### বোর্ড রেবিনিউর সরকুলর অর্ডর।

৩৩ নম্বর।

অমুক এলাকার রাজস্বের শ্রীযুত কমিস্যনর সাহেবের নামে বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের বোর্ড রেবিনিউর শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেবের পত্র। ফোর্ট উলিয়ম ১৮৫৮ সাল ১৫ ডিসেম্বর।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের আক্কোণ্টেণ্ট জেনরল সাহেব গত আপ্রিল মাসের ১৫ তারিখের যে পত্র আমার নামে পাঠাইয়াছিলেন তাহ হইতে গৃহীত কথা * ও তাহার সঙ্গে হিসাব লিখিবার যে পাঠ পাঠাইয়াছিলেন তাহার নকল, আজ্ঞামতে তোমার নিকটে পাঠাইয়া এই আদেশ করিতেছি। ঐ পত্রেতে ড্রমণ্ড সাহেবের যে প্রস্তাব হইয়াছে তদ্বিষয়ে তুমি আপন এলাকার সকল কালেক্টর সাহেবকে ও স্বাধীন ডেপুটী কালেক্টর সাহেবদিগকে আপন২ মত জানাইতে কহিবা, ও তাঁহারদের মতজ্ঞাপক পত্র যখন বোর্ডে পাঠাইবা তখন তুমি আপন মতও জানাইবা।

২। ড্রমণ্ড সাহেবের পত্রের ৯ দফা বিশেষরূপে লক্ষ করিয়া, এই আদেশ করিতেছি। ১৮৫৪ সালে হিসাব রাখিবার নুতন নিয়ম চলন হইবার সময়অবধি তৌজীনবীসকে প্রধান হিসাবনবীসের অধীন যেপর্য্যন্ত জ্ঞান হইয়াছে এই কথা জানাইতে তোমার অধীন কার্য্যকারক সাহেবদিগকে আদেশ কর। যথা তৌজীর দফ্তরসম্পর্কীয় যে পরওয়ানা হয় তাহা প্রধান হিসাবনবীসের নামে না তৌজীনবীসের নামে পাঠান যায়, ও সেই দফ্তরসম্পর্কীয় যে কৈফিয়ৎ তাহাতে প্রধান হিসাবনবীসের দস্তখৎ না তৌজীনবীসের দস্তখৎ থাকে। ফলতঃ আক্কোণ্টেণ্ট জেনরল সাহেব বোধ করেন যে, কার্য্যক্রমে তৌজীনবীস সর্ব্বদাই অনেক অংশে হিসাবনবীসের তত্ত্বহইতে স্বতন্ত্র থাকে, তাঁহার এই বিবেচনা যথার্থ কি না এই কথা জানাইতে তোমার অধীন কার্য্যকারক সাহেবদিগকে আদেশ কর।

ই টি ট্রেবর। সেক্রেটারী।

* অর্থাৎ ৩ দফাঅবধি শেষপর্য্যন্ত।

*Extract from a letter from the Accountant General to the Government of India, to the Secretary to the Board of Revenue, Lower Provinces, dated the 15th April 1858.*

PARA. 3. In all systems of account the first great object is the subjection of every item of receipt or disbursement to the action of such reciprocal but independent checks as will secure the correctness of the original entry—the next that in the supervening forms there shall be a continuous security against subsequent omission, alteration, or misapplication of these entries in the course of condensation into the abstract form which they finally assume; and lastly, that these requisites shall be secured in the simplest and most abbreviated form consistent with the demands of practical necessity.

4. In each of these particulars, the existing rules for the record and check of Land Revenue Collections are more or less imperfect. The check upon the original entry is a double one only as respects the credit to Government; as it affects the Zemindar, it is confined to the local Accountant's Office. There is nothing whatever to secure that a correct entry in the daily register shall become necessarily a correct entry in the Zemindar's account, No. 13; still less that the details shall be accurately shewn on the Towjee, from which the balances are certified preparatory to sales, and which is submitted in abstract only to the superior Office of Account; nor is any authorised form laid down for the various steps which are in practice indispensable for the preparation of the abstracts—a *sine qud non* in any perfect system of account, which should be complete in itself, and from which no deviation should be either necessary or allowed; the consequence is, that although every item of Land Revenue receipt is duly credited to Government, errors and frauds may and do not unfrequently occur in the credit to the landholders, especially of surplus collections, which the system as now prescribed is insufficient to prevent.

5. The Board's Circular No. 4 of 20th January 1854 directed that the Towjee Nuvees should be placed under the orders of the Accountant, and in one of the annexures of that Circular it is stated* that "the Zemindar's account is necessarily made up from the Ledger," while it appears to have been contemplated that the Monthly Treasury account should be prepared from the Ledger, and the Quarterly Towjee from No. 13 (the Zemindar's account.)

6. In printed Circular No. 16 dated 18th December 1857, the same views are again enforced, with only this variation, that the posting into the

* Page 39 reprint Mr. Maple's letter to Board.

বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের বোর্ড রেবিনিউর শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেবের নামে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের আকৌণ্টেণ্ট জেনরল সাহেবের ১৮৫৮ সালের ১৫ আপ্রিল তারিখের পত্রহইতে গৃহীত কথা।

৩ দফা। হিসাব রাখিবার যে কোন নিয়ম হয় তাহার প্রথম গুরুতর অভিপ্রায় এই। জমাখরচের সকল দফা আসল হিসাবে ঠিকরূপে লেখা যাইবার কারণে জমার একং দফার ও খরচের একং দফার পরস্পর অথচ স্বতন্ত্র মোকাবিলা থাকা।—দ্বিতীয় অভিপ্রায় এই, ঐ সকল দফা ক্রমশঃ সংকোচ হইয়া শেষে খোলাসা করিয়া যতং লেখা না যায় তাবৎ অন্যান্য খাতায় তুলিবার সময়ে তাহার কোন দফা ছাড়া না যায় কি বদল না হয় কি ভিন্ন বাবতে লেখা না যায় ইহার নিশ্চিত কোন উপায় সর্ব্বদাই থাকা—শেষ অভিপ্রায় এই কার্য্যক্রমে যাহা আবশ্যক তাহা বুঝিয়া ঐ সকল প্রয়োজনের কার্য্য অতিসোজা ও সংক্ষেপরূপে করা।

৪ দফা। এইং বিষয়ে, আদায়করা মালগুজারীর হিসাব লিখিবার ও দে বাদোষ ধরিবার বর্ত্তমান বিধি ন্যূনাধিকরূপে অসম্পূর্ণ আছে। আসল হিসাবে যাহা লেখা যায় তাহা কেবল সরকারের জমার পক্ষে দুইবার লেখা যাইবাতে দোষাদোষ ধরা যাইতে পারে। কিন্তু জমীদারের পক্ষে তাহার দোষাদোষ কেবল স্থানবিশেষের হিসাবনবীসের দফ্তরে হইতে পারে। রোজনামায় শুদ্ধরূপে যাহা লেখা গিয়াছে তাহা জমীদারের ১৩ নম্বরের খাতায় অবশ্য শুদ্ধরূপে তোলা যায় ইহা নিশ্চয় করিবার কিছু নাই। ও নীলাম হইবার পূর্ব্বে যে তৌজী দেখিয়া বাকী নির্ণয় হয় সেই তৌজীর সকল বয়ান শুদ্ধরূপে লেখা যায় ইহা নিশ্চয় করিবার কিছু নাই, সেই তৌজীর বয়ানের খোলাসামাত্র হিসাবের উপরিস্থ দফ্তরে পাঠান গিয়া থাকে। আরো খোলাসা প্রস্তুত করিবার জন্যে যে ভিন্নং কার্য্য নিতান্ত আবশ্যক হয় তাহা করিবার কোন ধারা উপযুক্ত আজ্ঞামতে নির্দ্ধারিত হয় নাই। কিন্তু হিসাব রাখিবার নিয়ম শুদ্ধ হইলে ঐ কার্য্যের ধারা না হইলে নয়। সেই নিয়ম আপনি পূরাহওয়া উচিত ও তাহার ব্যতিক্রম করিবার কোন আবশ্যক না থাকা কি অনুমতি না হওয়া উচিত। ফলতঃ যত মালগুজারী আদায় হয় তাহার একং দফা সরকারের নামে উপযুক্তরূপে জমা হয় বটে। পরন্তু জমীদারের নামে যাহা জমা দেওয়া যায় তাহার বিষয়ে, বিশেষতঃ আদায়করা টাকার ফাজিলের বিষয়ে ভ্রম ও প্রতারণা অনেকবার হইতে পারে, হইয়াও থাকে, অথচ হিসাব রাখিবার যে নিয়ম চলিতেছে তাহাতে ঐ ভ্রমাদি নিবারণের উপযুক্ত উপায় নাই।

৫। বোর্ডের ১৮৫৪ সালের ২০ জানুআরি তারিখের ৪ নম্বরের সরক্যুলর অর্ডরে এই হুকুম হইয়াছিল যে, তৌজীনবীস হিসাবনবীসের হুকুমের অধীনে থাকিবেক। ও সেই সরক্যুলরের ক্রোড়ের এক পত্রেতে *এই কথা লেখা ছিল, "জমীদারের হিসাব অবশ্য খতিয়ান দেখিয়া প্রস্তুত করা যায়" অথচ দৃষ্ট হইতেছে যে, খাজানাখানার মাসিক খাতা খতিয়ান দেখিয়া প্রস্তুত করিবার ও তিনং মাসের তৌজী ১৩ নম্বরের (অর্থাৎ জমীদারের) হিসাব দেখিয়া প্রস্তুত হইবার অভিপ্রায় ছিল।

৬। ১৮৫৭ সালের ১৮ ডিসেম্বর তারিখের ১৬ নম্বরের ছাপাকরা সরক্যুলরেতে সেই ভাব পুনরায় ব্যক্ত হইয়াছে। কেবল বিশেষ এই, খতিয়ান দেখিয়া

* বোর্ডের নামে মেপলস সাহেবের যে পত্র এ সরক্যুলর পুনশ্চ ছাপা হইয়া ৩৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশ হয়।

Zemindar's account No. 13 are directed to be made from the Chalans themselves instead of from the Ledger.

7. In Circular No. 1 of 13th January 1857, explanatory of the Ledger, it is directed that the Chalans shall be entered in detail, but the Board observe in reference to the practice prevailing in some districts, that it cannot be of any use to specify whether an Estate for which revenue is paid be on the fixed or fluctuating Towjee.

8. It is necessary however for the Collector in his Monthly Treasury Accounts to shew collections of the Land Revenue in the following detail :—

*Collections from Mehals on fixed Towjee.*

| | | |
|---|---|---|
| For current year ... ... | | 000 0 0 |
| For 1856-57, or 1263,... | ... 00 0 0 | |
| For 1855-56, or 1262,... | ... 00 0 0 | |
| For 1854-55, or 1261,... | ... 00 0 0 | |
| | | 000 0 0 |

*Collections from Mehals on the fluctuating Towjee.*

| | | |
|---|---|---|
| On account of current year, ... ... | 000 0 0 | |
| Of former years, ... | 00 0 0 | |
| | 000 0 0 | |
| Deduct charges of collection, ... ... | 00 0 0 | |
| | | 000 0 0 |

and as these details are not shewn in the Ledger in its present shape, the Monthly Account cannot be prepared from it alone, nor even from the Zemindar's account No. 13, until it has been recast into the form of the Towjee, for the preparation of which subsidiary books and registers are necessarily employed, though unrecognised as part of the general system, they will vary in form in every Office and are uncontrolled by any efficient check.

9. The defects then of the existing system may be briefly stated as the want of due connection between the accounts of Cash and of Land Revenue, and the absence of check by double entry upon the latter, which exposes the Landholders to the risk of misappropriation of his payments, and the only simple and effectual remedy of these defects appears to me to be the restoration of the Accountant and Towjee Nuvees to the relative positions which they formerly held of co-operating, but yet independent functionaries. I regard this as desirable upon general grounds also, for the Towjee Nuvees must always be in a great measure practically removed from the direct supervision of the Accountant, and the Office is

জমীদারের ১৩ নম্বরের খাতায় লিখি হইয়া চালান দেখিয়া তাহা লিখিতে হইবেক।

৭। ১৮৫৭ সালের ১৩ জানুআরি তারিখের ১ নম্বরের সরক্যুলরেতে খতিয়ানের অভিপ্রায়াদি ব্যক্ত হইয়াছে। তাহাতে চালান বিস্তারিত করিয়া লিখিবার হুকুম হইয়াছে। কিন্তু কোন২ জিলাতে কার্য্য যেরূপে চলিতেছে তাহা লক্ষ করিয়া বোর্ডের সাহেবেরা কহেন, যে মহালের জমা দেওয়া যায় তাহা মোকররী কি বেকরারী তৌজীতে থাকে ইহা নির্দ্দিষ্ট করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

৮। পরন্তু কালেক্টর সাহেবের খাজানাখানার মাসিক হিসাবে জমীর আদায়করা মালগুজারীর কথা এই প্রকারে বিস্তারিত করিয়া লেখা আবশ্যক।

মোকররী তৌজীতে যে মহাল আছে তাহার আদায়করা টাকা।

| | | |
|---|---|---|
| চলিত সালের ... ... | | ০০০৲ |
| ১৮৫৬। ৫৭ সালের কি ১২৬৩ সালের ... ... | ০০০৲ | |
| ১৮৫৫। ৫৬ সালের কি ১২৬২ সালের ... ... | ০০০৲ | |
| ১৮৫৪। ৫৫ সালের কি ১২৬১ সালের ... ... | ০০০৲ | |
| | | ০০০৲ |

বেকরারী তৌজীতে যে মহাল আছে তাহার আদায়করা টাকা।

| | | |
|---|---|---|
| চলিত সনের ... ... | ০০৲ | |
| পূর্ব্ব সনের ... ... | ০০৲ | |
| | ০০০৲ | |
| আদায়ের খরচ বাদ দিয়া... | ০০৲ | |
| | | ০০০৲ |

এই সকল বিস্তারিত কথা উক্ত প্রকারে খতিয়ানে লেখা যায় না, ইহাতে কেবল খতিয়ান দেখিয়া মাসিক হিসাব প্রস্তুত করা যাইতে পারে না, ও জমীদারের ১৩ নম্বরের খাতা যাবৎ তৌজীর মতে পুনরায় লেখা না যায় তাবৎ তাহা দেখিয়াও মাসিক হিসাব প্রস্তুত করা যাইতে পারে না। তাহা প্রস্তুত করিবার জন্যে অন্য২ বহী ও রেজিষ্টর লেখা আবশ্যক, কিন্তু সেই২ বহীপ্রভৃতি হিসাবের সাধারণ নিয়মের মধ্যে ধরা যায় নাই, সুতরাং নানা দফ্তরখানায় তাহা নানামতে লেখা গিয়া থাকে ও তাহার দোষাদোষ ধরিবার উপযুক্ত কোন উপায় নাই।

৯। বর্ত্তমান নিয়মের দোষ এই প্রকারে সংক্ষেপে ব্যক্ত করা যায়। নগদ টাকার ও মালগুজারীর হিসাবের উপযুক্তমতে সম্পর্ক নাই। ও মালগুজারীর টাকা দুইবার লেখা না যাওয়াতে তাহার দোষাদোষ ধরা যায় না। ইহাতে জমীদারেরা যে টাকা দাখিল করেন তাহার অন্যায়মতে ব্যয় হইবার আশঙ্কা হইতে পারে। আমার বিবেচনাতে এই ত্রুটি নিবারণের অতি সহজ ও ফলজনক কেবল এই উপায় যে, হিসাবনবীসের ও তৌজীনবীসের পরস্পর যে সম্পর্ক পূর্ব্বে ছিল তাহা পুনরায় করা যায়, অর্থাৎ তাহারা দুই জনে একত্রে কর্ম্ম করুক কিন্তু একের উপর অন্যের কর্ত্তৃত্ব না হউক। এই প্রকারের নিয়ম আমি সাধারণ হেতুতেও উপযুক্ত জ্ঞান করি। কেন না কার্য্যক্রমে তৌজীনবীস সর্ব্বদাই হিসাবনবীসের তত্ত্বাবধারণহইতে পৃথক থাকিবেক। ও তাহার পদ অতিগুরুতর। তৎপ্রযুক্ত তাহাকে তারে.

in itself of so much importance, that it is better the should be considered directly responsible to the Head of the Office than to a subordinate Officer in the position of the Accountant, whose nominal superintendence serves only to weaken the sense of responsibility in the Towjee Nuvees without affording any real security against fraudulent entries.

10. In view then to the entire separation of the two departments and their reconstitution as efficient checks upon each other, I would suggest the following alterations in the forms of account.

*First.* In the Accountant's Office.

1. The division of the General Register of Chalans into two—one in the form A, of the annexures for Land Revenue receipts, the other for receipts of all other descriptions as at present.

2. The provision of two Ledger heads instead of one—one for fixed the other for fluctuating Revenue—the entries to be of the total daily receipts, instead of in detail.

3. The amendment of the Zemindar's account No. 13 as shewn in form B, so as to render it a continuous account current exhibiting both credit and debit Balances (the entire space on two pages of this Ledger should be appropriated to each account.)

*Secondly.*—In the Towjee Nuvees Office.

1. Two original Registers of Chalans—one for fixed, the other for fluctuating Revenue in forms C. and D.

2. Two Towjees in the usual form for fixed and fluctuating Revenue, of which that for fixed is appended as form E.

11. The process of payment of Land Revenue would then be as follows—the payer takes his Chalan in duplicate.

1st. To the Towjee Nuvees who certifies the Towjee number and the particulars of demand.

2nd. To the Accountant for Registry.

3rd. To the Treasurer for payment. The Duplicate Chalan is then sent.

4th. To the Towjee Nuvees for entry in the Register of Chalans and signature.

Lastly, to the Accountant for entry in the Zemindar's account No. 13 and record.

The Chalan Registers of both Accountant and Towjee Nuvees would be verified by the Sherishtadar and submitted daily to the Collector with the other Treasury accounts.

12. It is obvious that the mode of proceeding here laid down affords in the double entry of every particular by separate Officers greatly increased security against fraud, which is further ensured by the provision for exhibiting surplus collec-

দার কার্য্যকারক যে হিসাবনবীস তাহার নিকটে দায়ী না করিয়া একেবারে দফ্তরখানার প্রধান সাহেবের নিকটে তাহাকে দায়ী করা ভাল। ফলতঃ তাহার উপর হিসাবনবীসের যে তত্ত্বাবধারণ তাহা নামমাত্র, ও তাহাতে তৌজীনবীসের দায়ের জ্ঞান খাটো হয়, অথচ প্রতারণারূপে কোন কথা হিসাবে লেখার নিবারণ প্রকৃতরূপে হয় না।

১০। অতএব ঐ দুই দফ্তর সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র করিবার ও এক জন অন্যের দোষাদোষ ধরিতে পারে এমন ভাবে তাহার পুনরায় স্থাপন করিবার অভিপ্রায়ে আমি হিসাব লিখিবার নিয়মের এইরূপ পরিবর্ত্তন হইবার পরামর্শ দিই।

প্রথম। হিসাব নবীসের দফ্তরে।

১। চালানের সাধারণ রেজিষ্টরের দুই ভাগ করা যাউক। A চিহ্নের পাঠে এক ভাগ, অর্থাৎ মালগুজারীর প্রাপ্ত টাকার সংযুক্ত কথা, ও অন্য ভাগে, অন্য প্রকারের যে সকল টাকা প্রাপ্ত হয় তাহা এইক্ষণে যেমন লেখা যাইতেছে তেমনি লেখা যাইবেক।

২। খতিয়ানের উপরি ভাগে একি কথা না লিখিয়া দুই কথা লেখা যাউক। এক, মোকররী মালগুজারীর নিমিত্তে। দ্বিতীয়, বেকরারী মালগুজারীর নিমিত্তে। তাহাতে দিনং যাহা আদায় হয় তাহার বিস্তারিত না লিখিয়া কেবল প্রতিদিনের প্রাপ্ত মোট টাকা লিখিতে হইবেক।

৩। জমীদারের ১৩ নম্বরের হিসাব B চিহ্নের পাঠে যেমন লেখা আছে তেমনি সংশোধন করিয়া তাহা জমা ও খরচের বাকী দেখাইবার চলন হিসাব হইবেক। এই খতিয়ানের দুইং পূরা পেজ একি জমীদারীর হিসাব লিখিবার জন্যে রাখিতে হইবেক।

দ্বিতীয়। তৌজীনবীসের দফ্তরে।

১। চালানের দুই আসল রেজিষ্টর। এক, মোকররী মালগুজারীর। দ্বিতীয়, বেকরারী মালগুজারীর নিমিত্তে C. ও D চিহ্নের পাঠে লিখিতে হইবেক।

২। মোকররী ও বেকরারী মালগুজারীর রীতিমতের পাঠে দুই তৌজী। মোকররী তৌজী লিখিবার E চিহ্নের পাঠ দেওয়া গেল।

১১। তাহাতে মালগুজারী দিবার এই নিয়ম চলিবেক। যে জন মালগুজারী দাখিল করে সে দোকর চালান লইয়া

প্রথমে তৌজীনবীসের কাছে যাইবেক। তৌজীনবীস তাহাতে তৌজীর নম্বর ও দাওয়ার বিশেষ লিখিয়া দস্তখৎ করিবেক।

দ্বিতীয়, রেজিষ্টরী করিবার নিমিত্তে হিসাবনবীসের কাছে যাইবেক।

তৃতীয়, টাকা দিবার জন্যে খাজাঞ্চীর কাছে যাইবেক। তখন চালানের দ্বিতীয় কেতা

চতুর্থ, চালানের রেজিষ্টরে লেখা যাইবার ও দস্তখৎ হইবার নিমিত্তে তৌজীনবীসের কাছে পাঠান যাইবেক।

ও শেষে, জমীদারের ১৩ নম্বরের হিসাবে লেখা যাইবার ও রিকার্ড হইবার নিমিত্তে হিসাবনবীসের কাছে পাঠান যাইবেক।

হিসাবনবীসের ও তৌজীনবীসের চালানের রেজিষ্টর সিরিশ্তাদার যথার্থ দেখিয়া দস্তখৎ করিবেক ও তাহা খাজানাখানার অন্য সকল হিসাবের সঙ্গে প্রতিদিন কালেক্টর সাহেবের সম্মুখে অর্পণ হইবেক।

১২। এই নিয়মমতে কার্য্য হইলে একি কথা ভিন্নং কার্য্যকারকেরদের দ্বারা দুইবার করিয়া লেখা যাওয়াতে প্রতারণা অধিকরূপে নিবারণের সপষ্টই উপায় হয়, আরো আদায়করা টাকার ফাজিল দেখাইবার নিয়ম হওয়াতে আরো অধিক সুরক্ষা হয়। আরো

tions ; the continuity also of the chain is unbroken, nor will it be found on examination to involve any real increase of work to the establishment, almost every form and process here prescribed having been found necessary and actually resorted to under the existing system for the preparation of the periodical returns. If however it is found that the complete separation of the Accountant's Office from that of the To[illegible]e N[illegible], and the posting of the account No. [illegible] by the former render the addition of an extra M[illegible] upon a small salary indispensable in the Office[illegible] the Accountant, the advantage of the change w[illegible] in my opinion, more than compensate this petty additional expense.

## FORM A.

*Daily Register of Chalans of Land Revenue.*

*(To be kept in the Accountant's Office.)*

| Consecutive number of Chalans. | Name of Payer. | Number and Name of Mehal. | Amount. | | | Fixed. | | | Fluctuating. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cash. | Transfer. | Total. | Hal. | 1263. | 1262. | Hal. | Bakee. | Charges. | Net Amount. |
| | | | | | | | | | | | | |

[Government Gazette, 4th March, 1859.]

কার্য্য কর্ম্মার বিশৃঙ্খলতা কিছু হয় না। ও তদন্ত দেখিলে তাহাতে আমলারদের কর্ম্মের কিছু ও বাস্তব হয় না, কেন না নিয়মিত সময়ের রিটর্ন প্রস্তুত করিবার যে নিয়ম এখন চলিতেছে তদনুসারে এই পত্রের প্রস্তাবিত প্রায় প্রত্যেক পাঠ ও কার্য্যের নিয়ম আবশ্যক জানা গিয়াছে ও তদনুসারে অনেক বার কর্ম্মও হইতেছে। পরন্তু হিসাবনবীসের দপ্তর তৌজীনবীসের দপ্তরহইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ করাতে, ও ১৩ নম্বরের হিসাব তুলিবার কার্য্য হিসাবনবীসের প্রতি অর্পণ হওয়াতে যদি হিসাবনবীসের দপ্তরে অল্প বেতনের অন্য এক জন মুহুরীরকে নিযুক্ত করা আবশ্যক হয়, তথাপি ঐ নিয়ম পরিবর্ত্তনে যে লাভ তাহা ঐ ক্ষুদ্র অতিরিক্ত ব্যয়াপেক্ষা অত্যধিক হইবেক, আমার এই বিবেচনা।

A চিহ্নের পাঠ।

জমির মালগুজারীর চালানের প্রতিদিনের রেজিষ্টর।

(হিসাবনবীসের দপ্তরে রাখিতে হইবেক।)

| চালানের একাদিক্রমে নম্বর | টাকাদেওনিয়ার নাম | মহালের নম্বর ও নাম | যত টাকা | | | মোকর্‌রী | | | বেকরারী | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | নগদ | খারিজ-দাখিল | মোট | হাল | ১২৬৩ | ১২৬২ | হাল | বাকী | খরচ | নিট জমা |
| | | | | | | | | | | | | |

FORM B.

*(No. 13, ZEMINDAR'S ACCOUNT.)*

*(To be kept in the Accountant's Department.)*

No. 1 Pergunnah Mazoorah
Kismut Chitta-Talookdars
Ramcoomar Roy, &c.

Balance of last account (Fazeel or) Bakee
Sudder Jummah.

Demand for

| | | Bakee. | Fazil. |
|---|---|---|---|
| May | November | | |
| June | December | | |
| July | January | | |
| August | February | | |
| September | March | | |
| October | April | | |

| Collections. | | | | | Demand. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date. | Amount. | Hal. | Bukya. | Fazil. | Talubana | Months. | Hal. | Bukya. | |
| | | | | | | | | | |

B চিহ্নিত পাঠ।

(১৩ নম্বর জমীদারের হিসাব।)

(হিসাবনবীসের দপ্তরে রাখিতে হইবেক।)"

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ নম্বর পরগনা মাজুরা<br>কিসমৎ চিটা তালুকদার<br>রামকুমার রায়প্রভৃতি। | গত হিসাবের<br>(ফাজিল কি) বাকী<br>সদর জমা | বাকী | ফাজিল |
| দাওয়া।<br>মে মাসের — নবেম্বর মাসের<br>জুন „ — ডিসেম্বর „<br>জুলাই „ — জানুআরি „<br>আগষ্ট „ — ফেব্রুআরি „<br>সেপ্টেম্বর „ — মার্চ „<br>অক্টোবর „ — আপ্রিল „ | | | |

| আদায়করা টাকা | | | | | | দাওয়া | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| তারিখ | মত টাকা | হাল | বকেয়া | ফাজিল | তলবানা | মাস | হাল | বকেয়া | | |
| | | | | | | | | | | |

FORM C.

*Daily Register of Chalans of Land Revenue on Account of Mehals on the Fixed Towjee.*

| Date. | Towjee No. and Name. | Chalan No. | Amount. | On account of | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1857-58. | 1856-57. | 1855-56. | Fazil. |
| | | | | | | | |

C চিহ্নের পাঠ।

মোকররী তৌজীতে লেখা মহালের বাবৎ মালগুজারীর চালানের প্রতিদিনের রেজিষ্টর।

| তারিখ | তৌজীর মতে নম্বর ও নাম | চালানের নম্বর | যত টাকা | যে সালের জন্যে | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ১৮৫৭।৫৮ | ১৮৫৬।৫৭ | ১৮৫৫।৫৬ | ফাজিল। |
| | | | | | | | |

## FORM D.

*Daily Register of Chalans of Land Revenue on Account of Mehals on the fluctuating Towjee.*

*(To be kept in Towjee Nuvees' Office.)*

| | | | Amount. | | On Account of | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1857-58. | | 1856 57. | | 1855-56. | | Fazil. |
| Date. | Towjee No. | Chalan No. | Revenue. | Deduction. | Revenue. | Deduction. | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

D চিহ্নের পাঠ।

বেকরারী তৌজীতে লেখা মহালের বাবৎ মালগুজারীর চালানের প্রতিদিনের রেজিষ্টর।

(তৌজীনবীসের দপ্তরে রাখিতে হইবেক।)

| | | | যত টাকার | | যে সালের বাবৎ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ১৮৫৭।৫৮ | | ১৮৫৬।৫৭ | | ১৮৫৫।৫৬ | | ফাজিল |
| তারিখ | তৌজীমতে নম্বর | চালানের নম্বর | মালগুজারী | বাদ | মালগুজারী | বাদ | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৫৯। ৪ মার্চ।]

[Government Gazette, 4th March, 1859.]

# FORM E.

*Quarterly Hal Towjee of Revenue for*

| | | | Demand. | | | | | | Collections. | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Credited in Treasury accounts during the Quarter. | | | Add surplus Collections from last Quarter. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Transfers. | | | | | | | | | | |
| Number. | Name of Mehal. | Name of Proprietor. | Balance at close of last Quarter. | February kist. | March kist. | Total due on Sale day. | April kist. | Total. | No. of Chalan. | Amount. | Total. | Amount. | Amount. | From what No. transferred. | Total. | Deduct surplus collections of future kists. | Net collections on account of the Quarter. | Gross Balance. | Remissions. | Remainder. | Suspended. | Net Balance. | |

Board of Revenue, Lower Provinces, Fort William, the 15th December 1858.

(Signed) E. T. Trevor, *Secretary*.

E চিহ্নের পাঠ।

অমুক তিন মাসের জন্যে মালগুজারীর তিন২ মাসের হাল চৌজী।

| নম্বর | মহালের নাম | মালিকের নাম | দাওয়া | | | | | | আদায় করা | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | গত তিন মাসের শেষে যত বাকী | ফেব্রুআরি মাসের কিস্তি | মার্চ মাসের কিস্তি | নীলামের দিনে যত পাওনা ছিল তাহার মোট | আপ্রিল মাসের কিস্তি | মোট | তিন মাসের মধ্যে খাজানাখানার খাতায় জমা হয়। | | | গত তিন মাসের ফাজিল দিয়া একুন কর। | | | মোট | তাহার পর বাকী ফাজিল তাহা বাদ দেও | তিন মাসের নিমিত্তে নিট আদায় | মোট বাকী | রেয়াইৎ | অবশিষ্ট | স্থগিত থাকা | নিট বাকী। |
| | | | | | | | | | চালানের নম্বর | যত টাকা | মোট | যত টাকা | খারিজদাখিল | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | যত টাকা | যে নম্বরহইতে খারিজদাখিল হয়। | | | | | | | | |

বোর্ড রেবিনিউ ফোর্ট উলিয়ম। ১৮৫৮ সাল ১৫ ডিসেম্বর।

ই, টি টুবর। সেক্রেটারী।
JOHN ROBINSON, *Bengalee Translator.*

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৫৯। ৪ মার্চ।]

শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে শ্রীযুক্ত জে সি মর্শ্মেন সাহেবকর্ত্তৃক মুদ্রিত হইল।